এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
EKDIN
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

২০৮বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা – ১২
ফোন ঃ ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১/৮২০৩

৩ আরজি কর থেকে ভিডিও তুলে বিস্ফোরক অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়
মুখ্যমন্ত্রীর নামে হুমকি চিঠি, 'আল কায়দা' নাম জুড়ে আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা ৩

কলকাতা ১৭ মে ২০২৬ ২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ রবিবার উনবিংশ বর্ষ ৩৩৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 17.05.2026, Vol.19, Issue No. 334, 8 Pages, Price 3.00

'কোথায় পুষ্পা, কোথায়?', নিশানা 'ভাইপোবাবু'কেও

ফলতায় জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী।

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী ২১ মে ফলতা বিধানসভায় নির্বাচন। তার আগেই সেখানেই মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে প্রথম রাজনৈতিক সভা করলেন শুভেন্দু অধিকারী। আর সেই সভা থেকেই জাহাঙ্গির খানকে একহাত নিলেন তিনি। একইসঙ্গে নাম না করে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও একহাত নেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। জাহাঙ্গির খানের উদ্দেশে বলেন, 'কোথায় পুষ্পা, দেখা পাওয়া যাচ্ছে না কেন? এবার কাউকে অশান্তি করতে দেওয়া হবে না।'

ফলতা বিধানসভার একাধিক বুথে ইভিএম কারচুপির অভিযোগ সামনে এসেছিল। গোটা পরিস্থিতি বিচার করে গোটা ফলতা বিধানসভাতেই পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দেয় কমিশন। আগামী ২১ মে ভোট রয়েছে। তার আগে বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পন্ডার হয়ে ফলতায় প্রচার করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আর সেই সভা থেকে তৃণমূল প্রার্থী তথা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ জাহাঙ্গির খানকে একহাত নেন তিনি।

এদিন ফলতা থেকে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে আক্রমণ করে শুভেন্দু আরও বলেন, 'মাননীয় ভাইপোবাবু, লিপস অ্যান্ড বাউন্সে কাল পুরসভা থেকে তথ্য আনলাম। কলকাতায় ২৪টি সম্পত্তি রয়েছে। আমতলায় বিশাল অফিস।' সমস্ত হিসাব হবে বলে হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর। শুধু তাই নয়, শুভেন্দুর কথায়, '২০২১ সালে ভোট পরবর্তী হিংসায় ১৯ জন কুখ্যাত অপরাধীর নাম জানিয়েছিল মানবাধিকার কমিশন। সেই তালিকায় জাহাঙ্গির নাম ছিল। ব্যবস্থা হবে।' শুভেন্দু বলেন, 'ওই ডাকাতটা কোথায়? পুষ্পা না কী যেন নাম! রীতিমতো হুঙ্কার করে তিনি বলেন, 'কোথায় পুষ্পা? কোথায় আপনি? নটোরিয়াস ক্রিমিন্যাল এই জাহাঙ্গির। আমার উপর ছেড়ে দিন। আমি ওর দায়িত্ব নিয়ে নিলাম। আমার উপর ছেড়ে দিন।'

সাধারণ নির্বাচনের সময় যত অভিযোগ এসেছে, সমস্তটার ব্যবস্থা হবে।' শুধু তাই নয়, এই বিষয়ে নাম না করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও আক্রমণ শানান। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ফলতা আসার সময় অনেক জায়গায় দাঁড়িয়েছি। অনেকে বললেন, ভাইপো যতদিন রয়েছেন, ততদিন ভোট দিতে পারেননি। তবে এবার ফলতায় শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হবে বলে আশ্বাস শুভেন্দুর। শুধু তাই নয়, এক লক্ষ ভোটের ব্যবধানে বিজেপি প্রার্থীকে জয়ী করার আহ্বান জানান তিনি। পাশাপাশি বিজেপি জিতলে ফলতার জন্য স্পেশ্যাল ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজ হবে বলেও ঘোষণা শুভেন্দু অধিকারীর।

এদিন অভয়ার প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ইশারায় অভয়ার সময় যাঁরা প্রমাণ লোপাট করেছেন, ঘুষ দিতে গিয়েছিলেন, তাঁরা সবাই এখন সাসপেন্ড। এখানেও কাউকে ছাড়া হবে না। শুভেন্দুর হুঁশিয়ারি, ডায়মন্ড হারবার পুলিশদের বলেছি, কল রেকর্ডস, হোয়াট্সঅ্যাপ চ্যাট জমা দিতে হবে। ভাইপোর পিএ-র কথায় যারা এই এলাকায় অত্যাচার, অশান্তি করেছেন, সবাইকে বার করা হবে।

শুভেন্দু জানিয়েছেন, ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার অফিসারদের তিনি কল রেকর্ডস্, হোয়াটস্অ্যাপ চ্যাট জমা দিতে বলেছেন। তাঁর কথায়, 'ভাইপোর পিএ-র নির্দেশে কারা কারা ফলতা, ডায়মন্ড হারবার তথা দক্ষিণ ২৪ পরগনায় অত্যাচার করেছেন, সব বার করব।' সেই সময় আবার আরজি কর প্রসঙ্গ টেনে বলেন, 'বিনীত গোয়েল, ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়, অভিষেক গুপ্তদের কল রেকর্ড, চ্যাট যখন তদন্তকারীর সামনে আনবেন, সে দিন দেখতে পাবেন, আগের সরকারের কুকীর্তি। কত নীচে নেমেছিলেন!'

'ঝালমুড়ি কি এখানেও পৌঁছে গিয়েছে নাকি?'

নেদারল্যান্ডসেও বাংলার কথা মোদীর

আমস্টারডাম, ১৬ মে: ঝাড়গ্রামে ভোটের প্রচারে এসে ঝালমুড়ি খেয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'ঝালমুড়ি আমি খেয়েছি, ঝাল লেগেছে তৃণমূলের।' এ বার পশ্চিমবঙ্গ জয়ের পরে নেদারল্যান্ডসে গিয়েও সেই ঝালমুড়ির কথা শোনালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রবাসী ভারতীয়দের বললেন, 'ঝালমুড়ি কি এখানেও পৌঁছে গিয়েছে নাকি!'

সংযুক্ত আরব আমিরশাহি হয়ে প্রধানমন্ত্রী পৌঁছেছেন নেদারল্যান্ডসে। শনিবার সেখানে দ্য হেগ শহরে প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। ওই আলোচনার সময় পাঁচ রাজ্যের ভোট প্রসঙ্গ উঠতেই আসে ঝালমুড়ির কথা। তিনি বলেন, 'যখন সাধারণ মানুষের স্বপ্ন সত্যি হয়, তখন গণতন্ত্রের উপর তাঁদের ভরসা বৃদ্ধি পায়।'

দ্য হেগ শহরে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে মোদী নেদারল্যান্ডসে ভারতীয় প্রবাসীদের সামনে ভাষণ দেন। সেখানে তিনি ভারতের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম, ডিজিটাল অগ্রগতি ও বিশ্বের দরবারে দেশের ক্রমবর্ধমান সাফল্যের কথা তুলে ধরেন। সেই বক্তব্যের মাঝেই এদিনের অনুষ্ঠানে মোদীর মুখে উঠে আসে পশ্চিমবঙ্গের নাম। তিনি বলেন, 'এখানেও কি ঝালমুড়ি পৌঁছে গিয়েছে?' মোদীর এই বক্তব্যের পরই ভারতীয় প্রবাসীদের মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যায়। উপস্থিত সকলেই উল্লাসের সঙ্গে মোদীর মন্তব্যের সমর্থন জানায়। এর পাশাপাশি মোদী বলেন, 'বাংলা, অসম, কেরলম, পুদুচেরিতে ব্যাপক হারে ভোটদান করেছেন মানুষ। ভোটের হার ৯০ শতাংশ ছাড়িয়েছে। মহিলারাও ব্যাপক হারে ভোট দিয়েছেন নির্বাচনে। এটাই এখন ভারতের ট্রেন্ড।'

পশ্চিমবঙ্গ জয়ের পরে মিষ্টির সঙ্গে ঝালমুড়ি বিতরণ হবে বলেও ঘোষণা করেছিলেন মোদী। পালাবদলের পর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সেই ঝালমুড়ি বিলির দৃশ্যও ধরা পড়ে। এ বারে সেই ঝালমুড়ির কথা বিদেশের মাটিতেও পৌঁছে দিলেন মোদী। নেদারল্যান্ডসে প্রবাসী ভারতীয়দের উচ্ছ্বাস দেখে নিজের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় তুলে ধরলেন ঝালমুড়ির কথা।

ছ'দিনের এই বিদেশ সফরে বেরিয়ে প্রধানমন্ত্রী প্রথমে গিয়েছেন সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে। সেখান থেকে তিনি পৌঁছে যান নেদারল্যান্ডসে। এর পরে নরওয়ে, সুইডেন এবং ইতালিতেও যাবেন তিনি।

মহাগুরুর বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার সকালে বিজেপি নেতা তথা বর্ষীয়ান অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীর নিউ টাউনের বাড়িতে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শপথ নেওয়ার পর এই প্রথম আলাদা করে মিঠুনের সঙ্গে তিনি বৈঠক করলেন। ঘণ্টাখানেক দুই নেতার মধ্যে আলোচনা হয়েছে। পরে মিঠুনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে শুভেন্দু জানান, মিঠুন এ রাজ্যে পরিবর্তনের অন্যতম কারিগর। পাল্টা শুভেন্দুকেও প্রশংসায় ভরিয়ে দেন মিঠুন।

শনিবার থেকে জেলা সফর শুরু করছেন শুভেন্দু। প্রথমেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবারে তাঁর প্রশাসনিক সভা রয়েছে। আগামী ২১ মে ফলতায় পুনর্নির্বাচন। তার আগে জেলার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে সেখানকার আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন শুভেন্দু। তবে দিনের শুরুতেই তিনি পৌঁছে যান মিঠুনের বাড়িতে।

বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে ঘুরে বিজেপির হয়ে প্রচার করেছিলেন মিঠুন। শুভেন্দু জানান, সেই প্রচার পর্বে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কাজের প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছিলেন। সেগুলি এ বার করা হবে। সেই সংক্রান্ত আলোচনাই হয়েছে দু'জনের বৈঠকে। শুভেন্দুকে পাশে নিয়ে মিঠুন বলেন, 'যেখানে যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, সব পূরণ করব। মুখ্যমন্ত্রী আমাকে যে কাজ করতে বলেছেন, তা অনুসরণ করব।'

মিঠুনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতের পর শুভেন্দু সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'বিজেপির কেন্দ্রীয় সমিতির সদস্য তথা বিশিষ্ট অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীর সঙ্গে কলকাতায় সৌজন্য সাক্ষাৎ করলাম। ২০২১ সালের পর থেকে ২০২৬-এ বিজেপির সরকার গঠন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের পরিবর্তনের লক্ষ্যে, পশ্চিমবঙ্গের গৌরব ফিরিয়ে আনতে নিরলস পরিশ্রম করেছেন তিনি। রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে ছুটে বেড়িয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের মা-বোনদের উপর নির্যাতন বা রাষ্ট্রবাদীদের প্রতি অত্যাচারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠে যে ভাবে তিনি পাশে থেকেছেন, তার জন্য তাঁকে কুর্নিশ জানাই।'

মিথুন চক্রবর্তীর বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

শুভেন্দু বলেন, 'মিঠুনদা এ রাজ্যে বিজেপির জয়ের অন্যতম কারিগর। আমাকে দল মুখ্যমন্ত্রী করেছে। তার পিছনেও ওঁর হাত রয়েছে। ছ'বছর ধরে রাজ্যে পরিবর্তন আনার জন্য মিঠুনদা অনেক পরিশ্রম করেছেন। নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করেছেন। উনি আমাকে জানিয়েছিলেন, আমার সঙ্গে দেখা করতে যেতে চান। আমি বলেছি, আপনি আসবেন কেন? আপনার তৈরি করা মুখ্যমন্ত্রী আপনার কাছে আসবে।' শুভেন্দুর এই কথা শুনে তাঁকে জড়িয়ে ধরেন মিঠুন। শুভেন্দু আরও বলেন, 'মিঠুনদার জনপ্রিয়তা বিজেপির গণ্ডিতে আবদ্ধ নেই। তার বাইরেও রয়েছে। আমি নিজে অষ্টম শ্রেণির পর আর সিনেমা দেখিনি। তবে মিঠুনদা অন্য জায়গায়। তিনি মহাগুরু। আমি ওঁর আশীর্বাদ নিতে এসেছি।'

মিঠুনের মতে, শুভেন্দুর চেয়ে ভাল মুখ্যমন্ত্রী আর হয় না। তিনি বলেছেন, 'এর থেকে ভাল মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গে হতে পারে না। আমি গ্যারান্টি দিয়ে এ কথা বলছি। শপথ নেওয়ার পর থেকে উনি কাজ করে চলেছেন। আমাদের সৌভাগ্য ওঁকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে পেয়েছি। ওঁর পিছনেই রয়েছি।'

কাটমানির অভিযোগ প্রমাণ হলে কড়া ব্যবস্থা

পুলিশের ওয়েলফেয়ার বোর্ড ভাঙলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে তৈরি পুলিশ ওয়েলফেয়ার বোর্ড ভেঙে দিলেন নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ডায়মন্ড হারবারে পুলিশকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকের পর তাঁর ঘোষণা, সোমবার এ নিয়ে সরকারি ভাবে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হবে। পাশাপাশি, তোলাবাজির অভিযোগ পেলে কড়া পদক্ষেপ করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'এ বার আর শাসকের আইন নয়, আইনের শাসন হবে।'

শনিবার পুলিশকর্তাদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেন শুভেন্দু। ফলতায় নির্বাচনী প্রচারসভায় যাওয়ার আগে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি ঘোষণা করেন, পুলিশ ওয়েলফেয়ার বোর্ড আর থাকবে না। ২০১১ সালে তৃণমূল রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পরের বছর পুলিশ ওয়েলফেয়ার বোর্ড তৈরি করেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সেন্ট্রাল কমিটিতে ছিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি। পুলিশ এবং পুলিশ পরিবারের স্বাস্থ্য পরিষেবা, অবসরকালীন সুবিধা দেওয়া ছিল বোর্ড তৈরির উদ্দেশ্য।

কিন্তু বিরোধীরা অভিযোগ করত, অচিরেই ওই বোর্ড শাসকদলের শাখা সংগঠন হয়ে যায়। এই একই কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুও। পুলিশ ওয়েলফেয়ার বোর্ডের সমন্বয়ক ছিলেন শান্তনু এবং বিজিতাশ্ব। পুলিশকর্তা শান্তনু দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছেন বৃহস্পতিবার। কালীঘাটের প্রাক্তন ওসি শান্তনু এখন কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার। ইনস্পেক্টর পদে অবসর নিয়েছিলেন। তার পর ওএসডি ছিলেন মমতার জমানায়। শনিবার শুভেন্দুর ঘোষণা, 'আজ পুলিশ ওয়েলফেয়ার বোর্ড ভেঙে দিলাম। সোমবার সরকারি ভাবে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হবে।'

তাঁর কথায়, 'পুলিশ ওয়েলফেয়ার বোর্ড ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরি হয়েছিল। পরে সেটি একটি রাজনৈতিক দলের শাখা সংগঠন হয়ে যায়। ওই বোর্ড তৈরির ফলে পুলিশের মঙ্গল কতটা হয়েছে জানি না, তবে শান্তনু সিন্হা বিশ্বাস, বিজিতাশ্ব রাউতদের মতো অফিসারদের সুবিধা হয়েছে।'

এ ছাড়া পুলিশ-প্রশাসন নিয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এবং পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'বিএনএস অনুযায়ীই এ বার পদক্ষেপ করবে পুলিশ। রাজনৈতিক হিংসায় যাঁরা প্রভাবিত হয়েছেন, তাঁরা তথ্যপ্রমাণ দিতে পারেন। এফআইআর করতে পারেন। রাজনৈতিক হিংসায় প্রভাবিত, পুলিশের দ্বারা অন্যায় ভাবে হেনস্থা হওয়া ব্যক্তি অভিযোগ করতে পারেন। এ বার পুলিশ অভিযোগ নেবে।'

শুভেন্দু জানিয়েছেন, যে মহিলারা অত্যাচারিত হয়েছেন, যাঁরা অভিযোগ করতে গিয়ে থানায় তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন, তাঁরাও অভিযোগ করতে পারেন পুলিশের কাছে। তা ছাড়া সরকারি প্রকল্পের সুবিধা নিতে গিয়ে যাঁদের কাটমানি দিতে হয়েছে, তাঁরাও অভিযোগ করতে পারেন থানায়। অভিযোগের সত্যাসত্য খতিয়ে দেখা হবে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে পুলিশ কড়া পদক্ষেপ করবে। আবার অভিযোগ যদি মিথ্যা হয় আইন অনুযায়ী অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী এ-ও জানিয়েছেন, টোটো, অটো, হকারদের কাছ থেকে টাকা তোলা চলবে না। কেউ টাকা চাইলে সোজা থানায় যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন পুলিশমন্ত্রী। রসিদ ছাড়া কাউকে কোনও অর্থ দিতে বারণ করেন তিনি।

এবার হাইকোর্টের নতুন বেঞ্চে আরজি কর মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আবার কলকাতা হাইকোর্টের নতুন বেঞ্চে গেল আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসক-ছাত্রীকে ধর্ষণ ও খুনের মামলা। শনিবার প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল নির্দিষ্ট করেছেন যে বিচারপতি শম্পা সরকার ও বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হবে।

উল্লেখ্য, আরজি করে ধর্ষণ এবং খুনের মামলায় ফের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একই সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পত্তি নিয়েও হুঁশিয়ারি দেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, আরজি করে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ, খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্তদের আড়াল করার চেষ্টা করেছিল পূর্বতন সরকার। অন্য দিকে, তৃণমূল সরকারে থাকার সুবাদে হিসাব-বহির্ভূত সম্পত্তি বৃদ্ধি হয়েছে সাংসদ অভিষেকের।

২০২৪ সালের ৯ অগস্টের ওই ঘটনায় নির্যাতিতার পরিবারের তরফে নতুন করে সিবিআই তদন্ত চেয়ে আবেদন করা হয়েছে হাইকোর্টে। আরজি কর কাণ্ডের ঘটনাস্থলে যাওয়ার আর্জিও হাইকোর্টে জানিয়েছেন নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবী। পাশাপাশি, তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই আরজি কর-কাণ্ডে যাবজ্জীবন জেলের সাজাপ্রাপ্ত সঞ্জয় রায়ের ফাঁসি চেয়ে আবেদন করেছে। অন্যদিকে, চিকিৎসক-ছাত্রীকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় নিম্ন আদালতে দোষী সাব্যস্ত সঞ্জয় নিজেকে নির্দোষ দাবি করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে।

প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ শনিবার জানিয়েছে, নির্যাতিতার পরিবারের আরজি কর ঘটনাস্থল পরিদর্শন-সহ সমস্ত আবেদনের শুনানি হবে নতুন ডিভিশন বেঞ্চে। প্রসঙ্গত, এর আগে এই মামলা আগে কলকাতা হাইকোর্টের তিনটি বেঞ্চ ছেড়ে দিয়েছে। গত ১২ মে 'এই গুরুত্বপূর্ণ মামলার দ্রুত শুনানি প্রয়োজন' পর্যবেক্ষণ রেখে মামলা ছেড়ে দিয়েছিল বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা এবং বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ। সেই সঙ্গে পর্যবেক্ষণে বলেছিল, 'সাজাপ্রাপ্ত অনেক কিছুই জানে বলে মনে হয়। ফলে যত আধুনিক পদ্ধতি, প্রযুক্তি রয়েছে, তার সব কিছু সিবিআই ব্যবহার করুক এই মামলায়'। তার পর এই নতুন ডিভিশন বেঞ্চ গঠন হল।

উল্লেখ্য, এর মধ্যেই শুক্রবার তৎকালীন নগরপাল বিনীত গোয়েল, ডিসি ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় ও অভিষেক গুপ্তাকে বরখাস্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নির্যাতিতার বাবা শিয়ালদহ আদালতে আরও তিন জনের গ্রেপ্তারি চেয়েছেন। অভিযোগ, দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তে বাধা দিয়ে তড়িঘড়ি দেহ দাহ করা হয়। রাজনৈতিক পালাবদলের পর প্রশাসন ও আদালত, দুই জায়গাতেই আরজি কর মামলা নতুন গতি পেল।

বুধবারে প্রথম উত্তরবঙ্গ সফরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর এই প্রথম উত্তরবঙ্গ সফরে যাচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারী। আগামী বুধবার, ২০ তারিখ উত্তরবঙ্গে প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দেবেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরকে ঘিরে ইতিমধ্যেই প্রশাসনিক মহলে তৎপরতা শুরু হয়েছে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার জেলাশাসক, পুলিশ সুপার এবং দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকদের ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে খবর।

সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গের সামগ্রিক উন্নয়ন, পরিকাঠামো, পর্যটন, সড়ক যোগাযোগ, স্বাস্থ্য পরিষেবা, কৃষি এবং সীমান্তবর্তী এলাকার প্রশাসনিক পরিস্থিতি নিয়ে এই বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হতে পারে। বিশেষ করে পাহাড় ও ডুয়ার্স এলাকার উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির অগ্রগতি নিয়েও মুখ্যমন্ত্রী পর্যালোচনা করতে পারেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি বর্ষার আগে বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুতি, চা-বাগান এলাকার শ্রমিকদের সমস্যা এবং উত্তরবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিও আলোচনায় উঠতে পারে।

রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর থেকেই প্রশাসনিক কাঠামোয় গতি আনতে একাধিক পদক্ষেপ করেছে নবান্ন। সেই প্রেক্ষিতেই এবার জেলা প্রশাসনের সঙ্গে সরাসরি সমন্বয় বাড়াতে মুখ্যমন্ত্রী নিজে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রশাসনিক বৈঠক করছেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। উত্তরবঙ্গ সফরকে তাই যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গ সফরের পরদিন, বৃহস্পতিবার ২১ তারিখ দুর্গাপুর-এ রাঢ়বঙ্গ সংক্রান্ত প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম এবং ঝাড়গ্রাম-সহ একাধিক জেলার প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে এই বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শিল্পাঞ্চল এবং খনিজভিত্তিক এলাকার উন্নয়ন, শিল্প বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, পানীয় জল, রাস্তা ও গ্রামীণ পরিকাঠামো সংক্রান্ত বিষয়গুলি সেখানে গুরুত্ব পেতে পারে।

প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী প্রতিটি অঞ্চলের জন্য আলাদা উন্নয়ন রূপরেখা তৈরি করতে চাইছেন। সেই কারণেই অঞ্চলভিত্তিক প্রশাসনিক বৈঠকের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি, খরচের হিসাব এবং বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা সাধারণ মানুষের কাছে কতটা পৌঁছচ্ছে, সে সম্পর্কেও বিস্তারিত রিপোর্ট চাইতে পারেন তিনি।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

PUBLIC NOTICE

Notice for Identification of Legal Heirs

It is hereby notified for general information that **Mr. Taraknath Mukhopadhyay** S/O: Late Girish Chandra Mukhopadhyay, **Mr. Amarnath Mukhopadhyay** S/O: Late Girish Chandra Mukhopadhyay, **Mr. Biswanath Mukhopadhyay**, S/O: Late Girish Chandra Mukhopadhyay, **Mr. Arun Mukhopadhyay** S/O: Late Baidyanath Mukhopadhyay, **Mr. Arup Mukhopadhyay** S/O: Late Baidyanath Mukhopadhyay, **Ms. Rama Devi** W/O: Late Baidyanath Mukhopadhyay, **MS Shanti Sudha Devi**. W/O: Late Bholanath Mukhopadhyay, **Mr. Shibnath Mukhopadhyay**, S/O: Late Purna Chandra Mukhopadhyay, **Late Shri Anil Mukhopadhyay**, son of Sibnath Mukhopadhyay, last residing at KHALGAON BIHAR.

All persons claiming to be legal heirs, successors, or having any right, title, interest, or claim in respect of the immovable property situated at: Village: Gopal Nagar, P.S- Singur, Dist: - Hooghly, West Bengal, India, are hereby required to submit their claims with supporting documents (such as proof of relationship, identity proof, succession certificate, legal heir certificate, etc.) to the undersigned within 15(fifteen) days from the date of publication of this notice. If no claim is received within the stipulated time, it shall be presumed that no other legal heir or claimant exists, and further legal steps shall be taken accordingly. The undersigned shall not be responsible for any claim made thereafter. Issued by:-

NAME: - **KUSHAL DAS (ADVOCATE)**
ADD:- 76A, Manik danga road, Kolkata-700111, Ph No. – 8420230058
Email – kdas230@gmail.com

AFFIDAVIT

I, **Md Sahabur** Sk S/O Aftab Ali Sk residing at Vill.- Ghoshpara, P.O.- Rajapur, P.S.- Raninagar, Dist.- Murshidabad do hereby declare vide affidavit serial no. 7509 dated 27.04.2026 in the Court of Ld. J.M./ J.M. (Addl./ A.C.J.M.- II (1st Class) at Lalbagh, Murshidabad that my actual name is Md Sahabur Sk which has been recorded in my Aadhar, Voter Card and some documents but in my son namely Mustakin Islam's birth certificate vide Regn. No. 3035 dated of Regn.: 26/12/2011, my name erroneously has been recorded as Sahabul Islam. Md Sahabur Sk and Sahabul Islam is the same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Anandarup Bhattacharjee S/o. Late Chandranath Bhattacharjee, R/o. Kanakshally, Kadamtala, Chinsurah, Hooghly-712101, W.B., do hereby declare that I have changed my name from Anandarup Bhattacharjee to Ananndarup Bhattacharjee and henceforth I shall be known as Ananndarup Bhattacharjee in all purposes, which name will be rectify in my all documents i.e. Pan Card, Voter Card etc., vide an affidavit no. 11173 sworn before Judicial Magistrate, Sadar, Hooghly Court on 17/04/2026. I, Ananndarup Bhattacharjee & Anandarup Bhattacharjee S/o. Late Chandranath Bhattacharjee both are the same & one identical person.

I, Sk Samim Ostagar, S/o. Sk Aminur Ostagar, R/o. Musar, Babnan, Dadpur, Hooghly-712305, W.B., do hereby declare that in my birth certificate (Being Regn. No. 715, dtd. 27.05.2003, D.O.B. 18.05.2003) where my name has been recorded as Sk. Samim Rahaman instead of my correct & original name Sk Samim Ostagar, my father's name has been recorded as Aminoor Rahaman instead of Sk Aminur Ostagar, my mother's name has been recorded as Hasina Bibi instead of Hasina Begum Ostagar. That I, Sk Samim Ostagar & Sk. Samim Rahaman, my father Sk Aminur Ostagar & Aminoor Rahaman and my mother Hasina Begum Ostagar & Hasina Bibi all are the same & one identical person vide an affidavit no. 11982, sworn before Judicial Magistrate, Sadar Hooghly Court, on 13/05/2026.

I, Sk Sahil Ostagar, S/o. Sk Aminur Ostagar, R/o. Musar, Babnan, Dadpur, Hooghly-712305, W.B., do hereby declare that in my birth certificate (Being Regn. No. 17, dtd. 12.01.2009, D.O.B. 29.12.2008) where my name has been recorded as Sk. Sahil Rahaman instead of my correct & original name Sk Sahil Ostagar, my father's name has been recorded as Sk. Aminur Rahaman instead of Sk Aminur Ostagar, my mother's name has been recorded as Hasina Begam instead of Hasina Begum Ostagar. That I, Sk Sahil Ostagar & Sk. Sahil Rahaman, my father Sk Aminur Ostagar & Sk. Aminur Rahaman and my mother Hasina Begum Ostagar & Hasina Begam all are the same & one identical person vide an affidavit no. 11983, sworn before Judicial Magistrate, Sadar Hooghly Court, on 13/05/2026.

বিজ্ঞপ্তি

IN THE 3rd COURT OF ADDITIONAL DISTRICT JUDGE, PASCHIM MEDINIPUR
J. Misc. Case No. 105 Of 2025

শ্রীমত্যা রঞ্জনা সিং, স্বামী - স্বর্গীয় দীপক সিং, সাং-ঝাপেটাপুর,গোপালনগর পোস্ট- খড়গপুর, থানা-খড়গপুর টাউন, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর,
.....**দরখাস্তকারী**

এতদ্বারা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রীমত্যা রঞ্জনা সিং**, স্বামী - দীপক সিং, সাং- ঝাপেটাপুর, গোপালনগর, পোস্ট - খড়গপুর, থানা - খড়গপুর টাউন, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, নাবালক **Viraj Veer Singh** এর পক্ষে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার প্রার্থনায় উপরোক্ত নম্বর J.Misc. মোকর্দ্দমা পশ্চিম মেদিনীপুর ৩য় অতিরিক্ত জেলা জজ, পশ্চিম মেদিনীপুর আদালতে উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমা সম্পর্কে কাহারও কোনও বক্তব্য থাকিলে তাহা আগামী ধার্য্য **19/06/2026** তারিখে স্বয়ং ও উপযুক্ত উপদেশ প্রাপ্ত উকিল বাবুর মাধ্যমে উপস্থিত হইয়া বক্তব্য পেশ করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

SCHEDULE:
Within District Paschim Medinipur, P.S.- Kharagpur (L) Mouza- Khatranga, J.L. No. 362 L.R. Khatian No. 1994 ● Plot No. 374 = 16 Dec. - Cultivable land ● Plot No. 375 = 25 Dec. - Cultivable land

আদেশানুসারে
Subrata Sen
Bench Clerk I / Additional District Judge, 3rd Court, Paschim Medinipur,15/05/2026

আমমোক্তার নামা বিজ্ঞপ্তি

আমি সতীনাথ সরকার, পিতা - পঞ্চানন সরকার। জে.এল. নং - ১১৩, চন্দ্রহাটি মৌজায় ৩৯৩ কৃঃ খতিয়ানে ১০৮৯, ১০৯১, ১০৯৬ দাগে মোট - ৪৭ শতক সম্পত্তি ২০২৪ সালে পান্ডুয়া সাবরেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৪০৪৯ নং আমমোক্তার বলে সাবিনা খাতুন মহাশয়াকে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছি। ইহাতে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে পান্ডুয়া বি.এল.অ্যান্ড.এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

সতীনাথ সরকার
পান্ডুয়া, হুগলী

আমমোক্তার নামা বিজ্ঞপ্তি

আমি অভিজিত বসু, বিশ্বজিত বসু, গীতারানী মল্লিক সকলের পিতা - শংকর নারায়ন বসু, প্রতিমা বসু স্বামী - পূর্নেন্দু বসু, কৌশিক বসু, দেবরাজ বসু উভয়ের পিতা - পূর্নেন্দু বসু, সাধনা বসু স্বামী - গৌতম বসু, প্রীতম বসু ও প্রতিম বসু উভয়ের পিতা - গৌতম বসু, সকলে জে.এল. নং - ১০০ মৌজা মারসিট হাল - ৪২৪, ৮৯৮, ৮৯৯, ৯০০, ৯০১, ৯০২ কৃঃ খতিয়ানে ১৯০০ দাগে ৬.৫০ শতক সম্পত্তিতে গত ইং - ২০/০৬/১৬ তারিখে পান্ডুয়া সাবরেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১৮৭৭ নং আমমোক্তার বলে সেখ নুরুল ইসলাম কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছি। ইহাতে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে পান্ডুয়া বি.এল.অ্যান্ড.এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

অভিজিত বসু
পান্ডুয়া, হুগলী

আমমোক্তার নামা বিজ্ঞপ্তি

আমি অর্চনা ঘোষ ওরফে অর্চনা ঘোষ মন্ডল, পিতা - কানাইলাল ঘোষ। জে.এল. নং - ১২৯, খন্যান মৌজায় ৭২২২ কৃঃ খতিয়ানে এল.আর. - ১৬৯১ দাগে মোট - ১২.২৩ শতক সম্পত্তি ১৫/১২/২০২৩ তারিখে পান্ডুয়া সাবরেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৬৩২৮ নং আমমোক্তার বলে মানব সুর ও আব্দুল রাকিব মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছি। ইহাতে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে পান্ডুয়া বি.এল.অ্যান্ড.এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

অর্চনা ঘোষ
পান্ডুয়া, হুগলী

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-
adconnexon@gmail.com

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ
করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

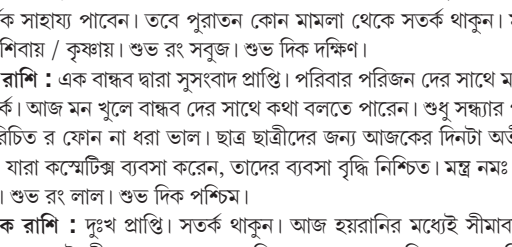

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৭ ই মে, ২ রা জ্যৈষ্ঠ । রবি বার । প্রতিপদ তিথি,কৃত্তিকা নক্ষত্র । জন্মে বৃষ রাশি, অষ্টোত্তরী ও, বিংশোত্তোরী রবি র মহাদশা কাল। মৃতে ত্রীপাদ দোষ বৈকাল ৪ টে পর একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : প্রাপ্তি। বিদ্যা ভাগ্য ভালো। আজ বাধা থাকলেও, নতুন কিছু করার শক্তি পাবেন। বৈবাহিক জীবনে কিছু সমস্যা আসছে, প্রতিবেশীর দ্বারা সমাধান। ঋর কর্ম ক্ষেত্রে বিশেষ সম্মান বৃদ্ধির সুযোগ। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

বৃষ রাশি : মানষিক ভাবে ভাল। সম্পর্কে শুভত্ব আনতে চেষ্টা করতে হবে। পরিবার এর কোন গোপন কথা, সমস্যা তৈরি করতে পারে। এক প্রবীনা সদস্য র ভুল বাক্য দ্বারা হঠাৎ করেই সমস্যা হবে। যারা কম্পিউটার টেকনোলজি বিভাগে কাজ করছেন, তারা সম্মান পাবেন। মন্ত্র গণ গণশায় নমঃ। শুভ রং ঘিয়ে। শুভ দিক উত্তর।

মিথুন রাশি : কিছু শুভ মানুষ চিনতে ভুল করেছেন। তৃতীয় ব্যক্তির জন্য পরিবারে, ভুল বোঝাবুঝি হবে। খুব তাড়াতাড়ি কাজ করার জন্য আজ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। বিশ্বাস করে যাকে দায়িত্ব দিয়েছেন, নজর রাখুন সেই দিকে। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক পূর্ব।

কর্কট রাশি : তর্কে জিততে পারবেন না। নৈরাশ্য হতাশা গ্রাস করবে মনটাকে। নতুন বন্ধুত্বের অনুরোধ, কেন উপেক্ষা করছেন? সময় দিন, শুভ হবে। সম্পত্তি দখল নিয়ে মামলা শুরু হতে পারে। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : খুব ভালো যোগাযোগ হবে। সবাই সামনে আপনার কথা মেনে নিয়ে, পিছনে বসে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের করছে। সতর্ক থাকুন। খাদ্যদ্রব্যর ব্যবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। মন্ত্র ওম গন গণেশায়। শুভ রং। হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : পরিবার পরিজন সবাই আজ আপনার সহযোগ করবেন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। প্রবীন নাগরিক হিসেবে আজ আর্থিক সাহায্য পাবেন। তবে পুরাতন কোন মামলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : এক বান্ধব দ্বারা সুসংবাদ প্রাপ্তি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। আজ মন খুলে বান্ধব দের সাথে কথা বলতে পারেন। শুধু সন্ধ্যার পর অপরিচিত র ফোন না ধরা ভাল। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। যারা কস্মেটিক্স ব্যবসা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি নিশ্চিত। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : দুঃখ প্রাপ্তি। সতর্ক থাকুন। আজ হয়রানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কোন সমস্যা তৈরী হবে ব্যাংক লোন নিয়ে। কাগজপত্র গুছিয়ে রাখুন, কিছু প্রমান দিতে হতে পারে। রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীদের সাথে শুভ। মন্ত্র শন শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : বিবাহিত জীবনের জন্য শুভ। আজ ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অতীব শুভ। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে কোন তৃতীয় ব্যক্তির ব্যবহারে সমস্যা তৈরী হতে পারে। একটু সতর্ক থাকুন, ছলনা কারী স্বজন কে আজ চিনতে পারবেন। মোটর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজে আজ সফলতা। মন্ত্র দূর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

মকর রাশি : শান্তির বাতাবরন পরিবারে। ফোন কলে আজ লাভ প্রাপ্তি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা শুভ। যারা উচ্চ বিদ্যা তে আছেন, সফলতা অর্জন করতে পারবেন। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে শুভ। লৌহ আকরিক ব্যবসা তে ধন প্রাপ্তি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : ধার্মিক আধ্যাত্মিক মন যুক্ত দিন। আপ্যায়ন ভাল, তবে আজ দুই পরিচিত মানুষ সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে হবে। সবাই আপনার মতো সরলতায় পূর্ন নয়। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : প্রতিবাদ না করাটা ভাল। আজ সত্য উদঘাটন হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে কষ্ট। মনের মানুষ কে ভুল বুঝে কষ্ট পাবেন। আর্থিক স্থিতি শুভ। প্রেমিক যুগল, বয়স্কদের সাহায্যে নিয়ে এগিয়ে যাও, শুভ হবে। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

(আজ বিশ্ব টেলি কমিউনিকেশন দিবস। নাট্যকার দ্বীজেন্দ্র লাল রায়ের তিরোধান দিবস । বৈষ্ণব সমাজ পুরুষোত্তম মাস শুভারম্ভ।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বাড়ি ভাঙার সরকারি নোটিসে ফের কলকাতা হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ

শনিবার দুপুরে জরুরি ভিত্তিতে খুলল কোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা : বাড়ি ভাঙার সরকারি নোটিসে ফের স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। শনিবার হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য নির্দেশ দিয়েছেন, আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত ওই বহুতল নিয়ে কোনও পদক্ষেপ করা যাবে না। কেন এই নোটিস দেওয়া হল, তাও জানতে চাইলেন বিচারপতি।

অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে। রাজ্যে ক্ষমতায় এসেই স্পষ্ট করে দিয়েছে বিজেপি সরকার। যেকোনও বহুতলে সবরকম নিয়মকানুন মেনে চলার জন্যও কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে অগ্নিসুরক্ষা ব্যবস্থা না থাকায় ডায়মন্ড হারবার রোডে একটি বহুতল ভাঙার নির্দেশ দিয়েছিল দমকল বিভাগ। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিপজ্জনক বিল্ডিং ভেঙে ফেলতে নোটিস দিয়েছিল।

সেই নোটিসকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে জরুরি মামলা হয়।

শনিবার দুপুরে জরুরি ভিত্তিতে খোলে হাইকোর্ট। কেন এই নোটিস দেওয়া হল, তাও জানতে চাইলেন বিচারপতি। আগামী ৮ জুন রেগুলার বেঞ্চে মামলার শুনানি হবে। এর আগে তিলজলায় একটি বহুতলে আগুন লাগার পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন, বহুতলটি অবৈধভাবে নির্মাণ হয়েছে। তা ভাঙতে বুলডোজার পৌঁছে যায়। এই নিয়ে মামলা হলে হাইকোর্ট স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ দেয়।

স্বস্তি...টালিগঞ্জে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

হাওড়ার রামকৃষ্ণ লঞ্চঘাটের কালী মন্দিরে পুজো দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

২১ মে হাওড়ার বিধায়কদের নিয়ে বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর, নজরে বেআইনি নির্মাণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়াঃ বেআইনি বাড়ির মাথায় ঝুলছে বুলডোজারের খাঁড়া। কলকাতার পরে এবার হাওড়া। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ২১ মে জেলা প্রশাসন ও বিজেপি বিধায়কদের সঙ্গে বসছেন। আলোচনায় থাকছে শহরের দমবন্ধ করা বেআইনি নির্মাণ, জল জমা, জঞ্জাল ও পানীয় জলের সংকট। সেখান থেকেই ঠিক হবে হাওড়ার ভবিষ্যৎ। প্রশাসনের এক কর্তা ইঙ্গিত দিয়েছেন, প্রয়োজনে হাওড়াতেও চলবে বুলডোজার। পুর ইঞ্জিনিয়ারদের দাবি, সালকিয়া, পিলখানা, শিবপুর, দাসনগরে তিনতলার অনুমতির জায়গায় উঠে গিয়েছে ছ'তলা, আটতলা। পিলখানায় হাজার হাজার বেআইনি বাড়ি। পুরকর্মীদের কথায়, 'ওখানে ঢুকতেই ভয়। অপরাধীদের ডেরা, বাসিন্দাদের অনেকে ভোটারও নন।' নিকাশি ভেঙে পড়েছে, আগুনের ঝুঁকি বাড়ছে।

স্থানীয়দের ক্ষোভ স্পষ্ট। সালকিয়ার অমিত সাহা বললেন, 'সরু রাস্তায় দমকল ঢুকবে না। প্রশাসন কঠোর হোক।' পিলখানার রহিম আনসারির আর্জি, 'জল-বিদ্যুৎ কেটে দিন।' শিবপুরের সুমিতা দাস চান ভেঙে ফেলা হোক। উত্তর হাওড়ার বিধায়ক উমেশ রাই জানালেন, 'মানুষের নিরাপত্তা আগে। সব দিক দেখে সিদ্ধান্ত হবে।' ক্ষমতা বদলের পরেই শহর শুদ্ধিকরণের বার্তা দিচ্ছে নতুন সরকার। রাজনৈতিক মদতে গজিয়ে ওঠা বেআইনি নির্মাণ ভাঙলে বহু প্রভাবশালীর গায়ে আঁচ লাগবে। তাই ২১ তারিখের বৈঠক শুধু উন্নয়নের নয়, ক্ষমতার পরীক্ষাও।

অনুমোদনহীন মাদ্রাসা থাকবে না, জমি দখল হলে বুলডোজার চলবে, হুঁশিয়ারি মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দায়িত্ব নিয়েই কড়া দাওয়াই। সংখ্যালঘু ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের নতুন মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু জানালেন, রাজ্যে একটিও বেআইনি মাদ্রাসা রাখা হবে না। শিক্ষার নামে বেআইনি কাজ বরদাস্ত নয়। বর্ধমান ও বাঁকুড়ার সভায় তাঁর স্পষ্ট বার্তা, জিরো টলারেন্স। সরকারি জমি দখল করে গজিয়ে ওঠা মাদ্রাসায় উত্তরপ্রদেশ-গুজরাতের পথেই বুলডোজার চালানো হবে। আগের সরকারের আমলে দপ্তরগুলো 'ঘুঘুর

বাসা' হয়েছিল বলে ক্ষোভ উগরে দেন রানিবাঁধের বিধায়ক। বললেন, সার্ফ-সানলাইট দিয়ে দুর্নীতি ধুয়ে-মুছে সাফ করব।

শুধু মাদ্রাসা নয়। অনগ্রসর কল্যাণ দপ্তরের দায়িত্বে এসেও বিস্ফোরক টুডু। অভিযোগ, 'দুয়ারে সরকার' শিবিরে হাজার হাজার ভুয়ো তফসিলি জাতি ও জনজাতি শংসাপত্র বিলি হয়েছে। সব বাতিল হবে, তদন্তে নামবে সিআইডি। আদিবাসী উন্নয়ন, অনগ্রসর কল্যাণ-সহ চার দপ্তর হাতে পেয়েই সংখ্যালঘু শিক্ষায় শুদ্ধি অভিযানের ইঙ্গিত দিলেন মন্ত্রী। তবে আইএসএফ নেতা নওশাদ সিদ্দিকীর পাল্টা, শিক্ষাকে সাম্প্রদায়িক চোখে দেখা ঠিক নয়। মন্ত্রীর আরও পড়াশোনা দরকার।

রবিবার সম্পূর্ণ বন্ধ হচ্ছে না বিদ্যাসাগর সেতু, রাতারাতি মত বদল পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: সকালের নির্দেশ রাতে বাতিল। রবিবার ১৬ ঘণ্টা বন্ধ থাকার কথা ছিল বিদ্যাসাগর সেতু। কিন্তু শুক্রবার রাতেই নতুন বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দিল কলকাতা পুলিশ, সেতু খোলাই থাকবে। ভোর পাঁচটা থেকে রাত নটা পর্যন্ত যান চলাচলে কোনও বাধা নেই। শুক্রবার সকালেই পুলিশ কমিশনারের তরফে জানানো হয়েছিল, ১৭ মে সেতু বন্ধ রেখে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ হবে। বিকল্প পথের খসড়াও দেওয়া হয়। জিরাট আইল্যান্ড থেকে আসা গাড়ি হেস্টিংস হয়ে স্ট্র্যান্ড রোড ধরবে, খিদিরপুরের গাড়িও একই পথে ঘুরবে, কেপি রোডের যান রেড রোড দিয়ে হাওড়া ব্রিজমুখী হবে। অথচ রাতেই সব পরিকল্পনা খারিজ। পুলিশের দাবি, সমন্বয়ে যাতে বিভ্রান্তি না হয়, তাই দ্রুত সিদ্ধান্ত বদল। হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশনার্সকেও জানানো হয়েছে, আপাতত কাজ স্থগিত। কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে এমন উল্টো পথে হাঁটা কেন? প্রশাসনিক সূত্রের ইঙ্গিত, রবিবারের ভিড় আর ভোগান্তির আশঙ্কাতেই পিছু হটল কর্তৃপক্ষ। কলকাতা-হাওড়ার লাইফলাইন হঠাৎ থামিয়ে দিলে যে চাপ তৈরি হত, তা সামাল দেওয়া কঠিন। ফলে আপাতত স্বস্তি যাত্রীদের। তবে রক্ষণাবেক্ষণ পিছিয়ে দেওয়ায় সেতুর স্বাস্থ্য নিয়ে প্রশ্ন থেকেই গেল।

ক্যানসারকে হারিয়ে আদ্রিজার সাফল্যের নতুন উচ্চতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ১০ম স্থান অর্জনকারী আদ্রিজা গণের সাফল্য ক্যানসারের পর জীবনে নতুন করে ফিরে আসার এক অনুপ্রেরণামূলক উদাহরণ হয়ে উঠেছে। টি-সেল লিম্ফোব্লাস্টিক লিম্ফোমার সঙ্গে দীর্ঘ লড়াই, চিকিৎসা এবং মানসিক চ্যালেঞ্জের পরও আদ্রিজা এই কৃতিত্ব অর্জন করেছে। এইচসিজি ক্যানসার হাসপাতাল, কলকাতার ডাঃ অরিজিৎ বিষ্ণু বলেন, ক্যানসারের চিকিৎসার পাশাপাশি শিশুদের মানসিক পুনর্বাসনের দিকেও সমান গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। কারণ চিকিৎসার সময় তারা প্রায়ই মানসিক চাপ ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতার মুখোমুখি হয়। ডাঃ দেবান্তী বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, সময়মতো রোগ নির্ণয়, সঠিক চিকিৎসা এবং নিয়মিত ফলো-আপের মাধ্যমে অনেক শিশুই ক্যানসার থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক ও অর্থবহ জীবনযাপন করতে পারে। ডাঃ সঞ্চয়ন মণ্ডল বলেন, শিশুদের মধ্যে ক্যানসারের প্রাথমিক লক্ষণগুলি যাতে উপেক্ষিত

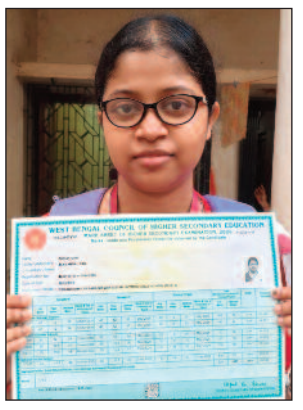

না হয়, তার জন্য স্কুল স্তরে সচেতনতা বৃদ্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এইচসিজি ক্যানসার হাসপাতালস রিজিওনাল বিজনেস হেড , ইস্ট ও এপি ডাঃ রূপালি বসু বলেন, ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই করা শিশুদের শুধু চিকিৎসাই নয়, প্রয়োজন পরিবার, স্কুল এবং সমাজের সহযোগিতা, ধৈর্য ও গ্রহণযোগ্যতা। আদ্রিজার এই গল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেয়, ক্যানসারের পরও স্বপ্ন দেখা যায়, এবং সাফল্য অর্জনও সম্ভব।

এবার সর্বোচ্চ ভোটদানের নজির গড়ল পশ্চিমবঙ্গ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: স্বাধীনতার পর দেশের বিধানসভা নির্বাচনের ইতিহাসে এবার সর্বোচ্চ ভোটদানের নজির গড়েছে পশ্চিমবঙ্গ। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে মোট ভোটদানের হার পৌঁছেছে ৯৩.৭১ শতাংশে। এতদিন এই রেকর্ড ছিল ত্রিপুরা-র দখলে। ২০১৩ সালের ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনে ভোটদানের হার ছিল ৯৩.৬১ শতাংশ। প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী, সর্বাধিক ভোটদানের নিরিখে প্রথম দশের মধ্যে একাধিকবার জায়গা করে নিয়েছে ত্রিপুরা, মণিপুর এবং নাগাল্যান্ড। তবে এবার সেই সমস্ত রেকর্ড ছাপিয়ে শীর্ষে উঠে এসেছে এ রাজ্য।

তালিকায় দেখা যাচ্ছে, দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ২০১৩ সালের ত্রিপুরা নির্বাচন (৯৩.৬১ শতাংশ), তৃতীয় স্থানে ২০০৮ সালের ত্রিপুরা নির্বাচন (৯২.৪৯ শতাংশ)। এছাড়া ২০১৩ এবং ১৯৯৩ সালের নাগাল্যান্ড নির্বাচনেও ভোটদানের হার ছিল ৯১ শতাংশের বেশি। মণিপুর-এর একাধিক নির্বাচনও এই তালিকায় রয়েছে। অন্যদিকে, ২০২৬ সালে পুদুচেরি বিধানসভা নির্বাচনেও ভোটদানের হার ছিল ৮৯.৮৭ শতাংশ, যা সর্বোচ্চ ভোটদানের তালিকায় জায়গা পেয়েছে।

ফলহারিণী অমাবস্যায় সস্ত্রীক দক্ষিণেশ্বর ও আদ্যাপীঠে বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বোস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফলহারিণী অমাবস্যার পুণ্য তিথিতে সস্ত্রীক দক্ষিণেশ্বর ভবতারিণী মন্দির ও দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ আদ্যাপীঠ পরিদর্শন করলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বোস। শনিবার বিশেষ কালীপুজো উপলক্ষে দুই মন্দিরে গিয়ে পুজো দেওয়ার পাশাপাশি প্রতিমা দর্শন ও আরতি পরিক্রমায় অংশ নেন তিনি। আদালত ও প্রশাসনিক সূত্রের খবর, কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা বর্তমান অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বোস শনিবার রাতেই উত্তরবঙ্গের উদ্দেশ্যে ট্রেনে রওনা হন। তবে কোচবিহার ফেরার আগেই কলকাতার এই দুই বিখ্যাত মন্দিরে তাঁর ঝটিকা সফর সম্পন্ন করেন। উল্লেখ্য, সম্প্রতি অধ্যক্ষ নির্বাচনের দিন বিধানসভায় উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির ও দেবোত্তর এস্টেট অছি পরিষদের

সদস্য কুশল চৌধুরী। সেই সময়ই তিনি নবনির্বাচিত অধ্যক্ষকে মন্দির পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সেই আমন্ত্রণ রক্ষা করতেই দক্ষিণেশ্বরে যান রথীন্দ্র বোস। সেখানে মন্দির চত্বর ঘুরে দেখার পর গর্ভগৃহে পুজো দেন তিনি। মন্দির কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে তাঁকে স্বাগত জানানো হয়। পরিদর্শন শেষে অতিথিদের মন্তব্য খাতায় দক্ষিণেশ্বর দর্শনের নিজের সুন্দর অভিজ্ঞতার কথাও লিপিবদ্ধ করেন অধ্যক্ষ। দক্ষিণেশ্বর পর্ব চুকিয়ে এরপর তিনি সস্ত্রীক পৌঁছন ঐতিহ্যবাহী আদ্যাপীঠ মন্দিরে। সেখানে আদ্যাপীঠের অন্যতম প্রধান সেবক মুরাল ভাই তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা জানান। মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর সেখানে অন্নভোগ গ্রহণ করেন অধ্যক্ষ। দুই মন্দিরে পুজো দিয়ে এবং দেবীর আশীর্বাদ নিয়ে রাতেই উত্তরবঙ্গের উদ্দেশ্যে রওনা হন তিনি।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১৭ মে ২০২৬, ২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, রবিবার

অ্যাম্বুল্যান্সের দালালচক্র ভাঙতে অ্যাপ

■ সরকারি হাসপাতালে অ্যাম্বুল্যান্স মানেই দালালের ফাঁদ। রোগীর পরিবারের হেনস্তা ও ইচ্ছেমতো ভাড়া হাঁকা বন্ধ করতে এবার অ্যাপ আনছে রাজ্য। শুক্রবার এসএসকেএম-এ প্রথম স্বাস্থ্য বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বিকেল পাঁচটা নাগাদ হাসপাতালে পৌঁছতেই 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি। থামিয়ে দিলেন শুভেন্দু, এটা হাসপাতাল, স্লোগানের জায়গা নয়। তারপর ন'তলায় ঘণ্টাখানেক বৈঠক। হাজির স্বাস্থ্যসচিব, ১২টি মেডিক্যাল কলেজের কর্তা, বিধায়ক চিকিৎসক শারদ্বত মুখোপাধ্যায় ও ইন্দ্রনীল খাঁ। ঠিক হয়েছে, সমস্ত অ্যাম্বুল্যান্স তিন ভাগে নথিভুক্ত হবে; সাধারণ, মধ্যম ও উন্নত। কিলোমিটার প্রতি ভাড়া অ্যাপেই দেখা যাবে। অ্যাপের বাইরে কোনও গাড়ি সরকারি হাসপাতালে ঢুকবে না। দালালি বন্ধে এটাই বড় অস্ত্র। শুধু অ্যাম্বুল্যান্স নয়। কোথায় ক'টা শয্যা খালি, তা জানতে কেন্দ্রীয় নজরদারি ব্যবস্থা হবে। নবান্ন থেকে নিজে নজর রাখবেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের হাসপাতালে জায়গা না থাকলে কেন্দ্র বা বেসরকারি হাসপাতালে পাঠানো হবে রোগী। শয্যা বাড়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ৩১ মে'র মধ্যে সব কর্মীর পরিচয়পত্র বাধ্যতামূলক, কার্ড ছাড়া ঢোকা নিষেধ। ক্ষমতা বদলের সাত দিনের মাথায় স্বাস্থ্যে শৃঙ্খলা ফেরানোর বার্তা দিলেন শুভেন্দু। দালালরাজ ভাঙলে স্বস্তি পাবে সাধারণ মানুষ, বাড়বে সরকারের ভরসা।

অভিষেকের বিরুদ্ধে এফআইআর

■ ভোটের ময়দানে কথার তির এবার বুমেরাং। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বাগুইআটি থানায় দায়ের হল এফআইআর। পাঁচটি ধারার মধ্যে দু'টি জামিন অযোগ্য, রয়েছে সাইবার অপরাধের অভিযোগও। সূত্রের খবর, ২৭ এপ্রিলের এক সভায় বিজেপিকে নিশানা করে অভিষেক বলেছিলেন, ৪ তারিখ রাত ১২টার পর কে বাঁচাতে আসে দেখব। এই জল্লাদদের কত ক্ষমতা, দিল্লি থেকে কোন বাবা উদ্ধার করে, সেটাও দেখব। সেই বক্তব্যের ভিডিও জমা দিয়েই অভিযোগ। শুক্রবার রাতে মামলা নেয় পুলিশ। প্রচারপর্ব জুড়েই বিরোধীদের বিরুদ্ধে ধারালো আক্রমণ শানিয়েছেন অভিষেক। বিরোধীদের দাবি, তাঁর শধ রাজনৈতিক শিষ্টাচার ভেঙেছে, হিংসায় ইন্ধন দিতে পারে। তৃণমূলের পালটা যুক্তি, পরিকল্পিতভাবে ফাঁসানোর চেষ্টা। বিধাননগর কমিশনারেট এখন খতিয়ে দেখছে ভিডিও, বক্তৃতার প্রসঙ্গ ও সাক্ষ্য। ক্ষমতা বদলের পর রাজনীতির ভাষা নিয়ে টানাপোড়েন নতুন নয়। কিন্তু শীর্ষ নেতার বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রাজ্যের রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করল। তদন্ত কোন দিকে গড়ায়, তার উপরেই নির্ভর করছে আগামী দিনের সংঘাতের অভিমুখ।

দুয়ার খুলল ডিজিটাল বাংলার

■ বছরের পর বছর বঞ্চনার শেষে ডিজিটাল দৌড়ে সামিল হল বাংলা। দূরসঞ্চার 'পথাধিকার' নিয়ম, ২০২৪ মেনে নিল রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর এই পদক্ষেপকে বড় জয় বলেই দেখছে কেন্দ্র। টানা কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা থেকে ব্রাত্য থেকেছে রাজ্য। ফলে ভারতনেটের মতো পরিকাঠামো গড়তে পিছিয়ে পড়েছে বাংলা। গ্রামে গ্রামে তার বসেনি, দ্রুতগতির জাল ছড়ায়নি। এবার সেই জট খুলল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বার্তা, প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শিতা আর জোড়া ইঞ্জিনের সরকারেই এগোবে সোনার বাংলা। তাঁর দাবি, এই সিদ্ধান্তে প্রান্তিক মানুষের হাতে পৌঁছবে দ্রুত পরিষেবা, বাড়বে যোগাযোগ, গতি পাবে ডিজিটাল পরিকাঠামো। রাজনৈতিক মহলের ব্যাখ্যা, ক্ষমতা বদলের সাত দিনেই কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাতের বরফ গলল। টানাপোড়েন সরিয়ে সহযোগিতার রাস্তায় হাঁটল নবান্ন।

'এই সিঁড়ি দিয়েই কি নামানো হয়েছিল অভয়ার দেহ?'

আরজি কর থেকে ভিডিও তুলে বিস্ফোরক অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সরকার বদলের পর ফের খুলেছে আরজি কর ফাইল। শনিবার হাসপাতালে গিয়ে সিবিআই-এর বিরুদ্ধেই গাফিলতির অভিযোগ তুললেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি তথা বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। এদিন আরজি কর মেডিক্যালের ইমার্জেন্সি বিল্ডিংয়ে যান অভিজিৎ। ওই ইমার্জেন্সি বিল্ডিংয়েই তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুন করা হয়। তাঁর কথায়, আমি জানতে পেরেছি, তদন্তে সিবিআই-এর যিনি কর্তা ছিলেন, সীমা পাহুজা, তিনি দু'টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেননি। একটা ঘর যেটা প্রায় দু'বছরের কাছাকাছি বন্ধ হয়ে আছে, যেখান থেকে ইনক্রিমিনেটিং জিনিস পাওয়া যেতে পারে, সেটা তিনি খোলেনি, কেউ খোলেননি। আমি

নিজে গিয়ে দেখে এলাম এখনও তালাবন্ধ এবং সিল করা। সত্যিই এমন কোনও ঘর আছে কি না, দেখতে এসেছিলাম। একটি সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ভিডিও করে তিনি দাবি করেন, ঘটনার রাতে কয়েকজন মিলে ভারী কিছু নামাচ্ছিল। এক সেবিকা সেই দৃশ্য ধারণ করেন। তাঁর অভিযোগ, সিবিআই সেই ভিডিও নিয়ে নেয় এবং সেবিকাকে বাধ্য করে নিজের কপি মুছে ফেলতে। অথচ তদন্তে সেই তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। অভিজিতের নিশানায় সিবিআই আধিকারিক সীমা পাহুজা। তাঁর দাবি, পাহুজা ভিডিও লুকিয়েছেন। যতদূর সম্ভব, এই সিঁড়ি দিয়েই অভয়ার দেহ নামানো হয়েছিল। সরাসরি সেই ঘরে যাওয়া যায়। তিনি আরও জানান, ইমার্জেন্সি ভবনের একটি ঘর এখনও তালাবন্ধ। দেওয়ালে রক্তের দাগ। ভিতরে ব্লেড, রক্তমাখা গ্লাভস পড়ে আছে বলে দাবি। অথচ সিবিআই ঘরটি খোলেনি। এক মহিলা কর্মী জানান, সিবিআই আসার কথা বলে দু'দিন রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়েছে। অভিজিতের প্রশ্ন, সীমা পাহুজা প্রভাবিত হয়েছেন কি না, তদন্ত হওয়া দরকার। তাঁকে মামলায় যুক্ত করে জেরার দাবিও তোলেন তিনি। আরজি কর কাণ্ডে নতুন করে চাঞ্চল্য। তদন্তের গতি কোন পথে যায়, সেদিকেই নজর সব মহলের।

মুখ্যমন্ত্রীর নামে হুমকি চিঠি, 'আল কায়দা' নাম জুড়ে আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ক্ষমতা বদলের পরেই নবান্নকে ঘিরে আতঙ্কের ছক। ভবানীপুর থানায় ই-মেল। দাবি, বামা পাতা আছে। সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল 'আল কায়দা'-র নাম, টানা হল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রসঙ্গ। চিঠি পেতেই নড়েচড়ে বসল লালবাজার। বিশেষ বাহিনী ও সাইবার কর্তারা নামলেন মাঠে। ঠিকানা ধরে দ্রুত গার্ডেনরিচে হানা। ধরা পড়ল হাসমিন ইকবাল। এই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এর আগেও একাধিক এই ধরনের মেল করার প্রমাণ মিলেছে। এই অভিযোগ পাওয়ার পরেই ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৩৫৩(২), ২১৭(বি),৬১(২) এই কয়েকটি ধারায় মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অতিরিক্ত নগরপাল ভি সোলেমন নেশাকুমারের হুঁশিয়ারি, আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা বরদাস্ত নয়। কড়া ব্যবস্থা হবে। জেরায় ধৃতের দাবি, ব্যক্তিগত সম্পর্কের টানাপোড়েনে প্রতিশোধ নিতেই চিঠি। তাঁকে ফাঁসাতেই ওই ইমেল আইডি ব্যবহার করে মুখ্যমন্ত্রীর নামে হুমকি মেল করেন

ধৃত গার্ডেনরিচের যুবক

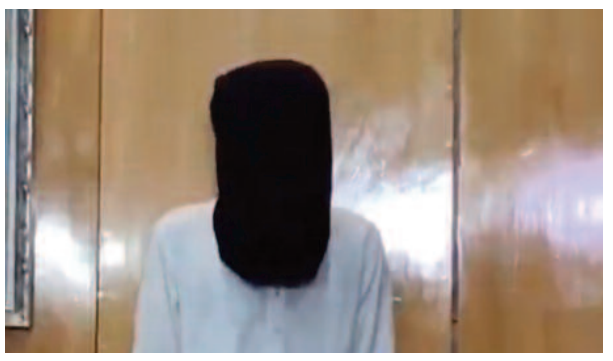

তিনি। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে; নিজের ঝগড়ায় কেন মুখ্যমন্ত্রীর নাম? নিছক ভয় দেখানো, নাকি পিছনে অন্য খেলা? লালবাজারের পক্ষ থেকে জানা গিয়েছে, এই ধরনের ভুয়ো ও বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ালে কঠোর এবং আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পুলিশ এই বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ জারি করা হয়েছে। এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই জানানো হয়েছে, এমন অপরাধে জড়িত কেউই রেহাই পাবেন না। প্রত্যেককেই চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তাঁদেরকে আইনের আওতায় আনা হবে। ঘটনার পরেই মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। রাজনৈতিক পালাবদলের মুখে এই হুমকি বার্তা প্রশাসনের কাছে স্পষ্ট ইঙ্গিত; ডিজিটাল হানায় নতুন সরকারকে চাপে রাখার চেষ্টা শুরু হল। কড়া হাতে তা দমনই এখন লালবাজারের অগ্রাধিকার।

অভয়া-কাণ্ডে মমতা ব্যানার্জি ও প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষ জড়িত: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় তিন আইপিএসকে সাসপেন্ড করেছে রাজ্যের নতুন সরকার। শনিবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে নোয়াপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিং বলেন, মমতা ব্যানার্জি-সহ পানিহাটির প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষ, পানিহাটির পুরপ্রধান সোমনাথ দে এবং তৎকালীন কর্মরত পুলিশ অফিসার জড়িত। তথ্য লোপাট করার জন্য তড়িঘড়ি অভয়ার দেহ দাহ করতে একটা চক্র সেদিন কাজ করেছিল। তিনি আরও বলেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে তদন্তের আওতায় আনা দরকার। মমতা ব্যানার্জি নিজেই স্বীকার করেছিলেন, ঘটনার দিন রাত তিনটে পর্যন্ত বিনীত গোয়েলের সঙ্গে কথা

বলে তিনি সব ঠিকঠাক করেছিলেন। প্রসঙ্গত, নির্বাচনী প্রচারে উস্কানিমূলক মন্তব্য এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে হুমকির অভিযোগে অভিষেক ব্যানার্জির বিরুদ্ধে বিধাননগর উত্তর সাইবার থানায় অভিযোগ জমা পড়েছে। এপ্রসঙ্গে নোয়াপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিং বলেন, অভিষেক ব্যানার্জি একটা চোর। পিসি ভাইপো মিলে বাংলাকে শেষ করে দিয়েছে।

তৃণমূল জমানার সব জাতিগত শংসাপত্র যাচাই হবে, বড় সিদ্ধান্ত রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ক্ষমতা বদলের পর এবার জাতিগত শংসাপত্রে ঝাড়াই-বাছাই। ২০১১ সালের পর ইস্যু হওয়া সমস্ত এসসি, এসটি, ওবিসি শংসাপত্র নতুন করে খতিয়ে দেখবে সরকার। শুক্রবার অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তর থেকে সব জেলাশাসককে কড়া চিঠি পাঠানো হয়েছে। অভিযোগ, আগের সরকারের সময়ে ভুয়ো ও নিয়ম না মানা শংসাপত্রে ছেয়ে গিয়েছিল রাজ্য। অযোগ্যরা সুযোগ লুটেছে, বঞ্চিত হয়েছে প্রকৃত দাবিদার। মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু সাফ জানালেন, বহু গরমিল ধরা পড়েছে। যারা সুবিধা নিয়েছে, তাদের চিহ্নিত করা হবে। শুধু শংসাপত্র বাতিল নয়, যে সব আধিকারিকের স্বাক্ষরে ওই নথি বেরিয়েছে, তদন্তে দোষী প্রমাণ হলে তাঁদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা। প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালে হাইকোর্ট ২০১০ সালের পরের সব ওবিসি শংসাপত্র বাতিল করেছিল। নতুন তালিকা তৈরিতেও গলদ থাকায় ২০২৫-এর জুনে তাতেও স্থগিতাদেশ পড়ে। সরকারের এই পদক্ষেপ স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে; সংরক্ষণের নামে দুর্নীতি বরদাস্ত নয়। পুনর্যাচাইয়ে যোগ্যরা ফিরে পাবে অধিকার, ভুয়ো শংসাপত্রের বাজার বন্ধ হবে। তবে লক্ষ শংসাপত্র খতিয়ে দেখা প্রশাসনের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ।

তোলাবাজির নালিশে গ্রেপ্তার বাগুইআটির তৃণমূল কাউন্সিলর, তৎপর পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগুইআটি: অবশেষে ধরা পড়লেন বাগুইআটির তৃণমূল কাউন্সিলর সমরেশ চক্রবর্তী ওরফে চিন্টু। শুক্রবার সকালে বাড়ি থেকে তাঁকে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ। অভিযোগ, প্রোমোটারকে মারধর ও টাকা আদায়ের চেষ্টা। বিধাননগর পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের এই জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে ক্ষোভ পুরনো। এলাকাবাসীর দাবি, ক্ষমতার দাপটে দীর্ঘদিন ত্রাস চালিয়েছেন। দু'বছর আগে টাকা না দেওয়ায় এক নির্মাণ ব্যবসায়ীকে মারধরের নালিশ হয়। তখন ফেরার ছিলেন, পরে আগাম জামিনে মুক্তি। জামিনের পরেও ভয় দেখানো থামেনি, উঠেছে নতুন তোলাবাজির অভিযোগ।

সরকার বদলের পরই বদলে গেল ছবি। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ঘোষণা ছিল, দুর্নীতিবাজ কেউ ছাড় পাবে না। তারপরই পুরনো ফাইল খুলেছে পুলিশ। নতুন এফআইআর, সঙ্গে মারধরের পুরনো মামলাও সচল। অভিযোগকারী আদালতে জানিয়েছেন, প্রভাব খাটিয়ে নালিশ ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। তদন্তকারীদের কথায়, একাধিক ধারায় হেপাজতে নেওয়া হয়েছে কাউন্সিলরকে। তদন্তে আরও নালিশ এলে ধারা বাড়বে। ক্ষমতার পালাবদলের পর শাসকদলের নেতাদের গ্রেপ্তারিতে স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে নতুন প্রশাসন। বাগুইআটির ঘটনা সেই বার্তারই প্রতিফলন। রাজনৈতিক মহল বলছে, তালিকাটা এখানেই থামছে না।

জেলাশাসকের উপস্থিতিতে ব্যারাকপুর প্রশাসনিক ভবনে প্রথম প্রশাসনিক বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুর মহকুমা অধীনস্থ নবনির্বাচিত বিধায়কদের নিয়ে শনিবার ব্যারাকপুর প্রশাসনিক ভবনে আয়োজিত হল প্রথম প্রশাসনিক বৈঠক। উক্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বৈঠকে এদিন হাজির ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার জেলাশাসক শিল্পী গৌরীসারিয়া। এছাড়াও ব্যারাকপুরের মহকুমা শাসক যাদব সূর্যভান আচ্ছে লাল, ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার অমিত কুমার সিং, ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দ্রবদন ঝা -সহ প্রশাসনিক কর্তারা বৈঠকে হাজির ছিলেন। এদিনের প্রশাসনিক বৈঠকে বিধায়করা নিজের এলাকার সমস্যা তুলে ধরেন। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নোয়াপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিং

বলেন, এখানকার আরটিও অফিস ঘুঘুর বাসায় পরিণত। প্রশাসনিক ভবনে দালাল রাজ চলছে। বেআইনি টোটো, অটোর দৌরাত্ম্য চরমে। বিভিন্ন জায়গায় বৈদ্যুতিক হুকিং চলছে। সমস্যা সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় বৈঠকে তুলে ধরা হয়েছে। তাঁর দাবি, মমতা সরকারের আমলে জেল-গুলো ঘুঘুর বাসায় পরিণত হয়েছে। জেলের মধ্যে বসেই মমতার লোকেরা কল সেন্টার চালায়।

নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে উদ্বোধন হল শিক্ষা মেলার। ছবি: অদিতি সাহা

টাকা নয়, মেধাই শেষ কথা, ১৮ মে থেকে এক পোর্টালেই সব কলেজে ভর্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লাইনে দাঁড়িয়ে ঘাম ঝরানো শেষ। কলেজে কলেজে ছোটাছুটি বন্ধ। ভর্তির জন্য আর 'গোপন খাম'ও নয়। উচ্চমাধ্যমিক পাশ করলেই এক ক্লিকেই আবেদন। ১৮ মে, সোমবার থেকে চালু হচ্ছে কেন্দ্রীয় ভর্তি পোর্টাল। রেজিস্ট্রেশন চলবে ১ জুন পর্যন্ত। আগের জমানায় আসন মানে টাকার খেলা। অভিযোগ, নগদ ফেললেই অযোগ্যও ঢুকে যেত কলেজে। পালাবদলের পর সেই ছবি পাল্টাতে মরিয়া উচ্চশিক্ষা দপ্তর। এবার ৪৬০টি সরকারি ও সরকার পোষিত কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবে পুরোটাই স্বচ্ছ পদ্ধতিতে।

banglar uchchashikshа বা wbsche ঠিকানায় গিয়ে 'কেন্দ্রীয় ভর্তি' অংশে আবেদন। একজন পড়ুয়া সর্বোচ্চ ২৫টি বিষয় বাছতে পারবে। কোনও ফি লাগবে

না। সব তথ্য আসবে বার্তা আর ই-চিঠিতে। টাকাও জমা হবে শুধু পোর্টালেই। পড়ুয়াদের কাছে এসএমএস এবং ই-মেল মারফত জানিয়ে দেওয়া হবে সব তথ্য। ৯ জুন মেধাতালিকা। ৯ থেকে ১৫ জুন আসন বরাদ্দে ভর্তি। ২৭ জুন থেকে ৪ জুলাই নথি যাচাই। ক্লাস শুরু ৬ জুলাই। ঘুষ-রাজের বদলে মেধারাজ কায়েমের এই চেষ্টা শিক্ষাজগতে নতুন বাতাস আনবে বলেই আশা অভিভাবকদের।

কমিটির আড়ালে তাদের দাপট? শান্তনু-কাণ্ডে তোলপাড় পুলিশ মহল

দেবাশিস দে

প্রাক্তন কালীঘাট থানার ওসি শান্তনু সিনহা বিশ্বাসকে ঘিরে দুর্নীতি ও বেআইনি আর্থিক লেনদেনের অভিযোগে ইডির তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই সামনে আসছে রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনের অন্দরে দীর্ঘদিন ধরে চলা এক প্রভাবশালী চক্রের অভিযোগ। রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় গড়ে ওঠা এই গোষ্ঠী শুধু প্রশাসনিক সিদ্ধান্তেই প্রভাব খাটাত না, বরং পুলিশ কর্মীদের বদলি, পোস্টিং এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রেও অঘোষিত নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছিল বলে অভিযোগ উঠছে বিভিন্ন মহল থেকে। ইতিমধ্যেই শান্তনু সিনহা বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করেছে এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট (ইডি)। তদন্তকারী সংস্থার সূত্রে দাবি, আর্থিক অনিয়মের পাশাপাশি তাঁর ঘনিষ্ঠ কয়েকজনের ভূমিকা নিয়েও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তের আবহে

নতুন করে উঠে এসেছে তথাকথিত 'পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটি'-র কার্যকলাপ নিয়েও একাধিক প্রশ্ন।

অভিযোগ, পুলিশ কর্মীদের কল্যাণের নামে তৈরি এই কমিটির আড়ালে তৈরি হয়েছিল এক প্রভাবশালী লবি। সেই লবির সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন ব্যক্তি প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে অস্বাভাবিক প্রভাব বিস্তার করতেন বলে অভিযোগ। বিশেষ করে কলকাতা ও সংলগ্ন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ থানায় পোস্টিং পেতে হলে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর আশীর্বাদ প্রয়োজন ছিল; এমন অভিযোগ এখন প্রকাশ্যে আনতে শুরু করেছেন একাধিক বর্তমান ও প্রাক্তন পুলিশ কর্মী।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুলিশকর্মীর কথায়, যোগ্যতার চেয়ে বেশি গুরুত্ব পেত ঘনিষ্ঠতা। কার কোথায় পোস্টিং হবে, কে কোন বিভাগে যাবে; এসব নিয়ে একটা অদৃশ্য চাপ কাজ করত। অভিযোগ, লাভজনক বা গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানোর জন্য মোটা অঙ্কের আর্থিক লেনদেনও চলত। যদিও এই সমস্ত অভিযোগের সরকারি ভাবে এখনও কোনও নিশ্চিত প্রমাণ প্রকাশ্যে আসেনি। তদন্ত ঘিরে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে এসেছে। দক্ষিণ কলকাতার কিছু দুষ্কৃতী এবং সমাজবিরোধীদের সঙ্গে প্রশাসনের নির্দিষ্ট অংশের যোগাযোগ ছিল কি না, তা নিয়েও খোঁজখবর শুরু হয়েছে বলে সূত্রের খবর। তদন্তকারীদের অনুমান, রাজনৈতিক প্রভাব এবং প্রশাসনিক ক্ষমতার জোরে একটি সমান্তরাল প্রভাব বলয় গড়ে উঠেছিল, যা দীর্ঘদিন ধরেই অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর পরিস্থিতি দ্রুত বদলাতে শুরু করেছে বলেই মনে করছে প্রশাসনিক মহল। নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারী দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে দাবি বিজেপি নেতৃত্বের। সরকারের তরফে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে, দুর্নীতি কিংবা ক্ষমতার অপব্যবহারের সঙ্গে যুক্ত কাউকেই রেয়াত করা হবে না। এই আবহে শান্তনু সিনহা বিশ্বাস ঘনিষ্ঠদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ ঘিরে নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পুলিশ মহলে।

'সিএএতেই মুক্তি, মতুয়ারা বঞ্চিত হবেন না', অভয় দিলেন খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তালিকা থেকে নাম বাদ পড়লেও সরকারি সুবিধা আটকাবে না। উদ্বাস্তু মতুয়াদের দ্রুত সিএএ-তে আবেদনের ডাক দিলেন রাজ্যের নতুন খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া। বললেন, কেউ বঞ্চিত হবেন না। তবে দেরি করলে চলবে না। এসআইআর প্রক্রিয়ায় বনগাঁ মহকুমায় বহু মতুয়া পরিবারের নাম কাটা গিয়েছে। ভোটের আগে আশঙ্কা ছিল, নাম বাদ যাওয়ার ক্ষোভে ঘুরে যাবে মতুয়াগড়ের রায়। কিন্তু ফল বলছে উল্টো। সবক'টি মতুয়া অধ্যুষিত কেন্দ্রেই জিতেছে গেরুয়া শিবির। বনগাঁ উত্তর থেকে জিতে মন্ত্রী হয়েছেন কীর্তনিয়া। তাঁর অভিযোগ, আগের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বাস্তু মতুয়াদের ভুল বুঝিয়েছেন। তাই এখনও অনেকে নাগরিকত্বের আবেদন করেননি। খাদ্যমন্ত্রীর সাফ কথা, আবেদন না করলেও এখনই কোনও পরিষেবা বন্ধ হবে না। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য সিএএ-ই একমাত্র

পথ।

প্রধানমন্ত্রী থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী; কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বারবার মতুয়াদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন। এবার রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রীও সেই সুরে সুর মেলালেন। নাম বাদ পড়ার আতঙ্কে থাকা লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে এ যেন নতুন আশ্বাস।

সম্পাদকীয়

‘দরজা বন্ধ’, বেনোজল রুখতে বঙ্গ বিজেপির সেরা দাওয়াই

বাংলার মসনদে বিজেপি। স্বাধীন ভারতে এই প্রথম। মুখ্যমন্ত্রী হয়ে প্রথমদিন থেকেই একের পর এক কড়া সিদ্ধান্তে খেলা ঘুরিয়ে দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিয়ে তুমুল চর্চা চলছে গোটা রাজ্যে। এরই মধ্যে একটি বড়সড় ঘোষণা করে দিল বঙ্গ বিজেপি ইউনিট। দলের রাজ্য সভাপতি ঘোষণা করে দিয়েছেন, আগামী তিন মাস বঙ্গ বিজেপির দরজা বন্ধ। যে যত বড় নেতাই হোন না কেন, তিনি বিজেপিতে আসতে পারবেন না। এই একটা সিদ্ধান্তেই প্রমাণিত ভালো প্রশাসনের পাশাপাশি দলীয় শৃঙ্খলা নিয়ে কতটা সিরিয়াস বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্ব। তাই পালাবদলের পর এবার দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষায় অত্যন্ত কড়া অবস্থান নিল তারা। সম্প্রতি রাজ্য বিজেপির বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠকেও রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের এই সিদ্ধান্তে সিলমোহরও দিয়েছে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। দল স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, আগামী তিন মাস বঙ্গ বিজেপিতে কোনও নতুন যোগদান করানো যাবে না। দলের অভ্যন্তরে বা বাইরে যাঁরা অশান্তি তৈরি করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি নেওয়া হয়েছে। কোনও নেতার বিরুদ্ধে নালিশ এলেই অভিযোগ খতিয়ে দেখে সরাসরি বরখাস্তের ব্যবস্থা করা হবে। জনমানসে দলের ভাবমূর্তি স্বচ্ছ রাখতে টোটো ও অটো ইউনিয়ন নিয়ে কড়া নিষেধাজ্ঞাও জারি করা হয়েছে। কোনও রকম তোলাবাজি বা ইউনিয়নবাজি বরদাস্ত করবে না দল। জেলা স্তরে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং যাবতীয় গতিবিধির ওপর নজরদারি চালাতে প্রতিটি জেলায় একটি করে বিশেষ কমিটি তৈরি করা হচ্ছে। ধরে ধরে প্রতিটি জেলা নেতৃত্বকে ডেকে দলের তরফে সুনীল বনসল ও শমীক ভট্টাচার্য কড়া বার্তা দিয়েছেন। বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্বের এই ভূমিকা নিয়ে এখন আলোচনার কেন্দ্রে। কারণ, তারা যে অতীত থেকে শিক্ষা নিয়েছেন। সেটা স্পষ্ট। কারণ, এই রাজ্যে অতীতে যে দুটি দল ক্ষমতায় ছিল তারা এই জায়গাটা কড়া হতে পারেনি। ফলে একদা সিপিএমে ও পরে তৃণমূলের নিচু তলায় বেনোজলে ভরে গিয়েছিল। পাড়ায় পাড়ায় এরাই হয়ে উঠেছিল দল বা সরকারের মুখ। যা তাদের পতনকে তরান্বিত করেছিল। সে ভুল আর বিজেপি করবে না।

শব্দছক ১৬২

রবি দাস

১		■	২	৩		■	৪
	■	৫			■	৬	
৭	৮	■	৯		১০		
১১		১২		■		■	■
■	■		■	১৩		১৪	১৫
১৬	১৭				■	১৮	
১৯		■	■	২০		■	
	■	২১			■	২২	

পাশাপাশি: ১. সায়ংকাল ২. দোকান ৫. মেঘ ৬. ছেদনকরা অংশ ৭. খচ্চর-এর ইংরাজি তর্জমা ৯. আদমশুমারি ১১. রাবণ ১৩. বেত্রজঙ্গল ১৬. ঘুমন্ত মানুষের চেতনশক্তি ১৮. গোষ্ঠী ১৯. পাকানো মন্ড ২০. কদলী ২১. নির্ভয় ২২. কলুষ

ওপর-নিচ: ১. পায়ের আঙুল পর্দা দিয়ে জোড়া ২. প্রতিবেশীসকল ৩. সুসজ্জিত উন্নত অট্টালিকা ৪. ব্যথা ৬. শর ৮. রাত্রি ১০. প্রস্তুতকৃত ১২. খোল-নলচে-এর নালি অংশ ১৩. অপর নাম বারাণসী ১৪. মন্দ ১৫. ইংরাজীতে ‘টিউব ওয়েল’ ১৬. যাকে দমন করা যায় না ১৭. বাক্য দ্বারা শব্দিত প্রকাশ

সমাধান ১৫৯ — পাশাপাশি: ১. অনুদান ৪. দাস ৬. তিন ৭. নয়ন ৯. মাদি ১০. বর্ণনা ১১. রিনিঝিনি ১২. অবসান ১৪. মহল্লা ১৫. পন ১৬. রমলা ১৭. প্রজা ১৮. রন্ধ্র ১৯. পরমানু

ওপর-নিচ: ১. অতিভারি ২. নুন ৩. ননদিনি ৫. সজনা ৮. নবযৌবন ৯. মাঝিমল্লার ১২. অপলাপ ১৩. নতজানু ১৪. মন্দির ১৭. প্রমা

আজকের দিন

■ ১৯৫৪ — মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট ব্রাউন বনাম বোর্ড অফ এডুকেশন মামলায় সরকারি বিদ্যালয়ে বর্ণভিত্তিক পৃথকীকরণকে অসাংবিধানিক বলে।

■ ১৯৪০ — শের শাহ সুরি হিন্দুস্তানের শাসক হিসেবে অভিষিক্ত হন।

■ ১৭৯২ — নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ।

জন্মদিন

১৯৫১ *বিশিষ্ট গজল গায়ক পঙ্কজ উদাসের জন্মদিন।*

১৯৮৮ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা বিক্রম চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

১৯৯২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী কৌশানি মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

পঙ্কজ উদাস

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের দেশভক্তি: দেশপ্রেমের পবিত্র চেতনা ও সঙ্গে বিশ্বপ্রেমের সোপান!

স্বপনকুমার মণ্ডল

আজ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রয়াণ দিবস

ছোটবেলা থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রীতি গান ও কবিতা রচনার মধ্য দিয়েও প্রতিভাত হয়েছে। সেদিক থেকে বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধের উত্তাল আবহে তাঁর স্বকীয় চিন্তনের স্পষ্টবাকমূর্তি তাঁকে সেই পরিসরে বিরূপ করে তুলেছিল। আবেগপ্রবণ বাঙালিমানসে যে সময় জাতীয় ভাবোদ্দীপক স্বদেশভাবনা মুখরিত হয়েছে, সেই সময়ে তিনি তাঁর প্রতিকূলে দাঁড়িয়ে স্বকীয় আদর্শবোধে অবিচল ছিলেন, ভাবা যায়!

১৯০৫-এর বঙ্গবিভাগ অস্তিত্বসংকটের অপকর্ষে বঙ্গভঙ্গ হয়ে উঠেছিল। সেই বঙ্গভঙ্গের পরিসরে যেভাবে বাঙালিমানসে অস্তিত্বের শিকড়ে টান পড়েছিল এবং তা নিয়ে স্বদেশচেতনায় আত্মানুসন্ধানের সন্ধিক্ষণে যে পরিমাণ স্বাজাত্যবোধ জেগে উঠেছিল, তার পরিচয় ইতিপূর্বে লক্ষ করা যায় না। বাংলার অখণ্ডসত্তা আগরণের পরিসরে বাঙালির আত্মিক সচেতনতায় যেভাবে স্বদেশপ্রেম নিবিড় হতে শুরু করেছিল, তা এককথায় অভূতপূর্ব। জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার নেপথ্যে যে জাতীয়তাবোধ সক্রিয় ছিল, বাংলায় বঙ্গভঙ্গের প্রতিরোধ আন্দোলন তার সোপানে বাঙালির স্বাদেশিকতাকে নবচেতনায় দীক্ষিত করেছে। সেখানে পরাধীন দেশের ইংরেজবিরোধী স্বাধীনতালাভের চেয়ে বাঙালির স্বদেশ রক্ষার বিষয়টি অনেকবেশি সক্রিয়তা লাভ করে। ‘বন্দেমাতরম’-এর মা ভারত মাতার চেয়ে বঙ্গ-মাতার প্রাসঙ্গিকতায় জরুরি হয়ে ওঠে। সেই পরিসরে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (১৯.০৭.১৮৬৩-১৭.০৫.১৯১৩) স্বদেশভাবনা স্ববিরোধী মনে হবে। এবিষয়ে দেবকুমার রায়চৌধুরীর ‘দ্বিজেন্দ্রলাল’ই আমাদের সচকিত করে তোলে। আপাতভাবে মনে হবে দ্বিজেন্দ্রলালের মতের কোনো স্থিরতা নেই। তিনি বঙ্গভঙ্গকেই সমর্থন করে বসেছিলেন। তাঁর অদ্ভুত যুক্তি বঙ্গভঙ্গের একটি উজ্জ্বল দিক রয়েছে ‘সে ভালো দিকটা এই যে একদিকে বাঙালীরা আসামীদের শিক্ষিত করুক, আর একদিকে বিহারীদের শিক্ষিত করুক। নইলে একা বাঙালীদের আর বল কতটুকু।’ আবার তিনি কিছুদিন পূর্বে লেখা (১৯০৬-এর ৯ জুন) চিঠিতে জানিয়েছেন, ‘বাঙ্গলীরা আপনাদের মধ্যে যদি একতা রাখে partition তা ভাঙ্গিতে পারিবে না।’ যে দ্বিজেন্দ্রলাল অসংখ্য মানুষের কণ্ঠে বন্দেমাতরম মুখরিত শোভাযাত্রায় সাগ্রহে আবেগমথিত হয়ে তাতে সামিল হয়ে ‘ঊর্ধ্ববাহ হইয়া মেঘ-মন্দ্রবৎ মুহুর্মুহুঃ বন্দেমাতরম মন্ত্রে অকস্মাৎ অম্বর তুলে ভাব রোমাঞ্চ সঞ্চারিত’ করেছেন, সেই তিনিই আবার আন্তরিকতাহীন ‘বন্দেমাতরম’ মন্ত্রের চিৎকার সহ্য করতে পারতেন না, হুজুগে-মাতা শোভাযাত্রার উপর হাড়ে-চটা হয়েছিলেন। কান্দী থেকে তিনি ১৩ মে (১৯০৬) চিঠিতে জানিয়েছেন ‘এই সৌখীন বন্দেমাতরম ধ্বনির উপর ক্রমে আমার বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। এর সঙ্গে যে Sincerity নাই, Feeling নাই, তাহা আমি বলি না। কিন্তু সে Feeling ঐ বন্দেমাতরমেই নিঃশেষ হইয়া যায়। কাজ হয় না। কেবল ভাবপ্রবণতা, উত্তেজনা বা Feeling—কবির কাজ হইতে পারে, Patriot কর্মীর কাজ নহে। Patriot এর কাজ স্বার্থত্যাগ, উৎসর্গ, সেবা।’ অন্যদিকে বিলেতি জিনিস বয়কটে তাঁর সমর্থন ছিল না। তাঁর কথায় ‘আমি বলি এই বিদ্বেষমূলক ব্যাকটের দ্বারা আমাদের পরিণামে সর্বনাশ হবে, ইহাতে আমাদের স্থায়ী কল্যাণ কোনমতেই সম্ভব নয়।’ এভাবে দ্বিজেন্দ্রলালের স্ববিরোধী মনোভাবের মাধ্যমে তাঁর আত্মঘাতী প্রকৃতি সজীবতা লাভ করেছে। অথচ তাঁর অভিমতে যুক্তির অভাব নেই, ভাবনার যথেষ্ট খোরাক বর্তমান। উক্ত ৯ জুনের চিঠিটির উক্ত মন্তব্যের অব্যবহিত পরিসরেই তিনি জানিয়েছেন ‘বাঙালীর আপনাদের মধ্যে একতা স্থাপন করার পূর্বে তাহাদের মনের ব্যক্তিগত ঈর্ষাদ্বন্দ্ব দূর করিতে হইবে। বঙ্গচ্ছেদ রদ করিয়া তাহা সাধিতে হইবে না।’ আবার দেশমাতার প্রতি তাঁর বক্তব্যও প্রণিধানযোগ্য হয়ে ওঠে। বয়কটের অনুষঙ্গেই তাঁর সেই আন্তরিক অভিমত উঠে এসেছে ‘স্বাভাবিক মনের আবেগে যদি আমরা মাকে ‘মা’ বলিয়া পূজা না করি, যদি পরের দ্বারা অনাদৃত আহত না হইলে আমরা ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া মাকে মর্যাদা না দিতে চাই, যদি আন্তরিক অকৃত্রিম ভক্তি ও ভালবাসার টানেই মার দৈন্য ক্লেশ দূর করিতে না পারি, তবেই তো ভয়---আমাদের এ পূজা আন্তরিক নহে; তবেই তো ভয় হয়তো বা আমাদের এ অবস্থা ও ইচ্ছা স্থায়ী নয়, স্বাভাবিক নয়;এসব পদ্মদলের বারিবিন্দুসম চপল ও ক্ষণস্থায়ী।’ প্রসঙ্গত স্মরণীয়, রবীন্দ্রনাথও প্রায় একই মতে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। জোর করে বিলেতি দ্রব্য পরিত্যাগের প্রতি তার অনীহা ব্যক্ত হয়েছে। শুধু তাই নয়, যে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশি আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে সামিল হয়েছিলেন, সেই তিনিই আবার তা থেকে সরে গিয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলালের স্বকীয় স্বদেশভাবনায় আপাতভাবে প্রতীয়মান স্ববিরোধী মানসিকতার অন্তরালে দেশপ্রেমের অভাব নয়, তার স্বভাবই সেক্ষেত্রে দায়ী।

ছোটবেলা থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রীতি গান ও কবিতা রচনার মধ্য দিয়েও প্রতিভাত হয়েছে। সেদিক থেকে বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধের উত্তাল আবহে তাঁর স্বকীয় চিন্তনের স্পষ্টবাকমূর্তি তাঁকে সেই পরিসরে বিরূপ করে তুলেছিল। আবেগপ্রবণ বাঙালিমানসে যে সময় জাতীয় ভাবোদ্দীপক স্বদেশভাবনা মুখরিত হয়েছে, সেই সময়ে তিনি তাঁর প্রতিকূলে দাঁড়িয়ে স্বকীয় আদর্শবোধে অবিচল ছিলেন, ভাবা যায়! শুধু তাই নয়, সেই পরিসরে ইংরেজ-রাজের প্রতি তাঁর আনুগত্যশীল মানসিকতাও তাঁকে আত্মঘাতী হতে সাহায্য করেছে। ১৯০৫-এর ডিসেম্বরে প্রিন্স অব ওয়েল্স-এর (যিনি পরবর্তীতে পঞ্চম জর্জ হয়েছিলেন।) এদেশে আগমন উপলক্ষে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁকে নিয়ে কবিতা লিখতেও দ্বিধা করেননি ‘মানিয়া লইল শাসন যাঁহার অনার্য্য আর্য-সূত/ স্থাপিল ভারতের গভীর শান্তি সাম্য মন্ত্রপূত,/ মুক্ত করিল স্বাধীন ধর্ম-স্রোতে / সে জাতির রাজা এসেছে ভারতে সুদূর বৃটেন হতে।’ শুধু তাই নয়, সপ্তম এডওয়ার্ডের প্রয়াণে দ্বিজেন্দ্রলাল স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ‘গুণগ্রাহী শোক-সঙ্গীত’ রচনা করেই ক্ষান্ত হননি, কোরাসের দল গঠন করে কলকাতায় গান গেয়ে পথপরিক্রমা করেছেন। অন্যদিকে সেই প্রিন্স অব ওয়েল্স-এর বাঁধাধরা পথে আসা-যাওয়ার মধ্যে বাংলার জনগণের প্রত্যাশার কোনো খবরই জানতে না পারার পরিসরে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ‘দেবতা হউন আর মানবই হউন, যেখানে কেবল প্রতাপের প্রকাশ, বলের বাহুল্য, যেখানে কেবল বেত চাবুক জেল জরিমানা পিউনিটিভ-পুলিশ ও গোরা-গোর্খার প্রাদুর্ভাব, সেখানে ভীত হওয়া, নত হওয়ার মতো আত্মাবমাননা, অন্তর্যামী ঈশ্বরের অবমাননা আর নাই।’ অর্থাৎ যেখানে সেই বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের ঢেউ সপাটে আছড়ে পড়েছে, সেই পরিসরে দ্বিজেন্দ্রলাল আগবাড়িয়ে রাজানুগত্য ব্যক্ত করে তাঁর আত্মঘাতী সত্তাকে সজীব করে তুলেছেন। তাঁর মধ্যে প্রকারান্তরে ‘ভীত হওয়া, নত হওয়ার মতো আত্মাবমাননা’ লক্ষণীয়। শুধু তাই নয়, তিনি ইংরেজ শাসনের প্রতি তাঁর গভীর আস্থাকে নানাভাবে অকপটে ব্যক্ত করতেও দ্বিধাহীন ছিলেন। এমনকি এক চিঠিতে দেবকুমারকে জানিয়েছেন ‘আজ যদি ধর---ইংরাজ রাজ এ দেশ ছাড়িয়া চলিয়াই যায় তা’ হইলে আমাদের যে কি ভয়াবহ ও শোচনীয় অবস্থা দাঁড়ায়, আমি তা কল্পনা করে শিউরে উঠি। শ্যাল-কুকুরের অবস্থাও সেদিন আমাদের দুর্দশার কাছে বোধহয় হার মানে।’ সেক্ষেত্রে একদিকে স্বদেশ অন্তপ্রাণ, অন্যদিকে বিদেশি ইংরেজ-রাজের প্রতি গভীর আস্থা, উভয়ের প্রতি অকপট দ্বিচারিতা তাঁর স্ববিরোধী তথা অস্থিতিশীল নামান্তরে আত্মঘাতী মানসিকতার সমৃদ্ধিতে সহায়ক হয়ে ওঠে এবং তাঁর স্বদেশভাবনার নানারৈখিক প্রশ্নের অভিমুখ সক্রিয় হয়ে তোলে। এই যেমন সুধার চক্রবর্তী তাঁর ‘বিজেন্দ্রলাল রায় স্মরণ বিস্মরণ (২০০৮) বই-এ প্রশ্ন তুলেছেন ‘দ্বিজেন্দ্রলালের প্রকৃত তোজোদ্দীপক স্বদেশি গান বেশির ভাগ তিনি নিজে হাতে অগ্নিদগ্ধ করেছিলেন রাজরোষের ভয়ে। সে কি তাঁর দুর্বলতা না দোলাচলবৃত্তি?’ আসলে দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে দুটোর কোনোটাই ছিল না। তিনি যা বিশ্বাস করতেন, তাই বলতেন; যা ভাবতেন, তাই করতেন। তাঁর মধ্যে কোনোরকম ভান ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো অকপটে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারতেন। শুধু তাই নয়, যা তাঁর কাছে বিরূপ মনে হতো, তার স্বরূপ যতই অন্যের কাছে আবেদন কম মনে হোক, তিনি তা অনায়াসেই সমালোচনা করতে পারতেন। সেইসঙ্গে নিজের দুর্বলতাকে স্বীকার করে নিতে তাঁর কোনোপ্রকার ভণিতা ছিল না। দেশভক্তির সঙ্গে রাজভক্তির সহাবস্থানে তাঁর আত্মসচেতনতা তাঁকে কখনো বিব্রত করেনি। প্রমথনাথ ভট্টাচার্য নামে দ্বিজেন্দ্রলালের একজন স্নেহভাজন জানিয়েছেন, ‘তিনি আরও বলতেন যে, স্বদেশভক্ত লোকও যে রাজভক্ত হইতে পারে;ইহা যাহারা না বুঝে তাহাদের উপরে দয়া হয়।’ প্রসঙ্গত স্মরণীয়, উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক মানসিকতায় ইংরেজ শাসনের প্রতি শ্রেষ্ঠত্ববোধ অন্য কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যেও সহজলভ্য। সেখানে ঈশ্বর গুপ্ত থেকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অনেকের মধ্যেই তা বিদ্যমান। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ‘আনন্দমঠ’ (১৯৮২)-এ ইংরেজ শাসনের প্রতি তাঁর পক্ষপাতকে সংগুপ্ত রাখেননি। সেদিক থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রেমের সঙ্গে রাজানুগত্যের দ্বৈরথের অবকাশ না থাকাই সমীচীন। কিন্তু তার প্রতিফলন যেভাবে বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনের পরিসরে মূর্ত হয়ে উঠেছে, তাতে তাঁর আত্মঘাতী প্রকৃতিই জেগে ওঠে। দ্বিচারিতা কখনওই প্রশংসার আধার হতে পারে না, বরং বিরূপ মানসিকতার রসদ হয়ে ওঠে। সেদিক থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর স্বভাবজয়ী প্রকৃতিতে ব্রাত্য হয়ে পড়েছিলেন। অথচ তাঁর স্বদেশভাবনায় যেমন ফাঁক ছিল না, তেমনই রাজানুগত্যে ফাঁকিও নেই। সেই ফাঁক-ফাঁকিতে তাঁর অস্তিত্ব কীভাবে বিপন্ন হয়ে উঠেছে, এবার সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। আর তাহলে বিশেষ করে তাঁর নাট্যকার সত্তার ব্রাত্যভূমিকাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সমাজ ও সমকাল বিষয়ে নাট্যকারের সচেতনতা যেমন প্রত্যাশিত, তেমনই সময়ের দাবিকে মূর্ত করে তোলার দায় আপনাতেই এসে পড়ে। শুধু তাই নয়, সময়ের পালে হাওয়া তুলতে পারলে নাট্যতরী আপনাতেই সমাজমানসস্রোতে গতি লাভ করে। সেক্ষেত্রে নাটকের ক্ষেত্রে সে পৌরাণিক হোক, কিংবা, ঐতিহাসিক হোক, তাকে

সময়োপযোগী করে মঞ্চস্থ করা হয়। অবশ্য সময়ের দাবি এবং সময়োপযোগী কথাগুলি আপেক্ষিক। তবে তার আবেদনে সময়ের স্রোতের অনুকূল্য লাভ করার বিষয়টি সেক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করে। তাতে আবার সময়ের অনুবাদের দায়ের চেয়ে তার দাবিটি মুখ্য হয়ে ওঠে। আর দাবি মেটাতে পারলে জনপ্রিয়তার সদর দরজা উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। বঙ্গভঙ্গ-প্রতিরোধ আন্দোলনের উত্তাল পরিসরে অস্তিত্বসংকটে ভোগা বাঙালিসমাজ জাতীয় ভাবোদ্দীপক ঐক্য ভাবনায় আবেগপ্রবণ উৎসাহ ও প্রেরণার আধার হিসাবে যখন নাটককে আপন করে নিয়েছিল, তখন স্বাভাবিক ভাবেই ভাতে সময়ের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ পরিসরে তার দাবিটিই প্রকট হয়ে ওঠে। আবেগে মুক্তির চেয়ে আপনত্ববোধ সক্রিয় হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল সেক্ষেত্রে তাঁর স্বকীয় মানসিকতায় পর হয়ে উঠেছিলেন। তিনি সময়ের দাবি অপেক্ষা তার দায়কে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। কেননা তাঁর সময়ের অনুবাদক দৃষ্টিতে সময়ের দাবির ফাঁকফোঁকরগুলি পীড়াদায়ক মনে হয়েছিল। সেকথা তাঁর স্বদেশভাবনাতেই প্রতীয়মান। স্বদেশি যুগে অস্তিত্ব রক্ষার দায়ে পড়ে যেভাবে বাঙালিসমাজ দেশমাতার জয়গানে আবেগঘন হয়ে সকলকে আপন করতে চেয়েছিল, তাতে যে বিস্তর ফাঁক ও ফাঁকি বর্তমান, দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর নিজস্ব চিন্তাচেতনায় তা উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর সেই আত্মোপলব্ধি কতটা সত্য ছিল, তা ইতিহাসের আলোতেই প্রতীয়মান। দ্বিজেন্দ্রলাল স্বদেশি যুগের বাঙালির চেতনায় যে মাতৃত্ববোধের প্রকৃতি নিয়ে সমালোচনায় মুখর হয়েছিলেন, সেই মাতৃরূপের পরিচয় নিয়ে বিশ শতকের শেষেও বিতর্ক তোলা হয়েছে। সব্যসাচী ভট্টাচার্য তাঁর ‘এ যুগের বাঙালি’ (’দেশ’, ১১ ডিসেম্বর ১৯৯৯) নিবন্ধে ভারতমাতা ও বঙ্গমাতার দ্বৈতরূপ নিয়ে প্রশ্নের অবতারণা করে জানিয়েছেন ‘এই প্রশ্নের একটা সহজ উত্তর উঠতে পারে যে বঙ্গমাতা আর ভারতমাতা একই পূজনীয়ার দুই অবতার। এমন ভাবা যেতে পারে। কিন্তু এই দ্বিত্ব কি প্রয়োজনে? বঙ্কিমের কল্পনায় কি সত্যিই একটা দ্বিধাবিভক্ত মন দেখা যায় না? আমার অনুমান যেসব আবেগের সমিধ দ্বারা দেশভক্তি প্রজ্জ্বলিত করা হয়েছিল তার অনেকাংশই বঙ্গীয়। বুদ্ধির পথে বাঙালির মনের একার্ধ ভারতীয় জাতীয়তার বৃহত্তর ধারণার প্রতি আকৃষ্ট হলেও অপরার্ধের হৃদয়ের আকর্ষণ ছিল বঙ্গমাতার প্রতিমার দিকে। অর্থাৎ যুক্তি-তর্কের মণ্ডপে ভারতীয়ত্বের প্রতি একটা প্রণাম ঠুকে গর্ভগৃহে ঢুকে বঙ্গমাতার প্রতিমাকেই হৃদয় সমর্পণ করতে উৎসুক ছিল।’ সেক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলালের দেশভক্তিতে রয়েছে দেশপ্রেমের মুক্ত পবিত্র চেতনা। তাতে ন্যাশনালিজম বা জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণ পরিসরের উগ্র একদেশদর্শিতা নেই। সেদিক থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথ এই দুই প্রতিভার দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় একই প্রকৃতির। দ্বিতীয় জন তো উগ্র জাতীয়তাবাদের

ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। অন্যদিকে দ্বিজেন্দ্রলালের দেশপ্রেম বিশ্বপ্রেমের সোপান। সেখানে অর্থগু বঙ্গদেশের মতো প্রাদেশিকতাবোধের বিচ্ছিন্ন পরিসর তাঁর মনে ঠাঁই পায়নি।

বঙ্গভঙ্গের প্রতিরোধ আন্দোলনে যেভাবে কৃত্রিমতার আড়ম্বরে নানা অছিলায় কৌশলী অবস্থানের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় ভাব জাগরণ সংঘটিত হয়েছিল, সেই স্বল্পকালীন হুজুগেপনায় দ্বিজেন্দ্রলালের সায় ছিল না। এজন্য পূর্বোক্ত স্বদেশি আন্দোলনের সময় বিলেতি দ্রব্য বয়কটের অনুষঙ্গে তাঁর মনে নানা প্রশ্ন উকি নিয়েছিল ‘আজ নব-জীবনের উন্মাদনায় আমরা আত্মহারা তন্ময় হইয়া গিয়াছি। বাঙ্গালীর জীবনে আজ এ কি অপূর্ব আস্বাদ। যাহা স্বপ্নের অগোচর, কল্পনারও অতীত ছিল, আজ সেই বিচিত্র স্বর্গীয় দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া জীবন আমার সার্থক হইল। এত সুখও যে আমাদের অদৃষ্টে ছিল তাহা কে জানিত ভাই। ধন্য সুরেন্দ্রনাথ! সার্থক তোমার জীবনব্যাপী একাগ্র সাধনা। কিন্তু এত আনন্দের ভিতরেও একটা কথা যখন আমার মনে হয় তখন আমি আশঙ্কায় উদ্বেগে কিছু ভীত ও চঞ্চল হই। মাকে আমরা ভালবাসিব, সেবা করিব, অভিনব সুন্দর সাজ-সজ্জায় নিয়ত অলঙ্কৃত করিব, হৃদয়ের অকৃত্রিম ভক্তি-প্রেম-কুসুমে সতত পূজা করিয়া চিত্ত-প্রসাদে ডুবিয়া থাকিব---আমার এই যে সাধু, এই যে আশা, এ তো অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। সুসন্তানের স্বভাবতঃ এ ইচ্ছা হইয়া থাকে, আর যার হয় না সে হতভাগা, কুলাঙ্গার, নরাধম। কিন্তু এই যে সাধ আকাঙ্ক্ষা এর জন্য আমি বাহিরের সুযোগ বা অবকাশের সন্ধান করি কেন? আর ওসব ভাবোদ্রেকের জন্য আমরা এখন বাহিরের দশটা কারণ ও অবস্থার উপরেই বা নির্ভর করিতে চাই কেন?’ এই প্রশ্নাভিমুখী আত্মসচেতনতাবোধই দ্বিজেন্দ্রলালকে স্বদেশি আন্দোলন বিমুখতায় নিঃসঙ্গ করে তুলেছিল। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথ যেভাবে সেই আন্দোলনে সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে বাঙালিমানসে আত্মপ্রকাশের অবকাশ পেয়েছিলেন, তাতে তাঁর স্বকীয় মনোভাবই সেই অবকাশের অন্তরায় হয়ে ওঠে। অন্যদিকে যেখানে রবীন্দ্রনাথ সেই আন্দোলনের স্বরূপ অনুভব করে ‘বিদায় দেহ, ক্ষম আমায় ভাই’ বলে তা থেকে অব্যাহতি নিয়েছিলেন, সেখানে দ্বিজেন্দ্রলাল তার সঙ্গে সংযোগই রক্ষা করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের মতো তাঁরও দেশাত্মবোধক সঙ্গীতসুধায় বাঙালিমানস উজ্জীবিত ও প্রাণিত হয়েছে।

অথচ দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙালির জাতীয় ভাবোদ্দীপক আলোকিত পরিসরে তাঁর স্বকীয় প্রতিভায় আপনাকে অন্তরালে সরিয়ে না নিয়ে অনায়াসেই বাঙালির হৃদয়সিংহাসনে সমাসীন হতে পারতেন। অন্যদিকে ইংরেজ শাসনের প্রতি প্রকাশ্যে যেভাবে সমর্থন ব্যক্ত করেছেন, তাতে

তাঁর সেই অন্তরালের আবরণ ছিন্ন হয়ে তাঁর স্বদেশি বিমুখতাকে আর প্রকট ভূলেছে। সেক্ষেত্রে বিজেন্দ্রলালের স্বদেশভাবনাই যেমন তাঁকে সেই স্বাদেশিকতাবোদের বিপ্রতীপে দাঁড় করিয়েছে, তেমনই তাঁর রাজানুগত্য স্বকীয় অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছে। অথচ সবই তাঁর আত্মসচেতন মনের স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ। তাঁর চিন্তার উদারতাই তাঁকে বাঙালিমানসে সঙ্কীর্ণ করে তুলেছে। আবার তার গভীরতাই তাঁর প্রতি বিমুখতার কারণ হয়ে উঠেছে। সেদিক থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের অস্তিত্বে আত্মঘাতী প্রকৃতির সজীবতা সময়ান্তরে বেড়েছে বই কমেনি। আর তার মাসুল দিতে হয়েছে তাঁর অনন্য নাট্যপ্রতিভাকেও, ভাবা যায়!

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রন্থ-বার্তা

বিশ্লেষণের আলোয় পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃতীয় পর্যায়ের ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন এসআইআর (স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন) শুরু হতে চলেছে। ১৪ মে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, আগামী ৩০ মে থেকে ১৬টি রাজ্য এবং তিনটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে দফায় দফায় এসআইআর প্রক্রিয়া হবে

চলতি দফায় এসআইআর-এর প্রথম পর্যায়ের কাজ বিহারে শুরু হয়েছিল গত বছর ২৪ জুন থেকে। চলে ১ আগস্ট পর্যন্ত। এর পর পশ্চিমবঙ্গে শুরু হয় ৪ নভেম্বর। এই প্রক্রিয়া শুরু হবে- দিল্লি, ওড়িশা, মিজোরাম, সিকিম, মণিপুর, উত্তরাখণ্ড, অন্ধ্রপ্রদেশ, অরুণাচল প্রদেশ, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, তেলেঙ্গানা, পঞ্জাব, কর্ণাটক, মেঘালয়, মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা, দাদর ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউ।

পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর শুরুর পর থেকে সেই বিতর্ক বা প্রক্রিয়া শেষ না হতেই চলে এলো বিধানসভা নির্বাচন। প্রায় ছ’মাস ধরে ক্রমান্বয়ে যে ঘটনাবলী চলে, তা সংবাদমাধ্যমে বিশেষ মাত্রা পায়। বিভিন্ন খবরের কাগজের একটা বড় অংশ অধিকার করে নেয় বিষয়টি। গত ৯ মে এনডিটিভি ডিজিটাল বিষয়টি পর্যালোচনা করতে গিয়ে লিখেছে, ‘According to Election Commission data– the highest deletions during the SIR exercise took place in constituencies concentrated in the Malda and Murshidabad belt. Sujapur recorded the deletion of 1.50 lakh electors– followed by Raghunathganj with 1.30 lakh– Samserganj with 1.25 lakh– Ratua with 1.23 lakh and Suti with 1.20 lakh deletions. These constituencies were at the centre of the political storm surrounding SIR– with opposition parties alleging that minorityéôéheavy areas were being selectively targeted.

Yet the final election results did not support the narrative that the exercise had electorally weakened the opposition. All five of these constituencies were won by the All India Trinamool Congress (AITC). In other words– despite massive deletions during the revision process– the ruling party retained its dominance in these politically sensitive regions.’

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির ইতিহাসকে এসআইআর যেভাবে ঝাঁকুনি দিয়ে গেল, তাতে তৈরি হয়েছে প্রবল বিতর্ক। রাজ্যের প্রশাসনিক বদলের অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবেও অনেকে চিহ্নিত করেছে এই এসআইআর। দিনপঞ্জী, তথ্য, সাক্ষাৎকার/মতামত প্রভৃতির মাধ্যমে পুরো বিষয়টি গবেষকসুলভ বিশ্লেষণের মাধ্যমে দুই মলাটের মাঝে সংকলিত করেছেন অভিজ্ঞ সাংবাদিক অশোক সেনগুপ্ত।

পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর
প্রকাশক ‘নেকটার’ (৯১ ৮০১৩৪ ৬০৬৫১)
মূল্য ২২৫/-

চর্চাবাসর ১৫০

বাংলা ‘মা’ (Maa) শব্দটির ইংরেজি অনুবাদ হলো mother ।এটি একটি সার্বজনীন ও গভীর আবেগপূর্ণ শব্দ, যা কোনো নারী অভিভাবক বা মাতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। ‘মা’ শব্দটির আক্ষরিক অর্থের বাইরেও, এর কিছু সূক্ষ্ম ব্যবহারসহ শব্দটি বাংলা সংস্কৃতি ও ভাষার সঙ্গে গভীরভাবে মিশে আছে। এটি প্রায়শই বয়স্কা মহিলা, নারী দেবী (যেমন দেবী দুর্গা), বা এমনকি কন্যাকে গভীর স্নেহ প্রকাশ করার জন্য একটি শ্রদ্ধাপূর্ণ ও ভালোবাসার সম্বোধন হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেপ্তার তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: দীর্ঘদিন ধরেই টোটো স্ট্যান্ডে তোলাবাজির অভিযোগ উঠে আসছিল কালিয়াচকের এক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। সংশ্লিষ্ট দলের শ্রমিক সংগঠনের ওই তৃণমূল নেতাকে অবশেষে শুক্রবার গভীর রাতে তার বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করল কালিয়াচক থানার পুলিশ। শনিবার ধৃতকে মালদা আদালতে পেশ করেছে পুলিশ। আর এই ঘটনার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই মালদায় রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে বিজেপি নেতৃত্ব তৃণমূলের তোলাবাজি ও সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করেছে। পাল্টা তৃণমূলের বক্তব্য, এরকম কাজের সঙ্গে কেউ যুক্ত থাকলে কখনওই দল সমর্থন করে না।

মালদার পুলিশ সুপার অনুপম সিং জানিয়েছেন, কালিয়াচকের টোটো স্ট্যান্ডে তোলাবাজির অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। একটি দলের নাম ভাঙিয়ে এতদিন তোলাবাজি করছিল বলে অভিযোগ। এই ঘটনার সঙ্গে আর কারা যুক্ত রয়েছে তাদেরও খোঁজ করা হচ্ছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম সাদ্দাম শেখ। তার বাড়ি কালিয়াচকের ঘড়িয়ালিচক এলাকায়। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই কালিয়াচক টোটো স্ট্যান্ডে চালকদের কাছ থেকে জোর করে টাকা আদায় করত সে। একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। এরপর শুক্রবার রাতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। শনিবার তাকে মালদা আদালতে পেশ করে পুলিশ। পাশাপাশি ধৃতকে পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে।

কালিয়াচক চৌরঙ্গী এলাকার টোটো স্ট্যান্ডে একাংশ চালকদের অভিযোগ, তৃণমূল দলের নাম ভাঙিয়ে প্রতিদিন টোটো পিছু কারোর কাছে ২৫ টাকা আবার কারোর কাছ থেকে কুড়ি টাকা করে তোলা আদায় করা হতো। এই স্ট্যান্ডে শতাধিক টোটো রয়েছে। টাকা না-দিলে টোটো স্ট্যান্ডের যাত্রী তুলতে দেওয়া হত না। এই ঘটনার নেপথ্যে সাদ্দাম শেখ যুক্ত ছিল। সে নিজেকে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের স্থানীয় নেতা হিসাবে পরিচয় দিয়েছিল। বিভিন্ন রকম ভাবে সাদ্দামের বিরুদ্ধে বিগত দিনে অভিযোগ হলেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। সরকার পরিবর্তন হতেই এদিন সাদ্দামকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এদিকে এই ঘটনায় আবারও তৃণমূলের তোলাবাজি ও সন্ত্রাসকেই দায়ী করেছে বিজেপির উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু। তিনি বলেন, 'দলটা রাজ্যে ক্ষমতায় নেই। তবুও ওদের ঔদ্ধত্য কমেনি। বেকার যুবকরা টোটো চালিয়ে রোজগার করে। তাদের কাছ থেকে জোর করে এরকম ভাবে তোলা আদায় কোনও ভাবেই বরদাস্ত করা যায় না। তাই দীর্ঘদিন ধরেই তৃণমূল এই কাজ করে আসছিল। পুলিশ এবারে উচিত শিক্ষা দিয়েছে। আমরা চাই পুলিশ এরকম তোলাবাজির বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চালাক।'

যদিও এপ্রসঙ্গে তৃণমূলের জেলার সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, 'তৃণমূলের নাম ভাঙিয়ে কে কোথায় তোলাবাজি করেছে সেটা বলতে পারব না। তবে এই ধরনের ঘটনাকে দল কখনওই বরদাস্ত করে না।' তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের নাম করে তোলাবাজির অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরবর্তীতে পুলিশ আইনগত ব্যবস্থা নিবে।

তৃণমূল নেতার বাড়িতে অনুপ্রবেশকারী আটক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হিঙ্গলগঞ্জ: তৃণমূল নেতার বাড়িতে লুকিয়ে থাকা শহিদুল গাজি নামে এক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে আটক করে হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিশ। তাকে পুলিশের হাতে তুলে দিল এলাকার বাসিন্দারা। অভিযুক্ত শহিদুল গাজীর বাড়ি বাংলাদেশের সাতক্ষীরা এলাকায়। ঘটনাটি হিঙ্গলগঞ্জের স্যান্ডেলের বিল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান তথা বর্তমান তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য জয়নাল আবেদিনের বাড়ির।

গত কয়েক বছর আগে অবৈধ ভাবে বাংলাদেশ থেকে ওই অনুপ্রবেশকারীকে ভারতে প্রবেশ করে। বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানা এলাকার বাসিন্দা শহিদুল গাজিকে তিনি অবৈধ ভাবে স্যান্ডেলের বিল এলাকায় নিয়ে আসেন বলে অভিযোগ। সেখানে নিয়ে আসার পর ওই তৃণমূল নেতা জয়নাল আবেদিন নিজের বাবাকে ওই অনুপ্রবেশকারীর বাবা সাজিয়ে অবৈধ ভাবে ভোটার কার্ড-সহ যাবতীয় নথি তৈরি করে দেয়। তারপর সেই অনুপ্রবেশকারীকে ওই তৃণমূল নেতা তার নিজের মেছো ভেড়িতে আশ্রয় দিয়েছিল। তারপর ওই এলাকার মেয়েকে বিয়ে করে এখানেই সংসার পেতেছিল এই অনুপ্রবেশকারী।

সেই সময় বারবার করে স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশকে জানিয়েছিল কিন্তু পুলিশ কর্ণপাত করেনি। শনিবার গভীর রাতে ওই অনুপ্রবেশকারীকে আটক করে হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় এলাকার বাসিন্দারা। সাংবাদিকদের সামনে ওই অনুপ্রবেশকারী তিনি যে অবৈধ ভাবে এখানে এসেছেন সেটা তিনি স্বীকার করে নেন।

যদিও এই বিষয়ে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই জয়নাল আবেদিন বাড়িতে নেই, তার সঙ্গে এবং তার পরিবারের সঙ্গে কথা বলা যায়নি বা তাদের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। কিন্তু হিঙ্গলগঞ্জের বিজেপি নেতা তথা ২০২৬ সালের হিঙ্গলগঞ্জের তৃণমূলের বিধানসভার প্রার্থী আনন্দ সরকার বলেন, শুনে বুঝে উত্তর দিতে হবে। আপনার কথা শুনে আমি কোনও উত্তর দিতে পারব না।'

আগ্নেয়াস্ত্র-সহ জালে ৪ দুষ্কৃতী

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: মাঝরাতে বড় সাফল্য নদিয়ার তাহেরপুরে! বড়সড় কোনো অপরাধ ঘটানোর উদ্দেশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে রওনা দিয়েছিল ৪ জনের একটি সশস্ত্র দুষ্কৃতী দল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তাহেরপুর থানার পুলিশ আধিকারিকরা ফোর্স নিয়ে বীরনগর বড়বাজার এলাকায় ঘিরে ফেলেন দুষ্কৃতীদের গাড়িটি। পুলিশের তৎপরতায় গাড়ি থেকেই হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা হয় ৪ অপরাধীকে। উদ্ধার হয়েছে লোডেড পিস্তল ও তাজা কার্তুজ।

তাহেরপুর থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল রাত সোয়া বারোটা নাগাদ পুলিশের কাছে একটি অত্যন্ত গোপন ও নির্ভরযোগ্য খবর আসে। জানা যায়, রানাঘাটের দিক থেকে একটি সাদা রঙের মালটানা গাড়ি ৩-৪ জন সশস্ত্র যুবককে নিয়ে বীরনগরের দিকে ঢুকছে। তাদের উদ্দেশ্য, তাহেরপুর থানার অন্তর্গত আনন্দনগর এলাকায় কোনও বড়সড় অপরাধমূলক কাজ সংগঠিত করা।

খবর পাওয়ামাত্রই বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না-করে তাহেরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক নিজের সঙ্গে বেশ কয়েকজন অফিসার ও বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে অভিযানে নামেন। বীরনগর বড়বাজার এলাকায় ওত পেতে থাকে পুলিশ। নির্দিষ্ট গাড়িটি আসামাত্রই পুলিশ চারদিক থেকে সেটিকে ঘিরে ফেলে। পুলিশের অতর্কিত হানায় পালানোর কোনও সুযোগ পায়নি দুষ্কৃতীরা। গাড়িটি আটক করে তল্লাশি চালাতেই পেছনের ডালার কাছে বসে থাকা দুই যুবকের মধ্যে একজনের কাছ থেকে একটি লোডেড পিস্তল উদ্ধার হয়। অন্য জনের কাছ থেকে পাওয়া যায় দু'-রাউন্ড তাজা গুলি। এরপরই পুলিশ গাড়ির চালক এবং তার পাশে বসে থাকা সহযোগীসহ মোট চারজন দুষ্কৃতীকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের রাতেই তাহেরপুর থানায় নিয়ে আসা হয়। পুলিশ ইতিমধ্যেই সিজার লিস্ট এবং অ্যারেস্ট মেমো তৈরি করে নির্দিষ্ট আইনি ধারায় মামলা রুজু করেছে। এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত এবং তারা আনন্দনগরে ঠিক কী ধরনের অপরাধ করার ছক কষেছিল, তা জানতে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে তাহেরপুর থানার পুলিশ। একইসঙ্গে শনিবার ধৃতদের রানাঘাট মহাকুম আদালতে তোলা হয়।

একাধিক কর্মসূচি গৃহীত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত: যশোহর রোড়ের সম্প্রসারণ, রোডের পাশের মৃত গাছগুলি কেটে দুর্ঘটনা এড়ানো। বনগাঁ-বাগদা ও বসিরহাট-হিঙ্গলগঞ্জ রেল লাইন সম্প্রসারণ, ইছামতী নদীর সংস্কারের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে আগামী দিনে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার জয়ী বিধায়কদের নিয়ে শনিবার জেলাশাসকের নতুন ভবনে বৈঠকে এমনই প্রস্তাব গৃহীত হল।

এদিনের বৈঠকে জেলাশাসক শিল্পা গৌরী সারিয়া ছাড়াও ছিলেন বারাসত, বসিরহাট ও বনগাঁ পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার, বারাসত ও বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলার সিএমওএইচ এসডিও-সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা। টিএমসি বিধায়কদের মধ্যে উপস্থিত ছিলে বুরহানুল মুকাদ্দিম, সুরজিৎ মিত্র, তাউসিফুর রহমান, আবদুল মতিন মহম্মদ, আনিসুল রহমান, এছাড়াও বিজেপি পক্ষে ছিলেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়, ড. সুময় হীরা, শঙ্কর চ্যাটার্জি, সোমা ঠাকুর, রেখা পাত্র-সহ অন্যান্যরা।

এদিন বিধানসভা ভিত্তিক সকল বিধায়কেরাই তাদের এলাকার সমস্যার কথা জানান। মূলত এলাকার উন্নয়ন কী ভাবে হবে সেই বিষয়ে আলোচনা হয়। জেলাশাসক সেগুলি নোট করেন। এদিন সকালে ব্যারাকপুর কমিশনারেটে সকল বিজয়ী বিধায়কদের নিয়ে এমনই বৈঠক হয়। সেখানেও কী ভাবে আগামীদিনের উন্নয়ন হবে সেবিষয়ে আলোচনা হয়।

এদিন বিজেপি সরকারের নতুন খাদ্যমন্ত্রী বলেন, যশোহর রোড়ের সম্প্রসারণ হবে, রোডের পাশের মৃত গাছগুলি কেটে দুর্ঘটনা এড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে। বনগাঁ-বাগদা ও বসিরহাট-হিঙ্গলগঞ্জ রেল লাইন সম্প্রসারণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়েছে। ইছামতী নদীর সংস্কার এবং পেট্রাপোল ও ঘোজাডাঙ্গা স্থল বন্দরের উন্নয়ন করা হবে। এছাড়াও স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর, কৃষকদের জন্য কোল্ডস্টোর, একাধিক ব্রিজ তৈরি ইত্যাদি বিষয়েও আলোচনা হয় এদিনের বৈঠকে। তবে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয় তা হল সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া। তিনি বলেন, বসিরহাটের কিছু জায়গায় জমিজটের কারণে সমস্যা হচ্ছে। তবে দেশের নিরাপত্তার জন্য সব বাধাই অতিক্রম হয়ে যাবে। অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ করা হবে।

আদালতের নির্দেশে অবৈধ নির্মাণ ভাঙার কাজ শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাসনাবাদ: রাজ্যে সরকার বদল হতেই আদালতের নির্দেশে অবশেষে অবৈধ নির্মাণ ভাঙার কাজ শুরু হল। ঘটনাটি হাসনাবাদ থানার তালপুকুর এলাকার। ওই এলাকার সাদ্দাম হোসেন ঘরামী নামে এক ব্যক্তির বাড়ি তৈরির সরঞ্জামের দোকান হাইকোর্টের নির্দেশেই ভেঙে দিল প্রশাসন।

গিয়াসউদ্দিন বৈদ্য নামে সিপিএমের এক নেতার জায়গা ছিল। সেই জায়গায় অবৈধ নির্মাণ করে সাদ্দাম হোসেন গাজি। এমনটাই দাবি গিয়াসউদ্দিন বৈদ্য এর পরিবারের। গিয়াসউদ্দিন বৈদ্য আদালতের দ্বারস্থ হন। বহুদিন আদালতে আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আদালত নির্দেশ দেয় এই নির্মাণ অবৈধ এবং এটাকে ভাঙার। সেই নির্দেশ অনুযায়ী শনিবার সেই বিল্ডিং ভাঙ্গার কাজ শুরু হলো। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হাসনাবাদ থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী।

যদিও সাদ্দাম হোসেন ঘরামির দাবি, তিনি এই জায়গার লিজ নিয়ে বিল্ডিং তৈরি করেছেন। পাশাপাশি হাইকোর্টের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সুপ্রিম কোর্টের দারস্থ হয়েছেন।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank इलाहाबाद ALLAHABAD

পরিশিষ্ট ৪ রুল ৮(১)
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক,** ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **১৩.০২.২০২৬** তারিখে **ঋণগ্রহীতাগণ (১) শ্রীমতী মাধবী রায়,** ঠিকানা ২৪/বি, অভয় মিত্র স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০৫। **আরও ঠিকানা :** প্রেমিসেস নং ১১, অভয় মিত্র স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০৫ থানা : শ্যামপুকুর, **এবং (২) শ্রী অরুণ কুমার রায়** ঠিকানা ২৪/বি, অভয় মিত্র স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০৫। **আরও ঠিকানা :** প্রেমিসেস নং ১১, অভয় মিত্র স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০৫ থানা : শ্যামপুকুর, লোন অ্যাকাউন্ট **বি কে পাল এভিনিউ শাখা,** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২২,৮৪,৩০৩.০০ টাকা** (বাইশ লাখ চুরাশি হাজার তিনশ তিন টাকা) **১৩.০২.২০২৬ অনুযায়ী** উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১৪ মে ২০২৬ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** নিকট বকেয়া **২২,৮৪,৩০৩.০০ টাকা** (বাইশ লাখ চুরাশি হাজার তিনশ তিন টাকা) **১৩.০২.২০২৬ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ, অন্যান্য চার্জ সহ ব্যাঙ্কের নিয়ম অনুসারে।
এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা এবং রুল সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট পাঁচতলায় (পশ্চিম) দিকে নবনির্মিত ভবনে সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৮১ বর্গফুট কমবেশি কার্পেট এরিয়া ৪২৭ বর্গফুট কমবেশি , দুই বেড রুম, এক কিচেন, এক ডাইনিং, এক টয়লেট, এক বারান্দা, অবস্থিত যথাযথ ভাগ অংশ সহ জমির পরিমাপ ৩ কাঠা ২ ছটাক কমবেশি অবস্থিত পুরসভা প্রেমিসেস নং ০০৯।
ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে : প্রেমিসেস নং ৩০৩, কৃষ্ণা কুন্ডু স্ট্রিট, দক্ষিণে : কুমারটুলি পার্ক। পূর্বে : ১০, অভয় মিত্র স্ট্রিট। পশ্চিমে : ১২, অভয় মিত্র স্ট্রিট, দলিল নং ১-১০৯৯৩/২৪।
ফ্ল্যাট -মাধবী রায় এবং অরুণ কুমার রায় এর নামে।

তারিখ : ১৪.০৫.২০২৬
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন : (০৩৩) ২২৮৮-৪৪৩৭ ফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৮৮-৪৩০২ ইমেল : sbi.15196@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(৪) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ অধীনে)

যেহেতু
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, নিম্নস্বাক্ষরকারী আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৩ এর সহিত পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **২৪.১২.২০২৫ তারিখে** ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ **রিসর্ট অভিরূপ (পার্টনারশিপ ফার্ম) শ্রী সুশান্ত পাঁজা, শ্রীমতী মৌমিতা পাঁজা** নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **১,৪৫,৫৫,২৩৭.০০ টাকা (এক কোটি পঁয়তাল্লিশ লাখ পঞ্চান্ন হাজার দুশো সাঁয়ত্রিশ টাকা)** লোন অ্যাকাউন্ট নং **সিসি-৪১৪৫৯৩৩৯৫২৫, ডব্লিউসিটিএল - ৪১৪৫৯৩৬৬০০৪ এবং ৪২৪৮১৮৮৬২৭৯** ১৭.১০.২০২৫ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, অন্যান্য চার্জ ইত্যাদি সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ, সহ-ঋণগ্রহীতাগণ, বন্ধকদাতাগণ এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেসট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৩ মে ২০২৬ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন জামিন অধীনে ঋণদাতা নিটক বকেয়া **১,৪৫,৫৫,২৩৭.০০ টাকা (এক কোটি পঁয়তাল্লিশ লাখ পঞ্চান্ন হাজার দুশো সাঁয়ত্রিশ টাকা)** ১৭.১০.২০২৫ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, অন্যান্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তি নং ১ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন সম্পত্তি অবস্থিত মৌজা- বাল্টিকুড়ি, জেএল নং ০১, আরএস দাগ নং ৩৪৭৯, ৩৪৮০, খতিয়ান নং ২২৯১, ২২৯৭, এলআর খতিয়ান নং ৪২১(অংশ), হোল্ডিং নং ১৫, জি-৩ তলা ভবন কমপ্লেক্স পরিচিত স্বপ্ন নীড়, ফ্ল্যাট নং জি-৩ গোপী মোহন রোড, কাশীপুর পো : দাসনগর, থানা : দাসনগর, জেলা : হাওড়া, পিন : ৭১১১০৫, পশ্চিমবঙ্গ, এডিএসআর ডোমজুড়, **স্বত্ব দলিল নং ১-০৫০১০১৮৭৫/২০১৬, বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৫০১-২০১৬,** পৃষ্ঠা ৪৮৪১৮ থেকে ৪৮৪৪৮, এডিএসআর ডোমজুড়, পশ্চিমবঙ্গ।
চৌহদ্দি : উত্তরে : ফ্ল্যাট নং জি-১, দক্ষিণে : গুদাম নং ১, পূর্বে : সিঁড়ি, পশ্চিমে : ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। সম্পত্তি শ্রীমতি মৌমিতা পাঁজা স্বামী সুশান্ত পাঁজা এর নামে। ইছাপুর ক্যানাল সাইড, পূর্ব পাড়া, পো সাঁতরাগাছি, থানা জগাছা, জেলা : হাওড়া, পিন - ৭১১১০৪।
সম্পত্তি নং ২ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন সম্পত্তি অবস্থিত এইচএমসি হোল্ডিং নং ৫৬-৬০/২, কাঁটাপুকুর ৩য় বাইলেন, ফ্ল্যাট নং ১০১, ২য়তলে, জি-৪ তলা ভবন কমপ্লেক্সে পরিচিত পার্থ অ্যাপার্টমেন্ট, পো -কদমতলা, ইছাপুর, ওয়ার্ড নং ২৩, হাওড়া পৌর সংস্থা অধীন, থানা : ব্যাঁটরা, জেলা : হাওড়া, পিন- ৭১১১০৫, পশ্চিমবঙ্গ। **স্বত্ব দলিল নং ১-০৫০১০৬৭৮৬/২০১৫, বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৫০১-২০১৫,** পৃষ্ঠা ৪৪৫২৪ থেকে ৪৪৫৫১, এডিএসআর হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ।
চৌহদ্দি : উত্তরে : সম্পত্তি হোল্ডিং নং ৫৬/৭, কাঁটাপুকুর ৩য় বাইলেন, থানা : ব্যাঁটরা, জেলা : হাওড়া, -৭০০০০১, দক্ষিণে : সম্পত্তি হোল্ডিং নং ৫৬/৫, কাঁটাপুকুর ৩য় বাইলেন, থানা ব্যাঁটরা, জেলা : হাওড়া, -৭০০০০১, পূর্বে : সম্পত্তি হোল্ডিং নং ৫৬/৬, কাঁটাপুকুর ৩য় বাই লেন, থানা : ব্যাঁটরা, জেলা : হাওড়া-৭০০০০১, পশ্চিমে : এইচ আই টি রোড।
সম্পত্তির মালিক : শ্রী সুশান্ত পাঁজা পিতা প্রয়াত কার্তিক চন্দ্র পাঁজা, ইছাপুর ক্যানাল সাইড, পূর্ব পাড়া, পো সাঁতরাগাছি , থানা : জগাছা, জেলা : হাওড়া - পিন ৭১১১০৪।
সম্পত্তি ৩ : অংশ ১ :
দায়বদ্ধ প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি অবস্থিত রিসর্ট ঠিকানা : মৌজা- পোখরিয়াবোঙ্গা, খাসমহল, পোখরিয়াবোঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত অধিক্ষেত্রে, জেএল নং ১৭, এলআর দাগ নং ১২৮, এলআর খতিয়ান নং ৫২৮ (পুরানো) এবং ৮০১ (নতুন) পো ফাগু, থানা : গরুবাথান, জেলা : কালিম্পং , পিন : ৭৩৪৩১৯, তপশিল বি নথিতে উল্লিখিত মতে।
অংশ ২ :
নথিতে উল্লিখিত মতে ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ :
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন সম্পত্তি অবস্থিত মৌজা : পোখরিয়াবোঙ্গা, খাসমহল পোখরিয়াবোঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত অধিক্ষেত্রে,জেএল নং ১৭, এলআর দাগ নং ১২৮, এলআর খতিয়ান নং ৫২৮ (পুরানো) এবং ৮০১ (নতুন), পো -ফাগু, থানা : গরুবাথান, জেলা : কালিম্পং , পিন - ৭৩৪৩১৯।
স্বত্ব দলিল নং ১-২১০৪০০৮৪৮/২০২০ (বিক্রয় দলিল), বুক নং ১, ভল্যুম নং ২১০৪-২০২০, পৃষ্ঠা ১৯৭৬৬ থেকে ১৯৭৯০, এডিএসআর কালিম্পং, পশ্চিমবঙ্গ।
স্বত্ব দলিল নং ১-০৪০৪০১২০৭/২০১৬ (বিক্রয় দলিল) বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৪০৪-২০১৬, পৃষ্ঠা ২২৪৩৯ থেকে ২২৪৬০, এডিএসআর কালিম্পং, পশ্চিমবঙ্গ।
স্বত্ব দলিল নং ১-১৯০২০৩১৩০/২০২১ (লিজ দলিল) , বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৯০২-২০২১, পৃষ্ঠা ১৬৩৩২৬ থেকে ১৬৩৩৪৮, এআরএ ২ কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ।
চৌহদ্দি : উত্তরে : ১২ ফুট চওড়া রোড পরে খাস জমি, । দক্ষিণে : ভুপেন ছেত্রীর জমি। পূর্বে : সুভাষ ছেত্রীর জমি এবং দুর্গা বাহাদুর ছেত্রী। পশ্চিমে : ১২ ফুট চওড়া রোড পরে সুভাষ ছেত্রী এবং দুর্গা বাহাদুর ছেত্রীর জমি। সম্পত্তির মালিক : শ্রী সুশান্ত পাঁজা পিতা প্রয়াত কার্তিক চন্দ্র পাঁজা, ইছাপুর ক্যানাল সাইড, পূর্ব পাড়া, পো সাঁতরাগাছি, থানা : জগাছা, জেলা : হাওড়া, পিন : ৭১১১০৪।
লিজগ্রাহক : রিসর্ট অভিরূপ, এক অংশীদারি সংস্থা , অফিস : ৫৬-৬০/২, কাঁটাপুকুর ৩য় বাইলেন, থানা: ব্যাঁটরা, পো : কদমতলা, জেলা : হাওড়া, ৭১১১০১।

স্থান : হাওড়া/কালিম্পং
তারিখ : ১৩.০৫.২০২৬
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই এসএআরবি-সাউথ বেঙ্গল

বৈংক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধাননগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর, জেলা- বর্ধমান, পিন-৭১৩২১২, ফোন নং- ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১) দেখুন]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে,** সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নে বর্ণিত তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক নিম্নে বর্ণিত প্রতিটি একাউন্ট এর সাপেক্ষে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাগণ কে উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতাগণ টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদার/বন্ধক্দাতাগণ ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে উল্লিখিত পরিসম্পদের দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ -এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নে বর্ণিত প্রতিটি একাউন্ট এর সাপেক্ষে বর্ণিত তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই বিষয় সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে উল্লিখিত অর্থ এবং তদুপরি সুদ **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** -এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

ক্র. নং	ক) ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারের নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তি/ সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিবরণ	ক) দখলের তারিখ খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১.	ক. ঋণগ্রহীতা: মস্তফা শেখ খ. শাখা: ভি সি মোড়	মৌজা- গাঙ্গুরিয়া, জে.এল. নং- ১৩২, এল.আর. প্লট নং- ৯৪৬, এল.আর. খতিয়ান নং- ২৬১৮, পোঃ- মধ্যমগ্রাম, থানা- মন্তেশ্বর, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১৩১৩২-এ অবস্থিত দোতলা আবাসিক ভবন সম্বলিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং এর সাথে ৮.০০ ডেসিমেল জমি ভবন সহ। **সীমানা:** উত্তরে- হোসেন শেখ-এর জমি। দক্ষিণে- আজমত শেখ-এর জমি। পূর্বে- কবির শেখ-এর জমি। পশ্চিমে- বংকার পুল থেকে সোনারগাছি পিচ রাস্তা।	ক) ১৪.০৫.২০২৬ খ) ২১.১১.২০২৫ গ) ১৮,৯৮,০০৮.৭৮/- টাকা (কথায়- আঠারো লক্ষ আটানব্বই হাজার আট টাকা আটাত্তর পয়সা মাত্র) এবং তার উপর সুদ।
২.	ক. ঋণগ্রহীতা: শ্রী সুশান্ত ঘোষ খ. শাখা: গ্রামকুলটি	**শ্রী সুশান্ত ঘোষ,** পিতা- কালিপদ ঘোষ-এর নামে থাকা পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা থানার অন্তর্গত বৈদ্যপুর পঞ্চায়েতের অধীনে কালনা এ.ডি.এস.আর. অফিসের অধীন **১৯৯৩ সালের বিক্রয় দলিল নং- ৮৬১৬** অনুযায়ী মৌজা- বৈদ্যপুর, এল.আর. প্লট নং- ১৩১৭/২৭৭৪, এল.আর. খতিয়ান নং- ৯৪২, জে.এল. নং- ১২৮, মৌজা- বৈদ্যপুর-এর মধ্যে অবস্থিত খালি জমি সম্বলিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার পরিমাপ- ০.০১২৫ একর বা ১.২৫ ডেসিমেল। **সীমানা:** উত্তরে- দেবদাস ঘোষ-এর বাড়ি দ্বারা। দক্ষিণে- রঞ্জিত ঘোষ-এর সম্পত্তি দ্বারা। পূর্বে- পঞ্চায়েত রাস্তা দ্বারা। পশ্চিমে- হেমন্ত ঘোষ এবং জয়ন্ত ঘোষ-এর বাড়ি দ্বারা।	ক) ১৫.০৫.২০২৬ খ) ০৪.০২.২০২৬ গ) ৬,২৪,০৭০.৮৮/- টাকা + অপরিশোধিত সুদ (কথায়- ছয় লক্ষ চব্বিশ হাজার সত্তর টাকা আঠাশ পয়সা+ অপরিশোধিত সুদ) এবং তার উপর সুদ।
৩.	ক. ঋণগ্রহীতা: শ্রী অরুণাভ মিত্র খ. শাখা: পুরুলিয়া	পুরুলিয়া সাব-ডিস্ট্রিক্ট এবং পুরুলিয়া জেলার রেজিস্ট্রেশনের আওতায় কাশীনাথ চক্রবর্তী স্ট্রিট, ওয়ার্ড নং- ০২, হোল্ডিং নং- ২৬৪/১ এবং ২৬৪/১এ, মৌজা- পুরুলিয়া, জে.এল. নং- ২৯২/২, পিন- ৭২৩১০১-এ অবস্থিত 'ক্রিং নিবাস'-এর ৪র্থ ফ্লোরে ৬৬১ বর্গফুট পরিমাপের ফ্ল্যাট নং- ৪সি সম্বলিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সম্পত্তির সীমানা:** উত্তরে- ফ্ল্যাট নং ৪বি। দক্ষিণে- সাধারণ লবি। পূর্বে- ফ্ল্যাট নং ৪বি এবং সাধারণ সিঁড়ি। পশ্চিমে- কাশীনাথ চক্রবর্তী লেন।	ক) ১৫.০৫.২০২৬ খ) ২০.০২.২০২৬ গ) ৬,২৭,৩৭৩.৬৭/- টাকা + ইউসিআই বর্তমান তারিখ পর্যন্ত (ছয় লক্ষ সাতাশ হাজার তিনশত তিয়াত্তর টাকা সাতষট্টি পয়সা +২৮.০১.২০২৬ তারিখ থেকে ইউসিআই এবং তার উপর সুদ।
৪.	ক. ঋণগ্রহীতা: প্রয়াত শ্রী কৃষ্ণপদ পান্ডে-এর আইনি উত্তরাধিকারীদের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা এস্টেট, যথা- শ্রীমতী অর্চনা পান্ডে, স্বামী- প্রয়াত কৃষ্ণপদ পান্ডে, শ্রী কুণাল পান্ডে, পিতা- প্রয়াত কৃষ্ণপদ পান্ডে এবং শ্রী বিশাল পান্ডে, পিতা- প্রয়াত কৃষ্ণপদ পান্ডে খ. শাখা- পুরুলিয়া	পুরুলিয়া সাব-ডিস্ট্রিক্ট এবং পুরুলিয়া জেলার রেজিস্ট্রেশনের আওতায় হোল্ডিং নং- ৬৮, জেলা- পুরুলিয়া, পিন- ৭২৩১০১, গ্রাম ও মৌজা- পুরুলিয়া, পরগনা- ছররা, জে.এল. নং- ২৯২/২, আর.এস. প্লট নং- ১৪৪২২, আর.এস. খতিয়ান নং- ২৭২৫, ওয়ার্ড নং- ১০-এ অবস্থিত প্রয়াত কৃষ্ণপদ পান্ডের নাম থাকা ২ কাঠা ১০ বর্গফুট পরিমাপের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সম্পত্তির সীমানা:** উত্তরে- সুনীতি কুমার চক্রবর্তী এবং দেবী প্রসাদ চক্রবর্তী-এর বাড়ি। দক্ষিণে- নাগরী রঞ্জন গাঙ্গুলী-এর বাড়ি। পূর্বে- সাধারণ যাতায়াতের রাস্তা এবং নাগরী রঞ্জন গাঙ্গুলী-এর বাড়ি ও জমি। পশ্চিমে- নিখিল মুখার্জি এবং রেখা মল্লিক-এর বাড়ি।	ক) ১৫.০৫.২০২৬ খ) ২১.০১.২০২৬ গ) ১২,৭০,৬৯৪.৮১/- টাকা+ ইউসিআই বর্তমান তারিখ পর্যন্ত (বারো লক্ষ সত্তর হাজার ছয়শত চুরানব্বই টাকা একাশি পয়সা + ২৭.১২.২০২৫ তারিখ থেকে ইউসিআই এবং তার উপর সুদ।

তারিখ: ১৪.০৫.২০২৬/১৫.০৫.২০২৬
স্থান: ভি সি মোড় / গ্রামকুলটি / পুরুলিয়া
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১) কলকাতা
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১ শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
পরিশিষ্ট - ৪
[রুল-৮(১)]

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৩ এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে, অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে উল্লিখিত তারিখগুলিতে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে তাদের অর্থ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী, তাদের নামে উল্লিখিত তারিখের বিরুদ্ধে উল্লিখিত আইনের ধারা ১৩(৪) এর অধীনে, উক্ত বিধিমালার নিয়ম ৮ এর সাথে পঠিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণদের বিশেষ করে এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তির সাথে লেনদেন করবেন না এবং সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেনের জন্য স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া চার্জ প্রযোজ্য হবে, যার পরিমাণ এবং সুদের জন্য।
ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদ খালাস করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা লোন অ্যাকাউন্ট নং এবং শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী সুজিত দাস পিতা শ্রী চিত্ত রঞ্জন দাস** **ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ২সি, ৩য় তল, ৮৬৫ শহিদ হেমন্ত কুমার বোস রোড, দক্ষিণ দমদম কলকাতা - ৭০০০৭৪ **আরও ঠিকানা** - ফ্ল্যাট নং ৪ডি, ৫ম তল, ১৫৩/বিসি শহিদ হেমন্ত কুমার বোস রোড, দক্ষিণ দমদম কলকাতা - ৭০০০৭৪ **আরও ঠিকানা** - মেসার্স শ্রী গুরুদেব এন্টারপ্রাইজ, গড়চড়মা পোর্ট ব্লেয়ার, দক্ষিণ আন্দামান প্রাইমারি স্কুলের বিপরীতে, ০১ আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, ভারত, পিন - ৭৪৪১০৫ **লোন অ্যাকাউন্ট নং ৪২৮৪২৬৫৩৩৯২ (এইচবিএল) এবং ৪৩৬৬৬৯৪২৫৮২ (এইচবিএল টপ আপ)**	**সম্পত্তির মালিক : শ্রী সুজিত দাস** পিতা শ্রী চিত্ত রঞ্জন দাস, স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৫০৬-২০২৪, পৃষ্ঠা ৩৬৬৩৬১ থেকে ৩৬৬৪০৬, **দলিল নং ১-১৫০৬১২৫৪৩/২০২৪।** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৪ডি, পঞ্চমতল,পরিমাপ কর্পেট এরিয়া ৭৪০ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১১১৬ বর্গপুট কমবেশি, তিন বেড রুম, এক ডাইনিং ততা লিভিং রুম, এক কিচেন, দুই টয়লেট এবং এক ব্যালকনি, ভবনে পরিচিত কামাখ্যা ভবন, অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১৫৩/বিসি,শহিদ হেমন্ত কুমার বসু সরণি, এবং পুরসভা হোল্ডিং নং ৮৭৭/২, শহিদ হেমন্ত কুমার বসু সরমি, পো : দমদম মোতিঝিল, থানা : নাগেরবাজার (পূর্বতন দম দম), কলকাতা ৭০০০৭৪,	১) ২৮.১০.২০২৫ ২) ১২.০৫.২০২৬ ৩) ২৭,৭২,৫২৬.৮২ টাকা (সাতাশ লাখ বাহাত্তর হাজার পাঁচশ ছাব্বিশ টাকা এবং বিরাশি পয়সা) টাকা **২৮.১০.২০২৫ অনুযায়ী** এবং ২৯.১০.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ
	ওয়ার্ড নং ১৮, মৌজা - কালিদহ, জেএল নং ২৩, তৌজি নং ১২৯৮/২৮৩৩, সিএস দাগ নং ১৬৮২, আরএস দাগ নং ৪৭৮৩, সিএস খতিয়ান নং ২৭৮, আরএস খতিয়ান নং ৭৭৭, দক্ষিণ দম দম পুরসভা অধিক্ষেত্রে, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, আরও বিস্তারিতভাবে অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির। উক্ত ফ্ল্যাট অবস্থিত মোট বাস্তু জমি পরিমাপ এরিয়া ৫ কাঠা ১ ছটাক ২৯ বর্গফুট কমবেশি। । **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** (দলিল নং ১-১৫০৬১২৫৪৩/২০২৪ অনুযায়ী) : উত্তরে আরএস দাগ নং ৪৭৮২ (অংশ)। দক্ষিণে : ২০ ফুট এস এইচ কে বি সরণি। পূর্বে : আরএস দাগ নং ৪৭৮২(অংশ)। পশ্চিমে : আরএস দাগ নং ৪৭৮৩ (অংশ)।		
২.	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী সুজিত দাস** পিতা শ্রী চিত্ত রঞ্জন দাস **ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ২সি, ৩য় তল, ৮৬৫ শহিদ হেমন্ত কুমার বোস রোড, দক্ষিণ দমদম কলকাতা - ৭০০০৭৪ **আরও ঠিকানা** - ফ্ল্যাট নং ৪ডি, ৫ম তল, ১৫৩/বিসি শহিদ হেমন্ত কুমার বোস রোড, দক্ষিণ দমদম কলকাতা - ৭০০০৭৪ **আরও ঠিকানা** - মেসার্স শ্রী গুরুদেব এন্টারপ্রাইজ, গড়চড়মা পোর্ট ব্লেয়ার, দক্ষিণ আন্দামান প্রাইমারি স্কুলের বিপরীতে, ০১ আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, ভারত, পিন - ৭৪৪১০৫ **আরও ঠিকানা** - "সরস্বতী ভিলা" ৩৮ দিঙসাই পাড়া রোড, পূর্বতন ২৫, দিঙসাই পাড়া রোড, পোস্ট এবং থানা - বালি, জেলা - হাওড়া **ঋণগ্রহীতা : শ্রী নবীন দাস** পিতা শ্রী সুজিত দাস **ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ২সি, ৩য় তল, ৮৬৫ শহিদ হেমন্ত কুমার বোস রোড, দক্ষিণ দমদম কলকাতা - ৭০০০৭৪ **ঋণগ্রহীতা : শ্রী সুজয় দাস** পিতা শ্রী সুজিত দাস **ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ২সি, ৩য় তল, ৮৬৫ শহিদ হেমন্ত কুমার বোস রোড, দক্ষিণ দমদম কলকাতা - ৭০০০৭৪ **লোন অ্যাকাউন্ট নং ৪৩৭৬২৩৯৩০৫১ (পি-এলএপি)**	**সম্পত্তির মালিক : প্রয়াত অঞ্জনা দাস** স্বামী শ্রী সুজিত দাস। স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ : নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১৩, পৃষ্ঠা ৬৯৮৮ থেকে ৭০১৬, **দলিল নং ১-০৪০৪৩/২০১১।** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২০২ তিনতলায় ভবনে পরিমাপ আনুমানিক ১০৩০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখ লের অধিকার সহ। উক্ত ফ্ল্যাট অবস্থিত মোট জমির পরিমাপ ৫ কাঠা তদস্থিত ভবন বালি পুরসভা হোল্ডিং নং ৩৮, দিংসাই পাড়া রোড পূর্বতন ২৫, দিংসাই পাড়া রোড, পো অফিস : এবং থানা : বালি, জেলা : হাওড়া, পরিচিত "**সরস্বতী ভিলা**" নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : (দলিল নং ১-০৪০৪৩/২০১১ অনুযায়ী) :** উত্তরে : ফ্ল্যাট নং ২০১/সিঁড়ি/প্রবেশপথ । দক্ষিণে : চলার পথ। পূর্বে : চলার পথ। পশ্চিমে : ফ্ল্যাট নং ২০৩।	১) ২৮.১০.২০২৫ ২) ১২.০৫.২০২৬ ৩) ২৮,৫৫,৭৪১.০০ টাকা (আঠাশ লাখ পঞ্চান্ন হাজার সাতশ একচল্লিশ টাকা) টাকা **২৮.১০.২০২৫ অনুযায়ী** এবং ২৯.১০.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ

তারিখ - ১২.০৫.২০২৬
স্থান - কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, এসএআরবি কলকাতা

বাঁকুড়ায় টোল আদায়ের ঝাঁপ বন্ধ, কড়া প্রশাসন, স্বস্তিতে জেলাবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: শহরে টোল বসিয়ে টাকা তোলা নিয়ে বিতর্ক ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এতদিন পর্যন্ত এই টোলগুলির টাকা তোলা নিয়ে বাঁকুড়া শহরে মালপরিবহনকারী গাড়িগুলি ত্রস্ত ছিল। রাজ্যে সরকার বদলের পরেই বাঁকুড়া শহরের একের পর এক টোল বন্ধ হয়ে যায়। টোলগুলি বন্ধ হতেই সেগুলি নিয়ে নানা অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে গাড়িচালকেরা।

স্থানীয়দের বক্তব্য, শহরের টোলগুলি অবৈধ ছিল। তা না-হলে সরকার বদলের পরই সেগুলি বন্ধ করে দেওয়া হল। স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি বিজেপি বিধায়ক, নেতা, কর্মী ও সমর্থকেরাও সরব হয়ে উঠেছেন। বাঁকুড়ারবিজেপি বিধায়কের অভিযোগ অবৈধ ভাবে পুরসভা এই টোল গেট তৈরি করে তৃণমূল নেতাদের পকেট ভরিয়েছে।

বাঁকুড়ার বিজেপি বিধায়ক নীলাদ্রিশেখর দানার অভিযোগ, এই টোলগুলি অবৈধ ভাবে নির্মাণ করে ডাকাতি করেছেন তৃণমূল নেতারা। এই টোল গুলি নিয়ে তদন্ত হবে। এভাবে দুর্নীতি করে থাকলে কেউ ছাড় পাবেন না। অপরাধিদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন বিজেপি বিধায়ক।অন্যদিকে তৃণমূল পরিচালিত বাঁকুড়া পুরসভা এই অভিযোগ মানতে রাজি নয়।

পুরপ্রধানের বক্তব্য, টোলের সব টাকা পুরসভার ফান্ডে জমা হয়েছে। কোনও বেনিয়ম

হয়নি। এ প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, বাঁকুড়া শহরের একাধিক রাস্তায় টোল গেট চালু করা হয়ে ছিল। শহরের রাস্তায় পণ্যবাহী সহ বিভিন্ন গাড়ির চালকদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হতো। বাঁকুড়ার সতীঘাট, লালবাজার, রাজগ্রাম ও কাটজুড়িডাঙায় টোল বসানো হয়েছিল। স্থানীয়দের অভিযোগ তৃণমূল কর্মীদের দাদাগিরি ছিল এই টোলগুলি ঘিরে। তাই রাজ্যের পালাবদলের পর থেকেই টোলগুলি বন্ধ হয়ে গেছে। এই টোলগুলি অবৈধ ছিল দাবি করে লরিচালকরাও সরব হয়েছেন যে জোর করে যা খুশি টাকা নেওয়া হত। এমনকি দাবি মতো টাকা না-দিলে গাড়ি আটকে রেখে দেওয়া হত এবং অপমান করা হত।

রাজ্যে সরকার বদলের পর যান চলাচল নির্বিঘ্ন করতে ও বেআইনি কর আদায় রুখতে কড়া পদক্ষেপ করা হয়েছে। মুখ্যসচিবের পক্ষ থেকে নির্দেশিকা জারি করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, অবিলম্বে অবৈধ টোল বা ড্রপ গেট বন্ধ করতে হবে। জেলাগুলিতে যে সমস্ত টোল গেট বা ড্রপ গেট সরকারের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া চলছে সেগুলি অবিলম্বে বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

প্রতিটি জেলাশাসককে নিজের এলাকায় এই ধরনের অবৈধ কেন্দ্রগুলি চিহ্নিত করে তা সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই নির্দেশের খবর ছড়িয়ে পড়তেই টোলগুলির ঝাঁপ একের পর এক বন্ধ করে দেওয়া। এতেই টোলগুলি অবৈধ ছিল বলে মনে করছেন শহরবাসীর। মুখ্যসচিবের নির্দেশ মেনে জেলার বৈধ এবং অবৈধ আদায় কেন্দ্রের তালিকা তৈরি কাজ শুরু হয়েছে। এই তালিকায় আদায় কেন্দ্রের ধরন, টেন্ডারের মেয়াদ এবং আদায়কারী কর্তৃপক্ষের নাম থাকা বাধ্যতামূলক। এই তালিকা আন্ডার সেক্রেটারির কাছে জমা দেওয়ার কড়া নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। অবৈধ কেন্দ্রে কোনও প্রকার ফি বা শুল্ক আদায় করা আইনত দণ্ডনীয় এবং তা অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে। এই নির্দেশ পালনে কোনও গাফিলতি থাকলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিক বা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে। জেলাবাসীর ধারনা এবার তোলাবাজি বন্ধ হবে।

সিএএতে আবেদনে দেরিতে বন্ধ হবে সরকারি পরিষেবা: অশোক কীর্তনিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: সিএএতে আবেদন করতে দেরি করলে বন্ধ হয়ে যাবে সরকারি পরিষেবা জানালেন খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া। খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া বলেন, ভারতের নাগরিক না-হলে সমস্ত রকম সরকারি সুবিধা বন্ধ। এসআইআরে নাম বাদ গেলেল কোনও সরকারি সুবিধা মিলবে না, পাবে না রেশন, বাতিল হবে রেশন কার্ড। তবে ট্রাইবুনালে আবেদন করলে সিএএ আবেদন করলে পরিষেবা সচল থাকবে। তবে সিএএতে আবেদন করতে দেরি করলে বন্ধ হয়ে যাবে সরকারি পরিষেবা। পাশাপাশি মতুয়া উদ্বাস্তুদের দ্রুত সিএএতে আবেদন করার আর্জি জানালেন অশোক কীর্তনীয়া।

সরকারি চাকরিজীবী, সরকারি ট্যাক্সপেয়ার বিপিএল তালিকাভুক্ত রেশন কার্ড উপভোক্তা হলে দ্রুত কার্ড স্যারেন্ডার করার নির্দেশ। তা না-হলে কড়া ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি। খাদ্য দপ্তরকে দুর্নীতিমুক্ত করার আশ্বাস। দু' একদিনের মধ্যে আধিকারিকদের না-জানিয়ে শুরু হবে সারপ্রাইজ ভিজিট। এদিন তিনি

আরও বলেন, কড়ায় গণ্ডায় হিসাব হবে তৃণমূলের জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাসকে হুঁশিয়ার খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়ার। খাদ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর বনগাঁর বাড়িতে এসেছেন অশোক কীর্তনিয়া।

শনিবার সকাল থেকে তার একাধিক কর্মসূচি ছিল। উত্তর ২৪ পরগনার গোপালনগরে দলীয় কর্মী সমর্থকরা সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা বনগাঁ উত্তরের পরাজিত তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাসকে কড়া হুঁশিয়ারি দেন অশোক। বিশ্বজিৎ দাসকে গুন্ডা বলে আখ্যা দিয়ে অশোক বলেন গণনাকেন্দ্রে গুন্ডাবাহিনী ঢুকিয়েছিলেন এখানকার গুন্ডা বিশ্বজিৎ দাস। কড়ায় গণ্ডায় তার হিসাব হবে। আইনের মধ্যে হিসাবে নেবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। নির্বাচনের আগে গোপালনগরে অশোক কীর্তনিয়ার স্ত্রীর ওপর হামলার ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন আমার স্ত্রী কোন রাজনীতি করে না। তাঁর গাড়ির ওপরে হামলা করা হয়েছিল। হিসাব আজ না-হলে কাল ওঁকে দিতে হবে। একই সঙ্গে অশোকবাবু অভিযোগ তোলেন, গোপালনগর কো-অপারেটিভ সম্পত্তি ধ্বংস করেছে জাফর।সমবায় দপ্তরটা আমার অধীনে। জাফরের উদ্দেশে বলেন, গোপালনগরের আমজনতার সম্পত্তি আপনি বিক্রি করেছেন আগামী দিনে আপনাকে হিসাব দিতে হবে। এই বিষয়ে বিশ্বজিৎ দাসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও, তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি।

বনগাঁয় মন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়াকে মাছ উপহার ব্যবসায়ীদের তৃণমূলকে কটাক্ষ করে অশোক বললেন আমরা মাছে ভাতে বাঙালি। উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ নিউ মার্কেট ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে অশোক কীর্তনিয়াকে সংবর্ধনা দেন। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ফুল মিষ্টির পাশাপাশি অশোক কীর্তনিয়াকে ইলিশ মাছ উপহার দিলেন ব্যবসায়ীরা। অশোক ইলিশ মাছ উপহার পেয়ে বললেন, 'আমরা মাছে ভাতে বাঙালি। নির্বাচনের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গুজব ছড়িয়ে ছিলেন।' একই সঙ্গে ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে অশোক কীর্তনিয়া বলেন, নিউমার্কেটের ব্যবসায়ীদের ওপরে আর কেউ জোর জুলুম করতে পারবে না। কেউ করতে আসলে তাঁকে জানাতে বলেছেন। তিনি ব্যবস্থা নেবেন।

৫৫ দিন ধরে দিশম আদিবাসী গাঁওতার ধরনা, আশ্বাস মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারের ভগত সিং ক্রীড়াঙ্গণের পাশে একাধিক দাবিতে টানা ৫৫ দিন ধরে ধর্না চালিয়ে যাচ্ছে দিশম আদিবাসী গাঁওতা। শিক্ষা, জমির অধিকার, পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থানের দাবিতে শুরু হওয়া এই আন্দোলনে শনিবার উপস্থিত হন রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু। তিনি আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন।

আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে শিক্ষা, জমির পাট্টা, পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থানের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি উপেক্ষিত হয়েছে। সেই কারণেই নির্বাচনের আগে ছয় দফা দাবিকে সামনে রেখে এই লাগাতার ধরনা শুরু করা হয়েছে। তাদের প্রধান দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে কাঁকসার আদিবাসী এলাকায় একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল চালু করা, আদিবাসীদের জমির পাট্টা প্রদান, খনি এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পুনর্বাসন, আইকিউ সিটিতে জমি হারানো পরিবারগুলির কর্মসংস্থানের সুযোগ নিশ্চিত করা এবং এসআইআর তালিকা থেকে বাদ পড়া নামগুলি পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করা। পাশাপাশি আদিবাসী সমাজের সার্বিক উন্নয়নের দাবিও তোলা হয়েছে।

ধর্নামঞ্চে এসে মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু বলেন, প্রাক্তন সরকার আদিবাসীদের জমির পাট্টা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। তিনি জানান, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর তিনি পূর্ণমন্ত্রী হিসেবে সমস্যাগুলি গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন। এলাকার বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও লক্ষ্মণ ঘড়ুই এবং প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি। এছাড়াও কাঁকসার পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু আবাসিক স্কুলের বিভিন্ন সমস্যার বিষয়েও ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন মন্ত্রী।

মানুষের সুবিধার্থে লালবাতির গাড়িতে না অশোক কীর্তনিয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত: 'মানুষের সমস্যা করে আমি লালবাতি গাড়িতে লাগাব না', শনিবার বারাসতে প্রথম জেলা প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দিতে এসে বলেন রাজ্যের বর্তমান খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া।

রাজ্যের পালা বদলের পর বনগাঁ উত্তরের বিধায়ক অশোক কীর্তনিয়া রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রীর মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেয়েছেন। ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের গাড়িতে নিয়ম অনুয়ায়ী লাল বাতি থাকে। কিন্তু অশোকবাবু নিজের গাড়িতে লালবাতি লাগাননি। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমি চাই না আমার গাড়িতে লালবাতি থাকুক। আমি সাধারণ পরিবার থেকে উঠে এসেছি। আমি এখনও সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকেই আমার কাজ করতে চাই। আমি চাই না আমার জন্য সাধারণ মানুষ রাস্তায় সমস্যায় পড়ুক। আমি চাই রাজ্যের আর দশটা মানুষের মতো আমিও সাধারণ

জীবনযাপন করতে। মন্ত্রীর দায়িত্ব যেমন পালন করব তেমনই আমাকে দেখতে হবে আমার জন্য যাতে রাঙ্গা স্তাঘাটে সাধারণ মানুষের কোন সমস্যা না-হয়।'

খাদ্যমন্ত্রীর এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ। তাঁদের দাবি, 'আগে যাঁরা নেতা মন্ত্রী হয়েছেন, তাঁরা লালবাতি, নীলবাতি নিয়ে যাতায়াত করতেই ভালোবাসতেন। অনেকক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যারা কোনও বাতি পাওয়ার যোগ্যই নয় তারাও আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বাতি লাগিয়ে ঘুরত। আর বর্তমান খাদ্যমন্ত্রী প্রোটোকল মতো লালবাতি পান। সেখানে তিনি মানুষের সমস্যার কথা ভেবে সেই বাতি লাগাচ্ছেন না। ফলে তাঁর কাছে আমাদের প্রত্যাশা বেড়ে গেল। আশা করা যায় তিনি আগামী দিন রেশন দুর্নীতি দূর করে মানুষের জন্য ভালো কাজ করবেন।'

ওডিশার তারিণী মন্দিরে পুজো বিজেপি যুব মোর্চার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের পর একদিকে যেমন উচ্ছ্বাসে মেতেছেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা, তেমনই বিভিন্ন জায়গায় শুরু হয়েছে মানত পূরণের পালাও। নির্বাচনের আগে করা প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এবার উড়িষ্যার প্রসিদ্ধ তারিণী মায়ের মন্দিরে গিয়ে বিশেষ পুজোর আয়োজন করলেন নয়াগ্রাম ৩ নম্বর মণ্ডল বিজেপির যুব মোর্চার কর্মীরা।

জানা গিয়েছে, ভোটের আগেই বিজেপির যুব কর্মীরা মানত করেছিলেন যে বাংলায় রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটলে এবং বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে তারা তারিনী মায়ের মন্দিরে গিয়ে পুজো দেবেন। সেই মনোবাসনা পূরণ করতেই এদিন সকালেই নয়াগ্রাম এলাকা থেকে একাধিক গাড়িতে করে যুব কর্মীরা উড়িষ্যার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। প্রায় দুশো কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে তারা তারিনী মন্দিরে পৌঁছে পুজো ও প্রার্থনায় অংশ নেন। নয়াগ্রাম ৩ মণ্ডল বিজেপির সম্পাদক সুমন্ত মহান্তির নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সহ ঝাড়গ্রাম জেলার নবনির্বাচিত চার বিজেপি বিধায়কের নামে বিশেষ পুজো দেওয়া হয়। পাশাপাশি রাজ্যের শান্তি, উন্নয়ন ও মানুষের মঙ্গল কামনায় প্রার্থনাও করা হয় বলে জানা গিয়েছে।

নয়াগ্রাম ৩ মণ্ডল বিজেপির সম্পাদক সুমন্ত মহান্তি বলেন, 'গত ১৫ বছর ধরে বাংলার মানুষ অপশাসনের শিকার হয়েছেন। তাই ভোটের আগে আমরা মানত করেছিলাম, মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে রায় দিলে এবং অপশাসন থেকে মুক্তি মিললে তারিণী মায়ের কাছে পুজো দিতে আসব। আজ সেই মানত পূরণ করতে পেরে আমরা আনন্দিত।' এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলা যুব মোর্চার সহ-সভাপতি রূপকমল জানা, নয়াগ্রাম ৩ মণ্ডল বিজেপির সহ-সভাপতি দেব প্রকাশ দাস-সহ অন্যান্য বিজেপি যুবকর্মীরা। পুরো কর্মসূচি ঘিরে কর্মীদের মধ্যে ছিল উৎসাহ ও উদ্দীপনা।

কালবৈশাখীতে ভাঙল বাড়ি, পাশে আরামবাগের বিধায়ক হেমন্ত বাগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: কালবৈশাখীর তাণ্ডবে ভেঙে গেল মাটির বাড়ি।অসহায় পরিবারের পাশে বিজেপি বিধায়ক হেমন্ত বাগ। শুক্রবার গভীর রাতে আচমকাই কালবৈশাখীর তাণ্ডবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে আরামবাগ ব্লকের মায়াপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মুথাডাঙা দাসপাড়া এলাকা। প্রবল ঝড় ও বৃষ্টির দাপটে এলাকার দুইটি মাটির বসতবাড়ির উপর বিশাল গাছ ভেঙে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যেই ভেঙে চুরমার হয়ে যায় বাড়ির একাংশ। আতঙ্কে চিৎকার শুরু করেন পরিবারের সদস্যরা। যদিও অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান বাড়ির সকলেই। এই ঘটনায় এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

জানা গিয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার দু'টির মধ্যে রয়েছে সুনীল দাস ও অনিমা দাসের পরিবার। ঝড়ের তাণ্ডবে তাঁদের বহু বছরের কষ্ট করে গড়ে তোলা মাটির বাড়ির বড় অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাড়ির চাল উড়ে যাওয়ার পাশাপাশি ভেঙে পড়েছে দেওয়ালও। ঘরের আসবাবপত্র, জামাকাপড়, খাদ্যসামগ্রী-সহ বহু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নষ্ট হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ। বর্তমানে কার্যত খোলা আকাশের নিচে অসহায় অবস্থায় দিন কাটছে পরিবারগুলির। ক্ষতিগ্রস্ত অনিমা দাস কান্নাজড়িত গলায় বলেন, 'রাতে হঠাৎ খুব জোরে ঝড় শুরু হয়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই বিকট শব্দ করে গাছটা বাড়ির উপর ভেঙে পড়ে। আমরা সবাই ভয়ে চিৎকার করতে থাকি। প্রাণে বেঁচে গেছি এটাই বড় কথা। এখন মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। ছোট ছোট বাচ্চাদের নিয়ে খুব কষ্টে আছি।'

অন্যদিকে সুনীল দাস বলেন, 'সারা জীবনের সঞ্চয় দিয়ে এই বাড়িটা তৈরি করেছিলাম। এক রাতের ঝড় সব শেষ করে দিল। এখন কোথায় থাকব বুঝতে পারছি না। প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের কাছে আবেদন, আমাদের যেন দ্রুত সাহায্য করা হয়। বাড়ি ছাড়া পরিবার নিয়ে খুব সমস্যার মধ্যে রয়েছি।'

শনিবার সকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সঙ্গে কথা বলেন আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক। তিনি ভেঙে পড়া বাড়িগুলি ঘুরে দেখেন এবং পরিবারগুলির বর্তমান পরিস্থিতির খোঁজখবর নেন। পাশাপাশি নিজের উদ্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে ত্রিপল তুলে দেন, যাতে অন্তত সাময়িকভাবে মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করা যায়।

এই বিষয়ে বিধায়ক হেমন্ত বাগ বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সামনে আমরা সবাই অসহায়, কিন্তু মানুষের পাশে মানুষ হয়ে দাঁড়ানোই আমাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। আরামবাগের প্রতিটি মানুষের সুখ-দুঃখে সবসময় পাশে আছি, পাশে থাকব। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির জন্য দ্রুত প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মাধ্যমে স্থায়ী বাড়ির ব্যবস্থা করার বিষয়েও উদ্যোগ নেওয়া হবে।দস্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, কালবৈশাখীর জেরে এলাকায় একাধিক গাছ উপড়ে পড়েছে এবং বিদ্যুৎ পরিষেবাও ব্যাহত হয়েছে। বহু কাঁচা বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে মুথাডাঙা দাসপাড়ার এই দুই পরিবারের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি বলে দাবি স্থানীয়দের। ঘটনার পর থেকেই এলাকায় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির দ্রুত পুনর্বাসন ও আর্থিক সহায়তার দাবিও উঠতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহল থেকে।

পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের পরামর্শদাতা-সহ ২ তৃণমূল নেতা ধৃত

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: নতুন সরকার গঠন হতেই অ্যাকশন মোডে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট। শুরু হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় অবৈধ ডিও বালি ও জমি মাফিয়া দের ধরপাকড়। অবৈধ ভাবে চাঁদাবাজি ও তোলাবাজির অভিযোগে অন্ডালে থেকে গ্রেপ্তার তৃণমূল নেতা।

অভিযোগ কয়লাখনিতে ডিও হোল্ডারদের কাছ থেকে চাঁদাবাজির মামলা অন্ডাল কয়লাঞ্চলের অন্ডাল, পাণ্ডবেশ্বর এবং ফরিদপুর থানা এলাকার বিভিন্ন ইসিএল কয়লাখনি থেকে (ডিও) কয়লা বোঝাই ও তোলার নামে চাঁদাবাজি করা একটি সক্রিয় কয়লা সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট ব্যবস্থা নিয়েছে। এই ঘটনায়, অন্ডাল এলাকায় ডিও হোল্ডারদের কাছ থেকে চাঁদাবাজির অভিযোগে তৃণমূল কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতা এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের পরামর্শদাতা কাঞ্চন মিত্র সহ মোহাম্মদ মুজাফফর হোসেন। প্রথমে আটক এবং পরে

তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। শনিবার সকালে ধৃত দুই তৃণমূল নেতাকে দুর্গাপুর আদালতে পেশ করে পুলিশ । মহামান্য আদালত ধৃতদের ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয়।

রানিগঞ্জ কোল ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের অভিযোগের ভিত্তিতে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে প্রাথমিক ভাবে জানা যায়। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, অ্যাসোসিয়েশনটি অন্ডাল থানায় প্রায় এক ডজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে একটি নামসহ এফআইআর (মামলা নম্বর ১৩৫/২৬) দায়ের করেছিল। লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। অভিযোগটি হলো, তারা ডিও হোল্ডার এবং খনি থেকে কয়লা উত্তোলনকারী ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চাঁদাবাজি করছে। যেসব ব্যবসায়ী টাকা দিতে অস্বীকার করে, তাদের কয়লা বোঝাই ও উত্তোলনে বাধা দেওয়া হত।

পালিত জাতীয় ডেঙ্গু দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ডেঙ্গু প্রতিরোধে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে শনিবার দুপুরে ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর ২ নম্বর ব্লকের বেলিয়াবেড়া ব্লক অফিস চত্বরে পালিত হল জাতীয় ডেঙ্গু দিবস। বেলিয়াবেড়া ব্লক প্রশাসন ও পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে এদিন একটি বর্ণাঢ্য সচেতনতা র‍্যালির আয়োজন করা হয়। র‍্যালিতে অংশ নেন ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক রাহুল বিশ্বাস, জয়েন্ট বিডিও রাজীব মুর্মু, ব্লক প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিক, স্বাস্থ্যকর্মী, আশাকর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দারা। র‍্যালির মাধ্যমে ডেঙ্গু প্রতিরোধে বিভিন্ন সচেতনতামূলক বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরা হয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এডিস মশা সাধারণত পরিষ্কার জমা জলে ডিম পাড়ে এবং সেখান থেকেই ডেঙ্গুর সংক্রমণ ছড়ায়। তাই বাড়ির আশেপাশে কোথাও জল জমতে না দেওয়ার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। টব, টায়ার, ডাবের খোলা, ফুলের টব কিংবা পরিত্যক্ত পাত্রে জল জমে থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

শর্তসাপেক্ষে জামিন শ্রীজাতর

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: কবি শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা অভিশাপের একটি লাইনে ত্রিশুলের মাথায় কনডম পড়ানোর যে উক্তি উনি করেছিলেন তার প্রতিবাদে দেশজুড়ে ঝড় উঠেছিল। ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দুদের ভাবাবেগে আঘাতের কারণ জানিয়ে ২০১৯ সালে কৃষ্ণনগর জেলা দায়রা আদালতে একটি মামলা দায়ের করে রমিত শীল নামে এক আইনজীবী। তাকে একাধিকবার সমন পাঠানো হলেও আদালতে তিনি হাজির হননি। অবশেষে শ্রীজাতর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে আদালত। আজ তিনি সশরীরে হাজিরা হয়ে আত্মসমর্পণ করে কৃষ্ণনগর জেলা দায়রা আদালতে জামিন নিতে আসেন শ্রীজাত বন্দোপাধ্যায়। শনিবার কৃষ্ণনগর জেলা আদালতে হাজির হলে আদালত শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায়কে শর্তসাপেক্ষ জামিন মঞ্জুর করেন। কলকাতায় তাঁর বাড়ি এবং কৃষ্ণনগর আদালত চত্বর ছাড়া তিনি কোথাও বেরতে পারবেন না বলে নির্দেশ দেন বিচারক এবং ২ হাজার টাকার রেজিস্টার বন্ড-সহ তাঁর জামিন মঞ্জুর করে আদালত।

সমস্ত বিধায়কদের নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: শনিবার আসানসোলে জেলা শাসকের দপ্তরে হয়ে গেল পশ্চিম বর্ধমান জেলার সমস্ত বিধায়কদের নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক। এই বৈঠকে জেলাশাসক এস পন্নবলম ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল, আসানসোল উত্তরের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখার্জি, কুলটির বিধায়ক অজয় পোদ্দার, বারাবনির বিধায়ক অরিজিৎ রায়, পাণ্ডবেশ্বর বিধায়ক জিতেন্দ্র তেওয়ারি, দুর্গাপুর পূর্বের বিধায় চন্দ্রশেখর বন্দোপাধ্যায়, দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক লক্ষণ ঘড়ুই, জামুড়িয়ার বিধায়ক বিজন মুখোপাধ্যায় এবং রানীগঞ্জের বিধায়ক পার্থ ঘোষ।

বাগনানে মহিলাদের লাড্ডু তৈরির প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির রাজ্য জয়ে লাড্ডু তৈরির প্রতিযোগিতায় মেতে উঠলেন মহিলারা। বিষয়টি লক্ষ্য করা গিয়েছে হাওড়ার বাগনানের হারপ গ্রামে। যদিও বাগনান বিধানসভায় জয়ী হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী অরুণাভ সেন। কিন্তু রাজ্যে রাজনৈতিক ব্যাটন বিজেপির হাতে থাকায় বেজায় খুশি বিজেপির মহিলা কর্মীরা।

জানা গিয়েছে, শনিবার ও রবিবার হাটুড়িয়া ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের হারপ গ্রামের কয়েকটি বুথে বিজেপির হয়ে শুভেচ্ছা জানানোর অংশ হিসাবে বাড়ি বাড়ি লাড্ডু বিতরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু বাজার

থেকে লাড্ডু কিনে বিতরণের জন্য খরচ অনেক বেশি। তাই সিদ্ধান্ত হয় এই লাড্ডু ঘরে তৈরি করা হবে। আর এই সিদ্ধান্ত পুরুষদের জানিয়েও দেন মহিলারা। আর এখান থেকেই শুরু প্রতিযোগিতার ভাবনা।

মহিলাদের মধ্যে যে বেশি লাড্ডু পাকাতে পারবে তিনি পাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রতিকৃতি। ব্যস মহিলারা সকাল থেকেই নেমে পড়লেন লাড্ডু তৈরির প্রতিযোগিতায়। বড় জায়গায় মিহিদানা তৈরি করে তাতে গোলাকার সাইজের করে লাড্ডু তৈরি করছেন মহিলারা। এখন দেখার পুরস্কার পান কে বা কারা।

রাজধানী থেকে গ্রেপ্তার নিট কাণ্ডের দ্বিতীয় চক্রী

নয়াদিল্লি, ১৬ মে: নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় আরও এক চক্রীকে গ্রেপ্তার করল সিবিআই। নিট ইউজি-র জীববিজ্ঞানের প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে গ্রেপ্তার উদ্ভিদবিদ্যার শিক্ষিকা। তিনিও পুণের বাসিন্দা। সিবিআই জানিয়েছে, অভিযুক্ত শিক্ষিকা মনীষা গুরুনাথ মান্দারেকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়েছিল। দীর্ঘ জেরার পর তাঁকে দিল্লি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

উল্লেখ্য, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশ জুড়ে ছ'জায়গায় তল্লাশি চালায় সিবিআই। এই মামলার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন আপত্তিকর নথি, ল্যাপটপ, ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট এবং মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করেছেন তদন্তকারীরা। সেগুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই মামলায় এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তার হওয়া ন'জন অভিযুক্ত দিল্লি, জয়পুর, গুরুগ্রাম, নাসিক, পুণে এবং আহিল্যানগরের বাসিন্দা।

সিবিআই আরও জানিয়েছে, ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)-তে মনীষাকে বিশেষজ্ঞ হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল। তিনি নিট ইউজির বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এপ্রিলে পুণের আর এক ধৃত শিক্ষকের মাধ্যমে নিট পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন মনীষা। নিজের বাড়িতেই পরীক্ষার্থীদের নিয়ে চলত কোচিং।

ওই কোচিং ক্লাসেই প্রশ্নফাঁস করেছেন মনীষা, দাবি সিবিআইয়ের। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী অফিসারদের সূত্রে জানা গিয়েছে, নিজের কোচিংয়ে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেন তিনি। তার পরে সেই প্রশ্নপত্র নিজের নোটবুকে টুকে নিতে বলা হয়েছিল। সিবিআই জানিয়েছে, ওই প্রশ্নগুলির মধ্যে বেশিরভাগই ৩ মে-র নিট ইউজি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। সিবিআই আরও জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত নিটের রসায়ন এবং জীববিজ্ঞানের প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রকৃত উৎস খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের দালালদেরও খোঁজ মিলেছে। এই দালালেরা বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে প্রস্তুতি নেওয়া পরীক্ষার্থীদের লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে প্রশ্ন বিক্রি করতেন।

সময়ের আগে বর্ষা ঢুকে পড়তে পারে কেরলমে

নয়াদিল্লি, ১৬ মে: এল নিনোর প্রভাব সত্ত্বেও চলতি মরশুমে নির্ধারিত সময়ের এক সপ্তাহ আগেই বর্ষা ঢুকতে পারে ভারতে। শনিবার কেন্দ্রীয় মৌসম ভবনের তরফে এমনটাই জানানো হয়েছে। আইএমডি-র তরফে বলা হয়েছে, ২৬ মে কেরল উপকূলে পৌঁছোতে পারে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু। সাধারণত ১ জুনের ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে বর্ষার আগমন ঘটে। তার পর ৮ জুলাই দেশের সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এই মৌসুমী বায়ুর জন্যই বর্ষার বৃষ্টি শুরু হয় দেশের নানা প্রান্তে। কিন্তু কোনও মরশুমে এল নিনো পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে বর্ষার আচরণ খামখেয়ালি হয়ে ওঠে। এল নিনো সাধারণত মৌসুমী বায়ুকে দুর্বল করে বর্ষার আগমনকে বিলম্বিত করে এবং বৃষ্টিপাতের ঘাটতি তৈরি করে। সাধারণ ভাবে প্রশান্ত মহাসাগরের উষ্ণ সামুদ্রিক স্রোত বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরে নিম্নচাপ তৈরিতে বাধা দেয়, যা স্বাভাবিক বর্ষার গতিকে শ্লথ করে দেয়। শুক্রবার মৌসম ভবনের তরফে জানানো হয়েছিল, বর্ষা প্রবেশের অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গিয়েছে আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ও সংলগ্ন এলাকায়। আগামী ১৬ মে-র মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু সেখানে প্রবেশ করবে। ঘটনাচক্রে, চলতি বছরের মে-জুলাইয়ের মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এল নিনো তৈরির সম্ভাবনা জোরালো রয়েছে।

বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা-র 'গ্লোবাল সিজনাল ক্লাইমেট আপডেট' শীর্ষক সাম্প্রতিক রিপোর্টে বলা হয়েছে, নিরক্ষীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সমুদ্রের জলের তাপমাত্রায় স্পষ্ট পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা দ্রুত বাড়ছে, যা ইঙ্গিত দিচ্ছে যে ২০২৬ সালের মে থেকে জুলাইয়ের মধ্যেই ফের এল নিনো পরিস্থিতি ফিরে আসতে পারে। ডব্লিউএমও-র পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী তিন মাসে বিশ্বের অধিকাংশ স্থলভাগে স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি তাপমাত্রা দেখা যাবে।

রাজস্থানে উদ্ধার হল এক নিট পড়ুয়ার ঝুলন্ত দেহ

জয়পুর, ১৬ মে: রাজস্থানে এক নিট পরীক্ষার্থীর দেহ বাড়ি থেকে উদ্ধার হল। এ বছর নিট-ইউজি পরীক্ষা দিয়েছিলেন প্রদীপ মাহিচ নামে ওই তরুণ। প্রসঙ্গত, গত ৩ মে সর্বভারতীয় মেডিক্যাল প্রবেশিকা পরীক্ষা (নিট-ইউজি) হয়। কিন্তু ৭ মে প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। হুলস্থুল পড়তেই ১২ মে সেই পরীক্ষা বাতিল বলে ঘোষণা করে পরীক্ষা পরিচালন সংস্থা ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)।

Office of the LAKSHYA-II GRAM PANCHAYAT
Kalikakundu, Mahishadal, Purba Medinipur
NIT No: 01/LAK-II/15th FC (UNTIED)/2026-27
NOTICE INVITING TENDER
For and on behalf of the Pradhan, Lakshya-II Gram Panchayat invites sealed percentage rate tender from bonafide outsiders having Digital Signature Certificate (DSC) by two cover system for e-tender No: **01/LAK-II/15th FC (UNTIED)/ 2026-27, Dated- 15-05-2026** in website: **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Lakshya-II Gram Panchayat
Mahishadal, Purba Medinipur

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৮৩১৯১৯৭৯১

AXIS BANK **অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.**
এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ১ শেক্সপীয়র সরণি, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৭১

পরিশিষ্ট IV [দ্রষ্টব্য রুল ৮(১)]

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি নোটিশে উল্লিখিত দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
১) মেসার্স দাদা ভাই হোসিয়ারি ২) শ্রী সঞ্জিত সাহা ৩) শ্রী খোকন সাহা ৪) শ্রী নিখিল সাহা ৫) শ্রীমতি দীপ্তি সাহা	ক) ২৫,৭৭,৪৭৯.৫৮ টাকা লোন এ/সি নং ৯১৯০৩০০৬৯৮১৫২৬৯, ১০.১১.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০৫.০৫.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ) বকেয়া খ) ১১.১১.২০২৫ গ) ১৫.০৫.২০২৬

বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ৮.৩৬ ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত মৌজা - কৃষ্ণনগর, জেএল নং ৯২, এলআর খতিয়ান নং ৩৬৮৩৫, ৩৬৮৩৬, এলআর প্লট নং ১৫৬১৯, থানা : কোতোয়ালী, দোগাছি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন জেলা : নদিয়া, তদস্থিত ভবন এবং নির্মাণ সমুদয়।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
১) ডি এস কৃষি ভান্ডার ২) শ্রী দেলোয়ার শেখ ৩) শ্রী খিলাফত শেখ ৪) শ্রীমতি হাজেরা বিবি	ক) ৬০,৪৬৭০৭.৫৯ টাকা লোন এ/সি নং ৯২৪০৩০০৫৬৮৯৩০৩০, ০৫.১২.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০৫.১১.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ) বকেয়া খ) ০৮.১২.২০২৫ গ) ১৫.০৫.২০২৬

বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ ১৫ ডেসিমেল, মৌজা- বুন্দাইনগর, জেএল নং ১৬, খতিয়ান নং ৫৪৮২, ৫৪৮৩, প্লট নং ৫৩৭৯, ৫৩৮০। ছানা-নোয়াদা, পশ্চিমবঙ্গ -৭৪২১৭৫ তদস্থিত ভবন নির্মাণ সমুদয়।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
১) মেসার্স সরকার এন্টারপ্রাইজ ২) শ্রীমতি দীপ্তি সরকার (স্বত্বাধিকারী) ৩) শ্রী প্রকাশ সরকার	ক) ১৯,৯৩,৮০১ টাকা লোন এ/সি নং ৯২০০৩০০২১৪৮১৯৩৬, ১০.১১.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০৫.০৪.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং ৩,০১,২০০ টাকা লোন এ/সি নং ৯২২০৬০০৫০১২৯৪৪৪, ১০.১১.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩১.০৩.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ) বকেয়া খ) ১২.১১.২০২৫ গ) ১৫.০৫.২০২৬

বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ২.৮৫ ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত মৌজা - হুড়াপাটিলা, জেএল নং ১৫৯, এলআর খতিয়ান নং ৫০০, ১২৬১, ১২৮২, এলআর প্লট নং ৪৫৬, এডিএসআর এবং থানা : রানাঘাট, জেলা : নদিয়া, তদস্থিত ভবন এবং নির্মাণ সমুদয়।

তারিখ : ১৭.০৫.২০২৬ স্বা/-
স্থান : পশ্চিমবঙ্গ অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

ময়দান

গুজরাতকে হারিয়ে প্লে-অফের আশায় নাইটরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্লে-অফের স্বপ্ন এখনও বেঁচে আছে। কঠিন সমীকরণের মাঝেও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। শনিবার ইডেন গার্ডেন্সে শক্তিশালী গুজরাত টাইটান্সকে ২৯ রানে হারিয়ে সেই আশা আরও জোরালো করল অজিঙ্ক রাহানের দল। ব্যাটে-বলে দাপট দেখিয়ে গুরুত্বপূর্ণ দু'টি পয়েন্ট তুলে নিল কেকেআর। ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে ছিল কলকাতা। টস জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে গুজরাত বোলারদের কার্যত ছিন্নভিন্ন করে দেন ফিন অ্যালেন ও অঙ্গকৃষ রঘুবংশী। বিশেষ করে অ্যালেনের বিধ্বংসী ব্যাটিং ইডেনের দর্শকদের উন্মাদনায় ভাসিয়ে দেয়। পাওয়ার প্লে থেকেই শুরু হয় চার-ছক্কার ঝড়। অন্যদিকে তরুণ অঙ্গকৃষও ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলেন। তাঁর ঝোড়ো ইনিংস কেকেআরকে বিশাল রানের ভিত গড়ে দেয়। মাঝের ওভারেও রানের গতি কমতে দেননি নাইট ব্যাটাররা। গুজরাতের বোলাররা বারবার লাইন-লেন্থ হারান। ফলে নির্ধারিত ২০ ওভারে ২৪৭ রানের পাহাড়প্রমাণ স্কোর তোলে কলকাতা। এই রান তাড়া করা যে সহজ হবে না, তা শুরু থেকেই স্পষ্ট ছিল। তবে জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা দুরন্ত করে গুজরাত। শুভমন গিল ও সাই সুদর্শন প্রথম থেকেই আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে খেলতে থাকেন। মাত্র তিন ওভারেই স্কোরবোর্ডে উঠে যায় ৪২ রান। কিন্তু এরপরই ম্যাচে আসে গুরুত্বপূর্ণ মোড়। কার্তিক ত্যাগীর একটি বল সোজা গিয়ে লাগে সুদর্শনের কনুইয়ে। চোটের জন্য কিছু সময় মাঠের বাইরে চলে যেতে হয় তাঁকে। সেই ধাক্কার মধ্যেই নিশান্ত সিন্ধুকে ফিরিয়ে দেন সুনীল নারিন। দুর্দান্ত ক্যাচ নেন মণীশ পাণ্ডে। এরপর জস বাটলার ও শুভমন গিল লড়াই চালানোর চেষ্টা করেন। তবে রান তোলার চাপ ক্রমশ বাড়ছিল। গিল অবশ্য একাই ম্যাচে গুজরাতকে টিকিয়ে রেখেছিলেন। ভারতীয় অধিনায়কের মতো দায়িত্বশীল ইনিংস খেলেন তিনি। মাত্র ৪৯ বলে ৮৫ রান করেন গিল। তাঁর ইনিংসে ছিল পাঁচটি চার ও সাতটি বিশাল ছয়। বিশেষ করে বরুণ চক্রবর্তীর এক ওভারে ২২ রান তুলে ম্যাচে উত্তেজনা ফেরান তিনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেকেআরের বোলাররাই পার্থক্য গড়ে দেন। চোট নিয়েও বল করেন বরুণ। অন্যদিকে তরুণ পেসার সৌরভ দুবে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে দুর্দান্ত বোলিং করেন। ১৯তম ওভারে মাত্র পাঁচ রান দিয়ে জস বাটলারের উইকেট তুলে নিয়ে গুজরাতের শেষ আশা কার্যত শেষ করে দেন তিনি। শেষ ওভারে অসম্ভব সমীকরণ আর মেলাতে পারেনি গুজরাত। অবশেষে ২৯ রানের গুরুত্বপূর্ণ জয় তুলে নেয় কলকাতা নাইট রাইডার্স। ১২ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট দাঁড়াল ১১। পয়েন্ট তালিকায় সপ্তম স্থানে উঠে এসে প্লে-অফের লড়াইয়ে নিজেদের এখনও জীবন্ত রাখল নাইটরা। ইডেন ছাড়লেন খুশির হাসি নিয়ে সমর্থকেরাও।

ডার্বি: খোশমেজাজে বাগান, অ্যান্টনকে খেলিয়ে চমক দিতে পারেন অস্কার

ঋতিকা চক্রবর্তী: রবিবার আইএসএলের মেগা ডার্বিতে মুখোমুখি ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান। সাংবাদিক সম্মেলনে এসে একাধিকবার বোমা ফাটিয়েছেন কোচ অস্কার ব্রুঁজো। এদিন অবশ্য বাহ্যিক কোনও ব্যক্তি বা বিষয় নিয়ে তিনি আলোকপাত করলেন না। ডার্বি নিয়ে অস্কারের সোজাসাপ্টা বলেন, 'এই মুহূর্তে ডার্বিটাই গুরুত্বপূর্ণ। সেটাতেই ফোকাস করতে হবে। আমি, ইস্টবেঙ্গলের কার্যকরী কমিটি, ইমামি কোনও কিছুই গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমাদের চিন্তাধারা আলাদা, আপাতত ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে মাঠে নামতে হবে। গত কয়েক বছরে ইস্টবেঙ্গল খারাপ পরিস্থিতিতে ছিল, বিশেষ করে খেলোয়াড়রা মানসিকভাবে। এখন দলের মধ্যে জেতার মানসিকতা তৈরি হয়েছে।' নিজের প্রতিপক্ষ কোচের কথা উল্লেখ করে অস্কার বলেন, 'লোবেরা ও আমি স্প্যানিশ কোচ। দু'জনেরই একই মানসিকতা রয়েছে। আমরা আমাদের সব অস্ত্র ব্যবহার করে আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলব, আমরা জিততে পছন্দ করি।' অনুশীলনে প্রথম একাদশে অ্যান্টন সজবার্গকে শুরু করতে দেখা গেল। সেক্ষেত্রে আইএসএলের সর্বোচ্চ গোলদাতা ইউসেফ এজ্জেজ্জারি হয়তো নামতে পারেন পরিবর্ত হিসেবে। অন্যদিকে অঘোষিত এই ফাইনাল ম্যাচকে উপভোগ করতে চান বাগান কোচ সের্জিও লোবেরা। ডার্বির আগে বেশ খোশমেজাজে দেখা গেল জেমি-কামিংসদের। সাংবাদিক সম্মেলনে কোচ লোবেরা বলেন, 'আগামিকাল ফাইনাল। এই ধরনের ম্যাচে খেলতে চায় ফুটবলার ও কোচরা। এই ফাইনাল আমরা জিততে চাই। আমাদের হাতে ভালো ফুটবলার রয়েছে। ডার্বি বরাবরই অনুপ্রেরণা, এবার ট্রফি জেতার বাড়তি সুযোগ রয়েছে। ট্রফি জিততে হলে ইস্টবেঙ্গলের মতো প্রতিপক্ষই চাই। ইস্টবেঙ্গল দলের বিরুদ্ধে খেলা চ্যালেঞ্জিং। এই ইস্টবেঙ্গল স্কোয়াড আইএসএল ইতিহাসে অন্যতম সেরা দল।' পাশাপাশি মোহনবাগানের স্প্যানিশ ডিফেন্ডার আলবার্তো রদ্রিগেজ মানতে নারাজ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল এগিয়ে আছে। তিনি বলেন, 'আমি মনে করি না মনস্তাত্ত্বিক ভাবে ইস্টবেঙ্গল এগিয়ে আছে। মোহনবাগানও জেতার জন্য লড়াই করবে।' ডার্বির ৬২,২০০ টিকিট নিঃশেষিত।

বাগানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন টাউন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১৪০ বছরের দীর্ঘ ইতিহাসে এমন দিন কখনও আসেনি। অবশেষে সেই অপেক্ষার অবসান। সিএবি প্রথম ডিভিশন তথা সুপার লিগ চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে ইতিহাস গড়ল শতাব্দী প্রাচীন টাউন ক্লাব। আর এই স্বপ্নপূরণের নেপথ্যে যাঁর নাম সবচেয়ে উজ্জ্বল, তিনি সুরজিৎ লাহিড়ি ওরফে 'জ্যাক'। মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ম্যাচ ড্র হলেও প্রথম ইনিংসের লিডের সুবাদে চ্যাম্পিয়ন হয় টাউন ক্লাব। কিন্তু স্কোরলাইনের বাইরেও এই জয় অনেক বড়। কারণ অভিমন্যু ঈশ্বরন, অনুষ্টুপ মজুমদার, প্রদীপ্ত প্রামাণিক, রমনদীপ সিংদের মতো তারকাখচিত মোহনবাগানের বিরুদ্ধে কার্যত তরুণ ও মূলত বাঙালি ক্রিকেটারদের নিয়েই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে টাউন। প্রথম ইনিংসে ৪০৩ রান তুলে ম্যাচের ভিত গড়ে দেয় টাউন। জবাবে মোহনবাগান থামে ৩৫৩ রানে। সেই ৫০ রানের লিডই শেষ পর্যন্ত খেতাব নির্ধারণ করে দেয়।

SBI **স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১) কলকাতা**
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১ শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in
দখল বিজ্ঞপ্তি পরিশিষ্ট - ৪ [রুল-৮(১)]

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৩ এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে, অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে উল্লিখিত তারিখগুলিতে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে তাদের অর্থ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী, তাদের নামে উল্লিখিত তারিখের বিরুদ্ধে উল্লিখিত আইনের ধারা ১৩(৪) এর অধীনে, উক্ত বিধিমালার নিয়ম ৮ এর সাথে পঠিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণদের বিশেষ করে এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তির সাথে লেনদেন করবেন না এবং সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেনের জন্য স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া চার্জ প্রযোজ্য হবে, যার পরিমাণ এবং সুদের জন্য।

ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদ খালাস করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা লোন অ্যাকাউন্ট নং এবং শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী কৌশিক মন্ডল** পিতা শ্রী কেনারাম মন্ডল, নিবাস ৯৫ এ, সোদপুর রোড, দক্ষিণ পাড়া, জোড়াপুকুর, হরিদেবপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০০৮২ এবং তপসিয়া শাখা, তিরুমালা, ২২ পূর্ব তপসিয়া রোড, তপসিয়া, কলকাতা- ৭০০০৪৬, পশ্চিমবঙ্গ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাপ আনুমানিক ১ কাঠা ০৮ ছটাক কমবেশি তদস্থিত টালির শেড নির্মাণ পরিমাপ আনুমানিক ১০০ বর্গফুট বিক্রেতার মোট জমি পরিমাপ ৫ কাঠা (কমবেশি) অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৯৫, সোদপুর রোড, থেকে আরএস দাগ নং ৩৯৩/৭৬৯, আরএস খতিয়ান নং ৫০৯, মৌজা -সৈয়দপুর জেএল নং ১২, থানা : ঠাকুরপুকুর বর্তমানে হরিদেবপুর, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১২২, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সহ স্বত্ব এবং স্বার্থ এবং দখলদারি। স্বত্ব দলিল নং রেজিস্ট্রিকৃত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১১, পৃষ্ঠা ৩৯৩৩ থেকে ৩৯৪৯, **দলিল নং ০৩৪৪৬ -২০১৪ সালের।** সম্পত্তি **শ্রী কৌশিক মন্ডল** পিতা কেনারাম মন্ডলের নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি স্বত্ব দলিল অনুযায়ী :** উত্তরে : বীণা রানি সরকার এর জমি এবং ভবন। দক্ষিণে: শ্রীমতি রুম্পা দাস এর জমি এবং ভবন। পূর্বে : ৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ এবং সঞ্জীব কুমার সিমলাই এবং অন্যান্যর ভবন। পশ্চিমে : নিতাই চন্দ্র দাস এর জমি এবং ভবন।	১) ২৪.০৩.২০২৫ ২) ১৫.০৫.২০২৬ ৩) ৩৪,৬৪,০৮১ টাকা **(চৌত্রিশ লাখ চৌষট্টি হাজার একাশি টাকা) টাকা ২৪.০৩.২০২৫ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ
২.	**ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতি স্বেতা সুকুল** স্বামী শ্রী অরিজিৎ সুকুল। **ঠিকানা :** ব্লক সিএফ, হাউস নং ৭, বিধাননগর (সল্ট লেক), জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০০৬৪ এবং ফ্ল্যাট নং ১ বিসি, ২য়তল, প্রেমিসেস নং ১৬১, কালীপদ মুখার্জি রোড,থানা : ঠাকুরপুকুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৬৪।	(সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তি) স্বত্ব দলিল নং ১-১০১১২/১৩ সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ১ বিসি, ২য়তলে, পরিমাপ আনুমানিক ১৪০০ বর্গফুট প্রেমিসেস নং ১৬১, কালীপদ মুখার্জি রোড, আরএস খতিয়ান নং ৩১২, দাগ নং ৪৬১, থানা : বেহালা বর্তমানে ঠাকুরপুকুর, এডিএসআর বেহালা, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৩ বেড রুম, ২ ডাইনিং তথা খোলা কিচেন, ২ টয়লেট তথা বাথ, বাস্তু জমি পরিমাপ কমবেশি ৩ কাঠা ৫ ছটাক তদস্থিত নবনির্মিত নির্মাণ অংশ সরাসরি ২ তলা কংক্রিট ছাদের ভবন অবস্থিত মৌজা - মুরাদপুর, জেএল নং ১৩, আরএস নং ১৯২, জেলা কালেক্টরেট, তৌজি নং ৭৪-৭৭ এবং ১০১, পরগনা মাগুরা,দক্ষিণ সুবার্বন পুরসভা অধীন বর্তমানে কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, সাউথ সুবার্বন ইউনিট, ওয়ার্ড নং ১২৩, দলিল নং ১-১০১১২/১৩, সম্পত্তি স্বেতা সুকুল এর নামে। চৌহদ্দি : উত্তরে ৬ ফুট চওড়া কেএমসি রোড, দক্ষিণে : পি-১১০/১, সিদ্ধার্থ অ্যাপার্টমেন্ট। পূর্বে : ৯ ফুট চওড়া কেএমসি রোড। পশ্চিমে : পি-১১২ শ্রী এম মজুমদারের ভবন।	১) ০৯.০৯.২০২৫ ২) ১৫.০৫.২০২৬ ৩) ৭৬,৯৪,৮০৫ টাকা **(ছিয়াত্তর লাখ চুরানব্বই হাজার আটশ পাঁচ টাকা) টাকা ২৭.০৮.২০২৫ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ

দ্রষ্টব্য : আইনের ধারা ১৩(৪) এর অধীনে জারি করা পূর্বে জারি করা নোটিশগুলির বৈধতা এবং আইনগততার উপর কোনো প্রভাব না ফেলে, যা প্রশাসনিক এবং পদ্ধতিগত স্বচ্ছতার জন্য এতদ্বারা প্রত্যাহার/বাতিল করা হলো, ব্যাংক তার পরিবর্তে বর্তমান নোটিশটি নতুন করে জারি করছে।

তারিখ - ১৫.০৫.২০২৬ অনুমোদিত অফিসার
স্থান - কলকাতা এসবিআই, এসএআরবি কলকাতা

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD
স্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লার্জ (এসএএমএল)
কলকাতা শাখা,১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ২য় তল,
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, কলকাতা , ৭০০ ০০১
ই-মেইল: samlkolkata@indianbank.bank.in
ফোন নং: (০৩৩) ২২৩১ ১৪৭১
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - ৪ - এ [রুল ৮(৬) এবং ৯ (১) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধকিকৃত/চার্জড স্থাবর সম্পত্তিগুলির **গঠনমূলক দখলদারী** গৃহীত হয়েছে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, স্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লার্জ কলকাতা শাখার (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা "**যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে**" এবং "**সেখানে যা কিছু আছে**"-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে ০৫.০৬.২০২৬ তারিখে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, স্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লার্জ কলকাতা শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)**-এর বকেয়া পাওনা অর্থ **৫,৫১,৭৮,২৩৬.০০ টাকা** (পাঁচ কোটি একান্ন লক্ষ আটাত্তর হাজার দুইশত ছত্রিশ টাকা মাত্র) **০৩.০৫.২০২৩** অনুযায়ী তদুপরি পরবর্তী সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ **মেসার্স দাতা বাবা ফুড প্রোডাক্টস (ঋণগ্রহীতা),** শ্যামসুন্দর (ডাক্তার ঢাল), পোঃ - শ্যামসুন্দর, থানা - রায়না, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩ ৪২৪, পশ্চিমবঙ্গ-এর কাছ থেকে পুনরুদ্ধার করার জন্য।
ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে:

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তি (সমূহ)-র বিশদ বিবরণ	বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	ক) **মেসার্স দাতা বাবা ফুড প্রোডাক্টস (ঋণগ্রহীতা),** শ্যামসুন্দর (ডাক্তার ঢাল), পোঃ - শ্যামসুন্দর, থানা - রায়না, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩ ৪২৪, পশ্চিমবঙ্গ। **জনাব শেখ সবুর আলী (অংশীদার, বন্ধকদাতা এবং জামিনদার)** বহরমপুর, পোঃ - শ্যামসুন্দর, থানা - রায়না, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩ ৪২৪, পশ্চিমবঙ্গ। **জনাবা ফিরোজা বেগম (অংশীদার এবং জামিনদার),** বহরমপুর, পোঃ - শ্যামসুন্দর, থানা - রায়না, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩ ৪২৪, পশ্চিমবঙ্গ। **শ্রী বাপন রায় (বন্ধকদাতা এবং জামিনদার)** বহরমপুর, পোঃ - শ্যামসুন্দর, থানা - রায়না, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩ ৪২৪, পশ্চিমবঙ্গ। **জনাব সফিকুল ইসলাম শেখ (বন্ধকদাতা এবং জামিনদার),** বহরমপুর, পোঃ - শ্যামসুন্দর, থানা - রায়না, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩ ৪২৪, পশ্চিমবঙ্গ। **শ্রী অমিত ভৌমিক (বন্ধকদাতা এবং জামিনদার),** ওল্ড জি. টি. রোড, পোঃ - শক্তিগড়, থানা - বর্ধমান, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩ ১০১, পশ্চিমবঙ্গ। **শ্রী রাজীব ভৌমিক (বন্ধকদাতা এবং জামিনদার),** ধান্যঘোরী বন্দর, হুগলী, খানাকুল - ২, পিন - ৭১২ ৪১৭, পশ্চিমবঙ্গ। **এছাড়াও-** শক্তিগড় দক্ষিণ বাজার, বর্ধমান, পিন - ৭১৩ ১৪৯, পশ্চিমবঙ্গ। খ) স্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লার্জ কলকাতা শাখা	**সম্পত্তি ৩: জনাব সবুর আলীর নামে অবস্থিত জমি এবং ভবন;** যা মৌজা - নান্দাল, জে.এল নং ২২, আরএস ও এলআর দাগ নং ২১৩৬/২৬৩৭, এলআর খতিয়ান নং ১৪০৩, নারুগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা - রায়না, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩ ৪২৪, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত ৯ (নয়) ডেসিমেল = ০.০৯ একর বাস্তু জমি এবং তদুপরি ভবন সম্বলিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা ১৫.০৬.২০১৫ তারিখের দলিল নং আই-২১৭৭ মূলে বিদ্যমান। **সম্পত্তির চতুঃসীমা-** উত্তরে- ১০ ফুট চওড়া রাস্তা এবং শেখ নাসির ও শেখ হিয়াকত আলীর বাড়ি দ্বারা, দক্ষিণে- অন্যদের ফাঁকা জমি দ্বারা, পূর্বে- শওকত আলীর বাড়ি দ্বারা, পশ্চিমে- অন্যদের কৃষি জমি দ্বারা।	**৫,৫১,৭৮,২৩৬.০০ টাকা** (পাঁচ কোটি একান্ন লক্ষ আটাত্তর হাজার দুইশত ছত্রিশ টাকা মাত্র) **০৩.০৫.২০২৩** অনুযায়ী তদুপরি পরবর্তী সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	**ক) ১৯,২৭,০০০.০০ টাকা ( )** (উনিশ লক্ষ সাতাশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ১,৯২,৭০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ বিরানব্বই হাজার সাতশত টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30101909643C** **ঙ) অনুমোদিত অফিসারের কাছে থাকা সর্বোচ্চ জ্ঞান ও তথ্য অনুসারে, সম্পত্তির উপর কোনো দায়ভার নেই।** **চ) গঠনমূলক দখল**

যোগাযোগের ব্যক্তি: কুনওয়ার জীতেন্দ্র সিং (অনুমোদিত অফিসার), মোবাইল নং - ৯৩২৪১ ৬৮৪৬৬

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

পরিদর্শনের তারিখ : ১৬.০৫.২০২৬ থেকে ০৪.০৬.২০২৬; সময় : সকাল ১০.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ০৫.০৬.২০২৬; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: (**https://baanknet.com**) এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, **অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, হেল্পডেস্ক নং : ৮২৯১২ ২০২২০।**
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ অংশীদার(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ১৫.০৫.২০২৬ অনুমোদিত অফিসার
স্থান: কলকাতা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Tender ID : 2026_WBPWD_5013902_1
NIQ No. 01 of 2026-27 of EE/NHD-VI
Invites Quotation for **"Providing round the clock security services by supplying of un-armed security personnel purely on temporary basis at different Government Stack yards, offices etc. under the jurisdiction of Executive Engineer, National Highway Division-VI, P.W. (Roads) Directorate in the district of Nadia during the financial year 2026-27."** Bid submission end dt. (On line)-05/06/2026 up to 2:00 P.M. Sd/- EE/ National Hwy Div.-VI.
ICA- T7917(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
NIeT No. 01/CSD of 2026-27, E.E.-I, Alipore Division, PWD.
Name of Work - Repair, renovation work (Civil) of new VIP lift well located at front side of Bhabani Bhawan main building at Alipore, Kol-27 during the year 2025-2026 (2nd Call). (Rs. 9,68,913.00). Bid Submission end date 29.05.2026 upto 15.00 P.M. Tender ID: 2026_WBPWD_5014079_1. Details will be available from the website http://wbtenders.gov.in and notice board of this office on all working days within office hours. Sd/- Executive Engineer-I, Alipore Division, PWD.
ICA- T7937(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
A.E., PWD, Kolkata Raj Bhavan Electrical Sub Division invites e-Tender vide N.I.T. No. WBPWD/AE-KRESD/NIT-02/2026-27 with Tender ID-2026_WBPWD_5014129_1 for "Replacement of old air conditioning machines at Governor's Suite at Second Floor of Main Building of Lok Bhavan Kolkata."Last date of bid submission is 28.05.2026 upto 1.00 p.m. Other details may be seen at Website : http://www.wbtenders.gov.in
ICA- T7956(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
E.E., Murshidabad Electrical Division, P.W.Directorate invites online tender for the following NIQ: NIQ No: WBPWD/EE/MsdED/58/e-Q of 26-27, Tender ID: 2026_WBPWD_5013869_1. Bid submission end date:- 18.05.2026 upto 12.00 hrs. Detail of Tender may be downloaded from website: http://wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, PWD, Murshidabad Electrical Division
ICA- T7935(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Online bids are invited by the undersigned for the following work as details given below : NIQ No. WBPWD/AE-HCESD/NIQ-05/2026-27; Tender ID : 2026_WBPWD_5014098_1. Name of Work : **Day to day operation of 2 (Two) nos. KONE make 06 passenger Lift (Honorable Judges lift) 10 stop V3F controlled Lift installed at Sesqui-centenary Building of Honorable High Court, Calcutta (For One Year).** Bid Submission End Date : 29/05/2026 up to 17-00 hrs.; Website: **https://etender.wb.nic.in** or **https://tenders.wb.gov.in** Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte., High Court Elecl Sub-Divn.
ICA- T7909(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer-I, P.W.Dte., Central Kolkata Health Electrical Division, P-12, C.I.T Road (1st Floor), Kolkata-14 invites e-tender (online) for the work of (1) Day to day operation for different type of AC Plants (Air-cooled Chiller/ Ductable Split/Ductable Package/ Tower AC etc.) at different places within the premises of CNMC for One Year .vide e-tender no. WBPWD/EE-I/CKHED/eNIT-03/26-27. Tender ID:2026_WBPWD_5014077_1 Bid submission end date (online) for the job is 27/05/2026 upto 14.00 P.M. Detail information /download/upload will be available from the website: http://etender.wb.nic.in, http://wbtenders.gov.in & http://pwdwb.in Sd/-Executive Engineer-I, Central Kolkata Health Electrical Division P.W.Dte.
ICA- T7925(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Basirhat Sub-Division, P.W.D. invites online e-Tender for the work of "Bamboo pilling on Sayestanagar-Kaijuri-Chituri Road of chainage 4.70 kmp to 5.07 kmp under Basirhat Sub-Division, PWD during the year 2025-26" and Other 1 (one) No. Of work. eNIT no. 02 of 2026-27 Tender ID:-2026_WBPWD_5014085_1. Bid submission start date (online) 22/05/2026 from 10:00 A.M. Bid submission end date (online) 05/06/2026 from 3:30 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T an Tender document may be downloaded from **https://tenders.wb.gov.in** Sd/- Assistant Engineer, Basirhat Sub-Division.
ICA- T7942(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
NIeT No. WBPWD/AE/CKHSD_II/ NIeT_02/2026-2027
A.E., Central Kolkata Health Sub Division-II, P.W.D. invites online tender for the work : "Dr. R. Ahmed Dental College & Hospital - Roof treatment work of Keyatala Staff Quarter of Dr. R. Ahmed Dental College & Hospital, Kolkata during the year 2026-2027." TENDER ID: 2026_WBPWD_5014072_1. Bid proposal Submission Closing/ end date: 15-06-2026 up to 3:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details may be obtained from : http://wbtenders.gov.in Sd/- A.E., Central Kolkata Health Sub Division-II, P.W.D., Kolkata - 14.
ICA- T7928(1)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154
PROCUREMENT OF DIFFERENT DIA PIPE & PIPE FITTINGS FOR 'NEW DRINKING WATER SYSTEM' UNDER TMD, STPS
Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/STPS/CC-5371, Dtd: 15/05/26
NIT No: WBPDCL/STPS/NIT/E4346/25-26
E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, STPS, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 2 Part bid system for **"Procurement of different dia pipe & pipe fittings for 'New Drinking Water System' under TMD, STPS". Tender Document Download Start Date:** 20.05.2026 from 15:00 Hrs., **Bid Submission End Date:** 02.06.2026 within 14:00 Hrs. **Contact Person:** Mr. D. Biswas, DGM (Purchase), STPS. **Contact No.:** 8336904045. **E-mail:** dbiswas@wbpdcl.co.in. For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**
ICA- T7902(3)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন:০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন নবপ্রভাত

ভূতের রাজা আছে

সম্প্রতি আমরা পেরিয়ে এলাম উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর জন্মজয়ন্তী, সেই উপলক্ষে তাঁরই শৈলীতে পুনঃরচিত প্রবন্ধ

শুভজিৎ বসাক

শহরের এক জীর্ণ কোণে, আধো-অন্ধকার এক বস্তিঘেঁষা আস্তানায় গুবলু আর ট্যাপার বাস। গুবলু কিঞ্চিৎ থপথপে, নাদুস-নুদুস; চোখে মোটা কাঁচের চশমা। আর ট্যাপা ঠিক তার বিপরীত; ডিগডিগে রোগা, লম্বায় যেন তালের ডিঙি, আর খিদের জ্বালায় সবসময় অস্থির। আজকের এই কৃত্রিম মেধার আস্ফালনে ওরা দুজনেই ব্রাত্য, যেন অ্যালগরিদমের ভুলে পড়ে থাকা দুটো অবান্তর ডেটা। পাড়ার মোড়ের ক্যাফেতে বসে যখন মেজোবাবুরা আইফোনের স্ক্রিনে আঙুল ঘষেন আর কচি-কাঁচারা মেটাভার্সের গোলকধাঁধায় মত্ত, তখন গুবলু আর ট্যাপা ছেঁড়া চটি বগলে নিয়ে অবজ্ঞার ধুলো মেখে ঘোরে।

পাড়ার লোকেদের কাছে ওরা ছিল 'অপদার্থ-শিরোমণি'। কেন? কারণ গুবলু কোনো বহুজাতিক সংস্থায় কোডিং করে না, আর ট্যাপা কোনো ইউটিউব চ্যানেলে ভ্লগ বানিয়ে লক্ষ লক্ষ 'লাইক' কুড়োয় না। তারা কেবল স্বপ্ন দেখে; পুরনো রূপকথার স্বপ্ন, লুপ্তপ্রায় সুরের স্বপ্ন। পাড়ার মোড়ল অবিনাশবাবু তো বিদ্রুপ করে বলেই দিয়েছিলেন, 'ওরে গুবলু, তোদের মতো জঞ্জাল দিয়ে ডিজিটাল ইন্ডিয়ার স্বপ্ন দেখা বৃথা। তোরা হলি এনালগ যুগের ফুরিয়ে যাওয়া ব্যাটারি।'

সেদিন ছিল এক বিশেষ লগ্ন। পঞ্জিকা মতে আজ সেই যুগন্ধর রূপকার উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর জন্মতিথি। অথচ আকাশ জুড়ে অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার। পাড়ায় বিশাল আয়োজন করে 'টেক-ফেস্ট' হচ্ছে। ড্রোনের ডানায় নীল আলো, লেজার শো-তে আকাশ বিদীর্ণ হচ্ছে। গুবলু আর ট্যাপাকে সেই চকমকি আসর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে কারণ তাদের মলিন বসন আভিজাত্যের পরিপন্থী। মনের দুঃখে ওরা দুজন শহরের উপকণ্ঠে সেই প্রাচীন বটগাছের নিচে গিয়ে বসল। যে গাছটাকে লোকে বলে 'অভিশপ্ত', যেখানকার অন্ধকারে নাকি মোবাইলের সিগন্যালও পথ হারায়।

ট্যাপা উদাস হয়ে বলল, 'জানিস গুবলু, আজ সেই মানুষটার জন্মদিন যার কলমে গুপি আর বাঘা প্রাণ পেয়েছিল। কত ভাগ্যবান ছিল ওরা! গান গেয়ে ভূতের রাজার দেখা পেয়েছিল। আর আমাদের দেখ, গান তো দূর, পেট ভরে খাওয়ার সংস্থান নেই।' গুবলু তার ভাঙা একতারাটা টুং করে বাজিয়ে বিষণ্ণ সুরে বলল, 'তোর মনে আছে সেই সুরটা? যেটা আমাদের ঠাকুরদা শিখিয়েছিলেন? উপেন্দ্রকিশোরের সেই রূপকথার ঘ্রাণমাখা সেকেলে মেঠো সুর?'

ঠিক সেই মুহূর্তে প্রকৃতি যেন থমকে গেল। বটগাছের ঝুরিগুলো হঠাৎ নীলাভ অগ্নিশিখায় জ্বলে উঠল। চারপাশের ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক স্তব্ধ করে দিয়ে এক অলৌকিক সুর-লহরী বইতে শুরু করল। বাতাসের মধ্যে হাজার হাজার জোনাকি সংবদ্ধ হয়ে এক অতিকায় অবয়ব তৈরি করল। সেই মূর্তির মাথায় মুকুটটা যেন কোনো সুপার-কম্পিউটারের চিপ দিয়ে তৈরি, কিন্তু চোখ দুটোয় সেই চিরচেনা রূপকথার মায়া; ঠিক যেমনটা গুপি-বাঘা দেখেছিল সেই অরণ্যে।

মূর্তিটি থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে এক অতিপ্রাকৃত ও বিকট নাকি সুরে বলে উঠল, 'অ্যাঁইইই! কে রে তোরাআআ? এই ডেটা-সেন্টারের যুগে কেন এমন মায়াবী সুর বাজাচ্ছিসসস?'

গুবলু আর ট্যাপা ভয়ে কাঠ। ট্যাপা আমতা আমতা করে বলল, 'আমরা... আমরা গুপি-বাঘার সেই আদিম সুরটাকে খুঁজতে চেয়েছিলাম রাজা মশাই। কিন্তু এই যান্ত্রিক দুনিয়ায় আমরা অপদার্থ।'

ভূতের রাজা হাহা করে নাকি সুরে হেসে উঠলেন। সে হাসিতে যেন আকাশ থেকে বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ ঝরে পড়ছে। তিনি বললেন, 'অপদার্থধধধ? এই যান্ত্রিক সময়ে যারা হৃদয়ের সুর মনে রাখে, তারাই তো আসল সার্থকতাআআ। তোদের এই আধুনিক সমাজ কেবল 'কানেক্টিভিটি' বোঝে, 'কানেকশন' বোঝে নাআআ। আজ সেই স্রষ্টার জন্মদিন, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছিলেন; তোদের সুরে তাঁরই সুবাস পেলামমম। তোরা সুরকে ভালোবেসেছিস, তাই আমি এলামমম।'

রাজা মশাই গুবলু আর ট্যাপাকে কাছে ডাকলেন। তার হাতে কোনো সেকেলে ঝুলি নেই, কেবল হাতের তালুতে এক অপার্থিব রুপোলি আভা। তিনি নাকি সুরে ঘোষণা করলেন, 'তোদের তিনটি বর দেববব। তবে আজকের যুগের মতো করে দেববব।'

১. প্রথম বর তোরা যখনই গান ধরবি, পৃথিবীর সমস্ত ডিজিটাল যন্ত্র স্তব্ধ হয়ে যাবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তোদের এই আদিম সুরের কাছে পরাস্ত হবে।

২. দ্বিতীয় বর তোদের উদরপূর্তির জন্য কোনো অ্যাপ বা ডেলিভারির প্রয়োজন হবে না। যা চাইবি, তা স্বর্গীয় স্বাদে হাজির হবে; রাসায়নিকমুক্ত বিশুদ্ধ অন্ন।

৩. তৃতীয় বর মানুষ তোদের পোশাক দেখে নয়, তোদের অন্তরের কম্পন দেখে সম্মান করবে। তোদের মস্তিষ্কই হবে পৃথিবীর সব খবরের উৎস, কোনো স্মার্টফোনের দাসত্ব করতে হবে না।

রাজা অদৃশ্য হওয়ার আগে সতর্ক করে গেলেন, 'মনে রাখিসসস, অহংকার যেন তোদের গ্রাস না করেএএ। তোরা কেবল আনন্দ বিলিয়ে যাবিইই।'

পরদিন সকালে পাড়ার সেই 'টেক-ফেস্ট'-এর সমাপনী অনুষ্ঠান। অবিনাশবাবু মাইক্রোফোনে প্রযুক্তির জয়গান গাইছেন। এমন সময় গুবলু আর ট্যাপা ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল। অবিনাশবাবু হাঁক দিয়ে বললেন, 'তোদের এখানে কী রে? যা, দূরে গিয়ে দাঁড়া।' গুবলু মুচকি হাসল। সে তার একতারাটার তারে একটি টোকা দিল। আর ট্যাপা ছোট একটা গলার টান দিল। মুহূর্তের মধ্যে এক জাদুকরী কাণ্ড! বড় বড় সাউন্ড সিস্টেমগুলো থেকে কেবল ঘড়ঘড় শব্দ বেরোতে লাগল। এলইডি স্ক্রিনগুলো নিভে গেল। কেবল ভেসে আসতে লাগল সেই মাটির সুর। অবিনাশবাবুর মুখের কথা আটকে গেল। গুবলু খাবারের কথা ভাবতেই মুহূর্তের মধ্যে রাজকীয় ভোজ সবার সামনে হাজির। যারা তাদের অপমান করেছিল, তারা আজ বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ।

শহরের এই আমূল পরিবর্তন আর অলৌকিক ক্ষমতার খবর দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল। এক বিচিত্র সামাজিক বিবর্তন শুরু হলো। এতদিন যে মেয়েরা গুবলু আর ট্যাপাকে দেখে নাক সিটকাত, 'বস্তির ছেলে' বলে এড়িয়ে চলত, হঠাৎ তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেল। পাড়ার তথাকথিত সুন্দরী তন্বী থেকে শুরু করে কর্পোরেট তরুণীরা পর্যন্ত গুবলু-ট্যাপার সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। আগে যারা তাদের মেসেজের উত্তর পর্যন্ত দিত না, তারা আজ তাদের আস্তানার সামনে ভিড় জমাতে লাগল। কেউ আসত অটোগ্রাফ নিতে, কেউ বা আসত স্রেফ তাদের একটুখানি স্পর্শের আশায়।

একদিন বিকেলে সুস্মিতা নামের এক উচ্চশিক্ষিতা তরুণী, যে আগে ট্যাপাকে 'লম্বা বাঁশ' বলে উপহাস করেছিল, সে হাতে একগুচ্ছ দামী গোলাপ নিয়ে এল। সুস্মিতা মৃদু হেসে বলল, 'ট্যাপা, আসলে আমরা তোমাকে চিনতে পারিনি। তোমার ভেতরের এই শিল্পীসত্তাই তো আসলে শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আজ সন্ধ্যায় কি আমার সাথে একটু কফি হবে?'

ট্যাপা একমুহূর্ত সুস্মিতার চোখের দিকে তাকাল। সেই চোখে আজ প্রশংসা আছে, কিন্তু তার থেকেও বেশি আছে স্বার্থসিদ্ধির হাতছানি। ট্যাপা বিনয়ের সাথে হাসল, কিন্তু তার কণ্ঠে ছিল বরফের মতো শীতলতা। সে বলল, 'সুস্মিতা, সেদিন যখন খিদের জ্বালায় আমি তোমাদের দরজায় একটু জল চেয়েছিলাম, তখন তোমরা বলেছিলে 'ডেলিভারি বয় ছাড়া আমরা কারও জন্য দরজা খুলি না'। আজ আমার কাছে অমৃত আছে বলে তোমাদের দরজা খুলে গেল? আমাদের সুর বদলায়নি সুস্মিতা, বদলেছে তোমাদের দেখার চশমা। আমরা সেই পুরনো বটগাছটার নিচেই ভালো আছি।'

গুবলুও একইভাবে রিয়া নামের এক পরিচিতার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'রিয়া, আমাদের এই স্থূল শরীর বা ভাঙা চশমাটা কিন্তু একই আছে। ডিজিটাল ফিল্টার দিয়ে আমাদের মন দেখা যায় না। তোমরা আমাদের রূপটা নয়, রূপের ক্ষমতাটাকে ভালোবাসতে চাইছ। আমাদের ক্ষমা করো।'

মেয়েরা হতবাক হয়ে দেখল, এই দুই যুবক যাদের তারা 'অপদার্থ' ভেবেছিল, তাদের আত্মসম্মানবোধ হীরের থেকেও উজ্জ্বল। গুবলু আর ট্যাপা প্রমাণ করে দিল, যারা প্রকৃত সুরকে চেনে, তারা মোহের কাছে মাথা নত করে না।

কিন্তু এই আনন্দের রেশ কাটার আগেই এক ঘোর বিপদ এল। এক অশুভ গুজবকে কেন্দ্র করে শহরে রাজনৈতিক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ল। আগুন, ভাঙচুর আর হাহাকারে আকাশ কালো হয়ে উঠল। ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু মানুষের মনের ভেতরের হিংসার ভাইরাস নেভানোর প্রযুক্তি কারোর কাছে নেই। তারা পৌঁছে গেল সেই রণক্ষেত্রে। গুবলু ধীরস্থিরভাবে তার একতারাটার তারে একটি বিশেষ কম্পন সৃষ্টি করল। ট্যাপা চোখ বন্ধ করে শুরু করল এক অতিপ্রাকৃত রাগিণী।

মুহূর্তের মধ্যে জাদুমন্ত্রে কাজ হলো! যারা একে অপরের দিকে পাথর ছুঁড়ছিল, তাদের হাতগুলো মাঝপথেই জমে গেল। হিংসায় জ্বলতে থাকা চোখগুলোয় হঠাৎ এক অদ্ভুত করুণা আর শান্তির ছায়া নেমে এল। তাদের হাতের অস্ত্রগুলো মাটির ওপর পড়ে 'টুনটুন' শব্দ করতে লাগল। রাজনৈতিক নেতাদের উস্কানিমূলক চিৎকার আর মাইক্রোফোনে শোনা গেল না; তার বদলে শহরের প্রতিটি কোণে কেবল সেই মোহময়ী সুর বাজতে লাগল।

প্রশাসনিক বড় কর্তারা কন্ট্রোল রুমে বসে নিজেদের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। আকাশ থেকে শুরু হলো এক অদ্ভুত সুগন্ধি বৃষ্টি। সেই বৃষ্টির স্পর্শে মানুষের মনের কালিমা ধুয়ে মুছে গেল। দেখা গেল, যারা কিছুক্ষণ আগে একে অপরের প্রাণ নিতে চাইছিল, তারা আজ একে অপরকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। কমিশনার সাহেব গদগদ হয়ে বললেন, ক্ষ্মএ কী ম্যাজিক! এ তো কোনো প্রযুক্তি নয়, এ যেন এক অলৌকিক আরোগ্য!ক্ষ্ম

গুবলু আর ট্যাপা নিজেরাও হতবাক। তারা দেখল, তাদের গানের জোরে একটিও প্রাণ অকালে ঝরে পড়ল না। ঠিক সেই মুহূর্তে তাদের কানের কাছে সেই পরিচিত নাকি সুর ভেসে এল, 'বেঁচে থাকক... তোরা আজ মানুষের জয় করলিইই। মানুষের প্রাণই সবথেকে বড় সম্পদডড। তোদের বর আজ সার্থককক!'

অবিনাশবাবু সহ পাড়ার যারা ওদের অবজ্ঞা করত, তারা আজ অনুশোচনায় দগ্ধ। শহরতলীতে শান্তি ফিরে এল। প্রশাসন তাদের সংবর্ধনা দিতে চাইল, কিন্তু গুবলু আর ট্যাপা সেই জাঁকজমক এড়িয়ে নিঃশব্দে সেই বটগাছটার নিচে ফিরে গেল। তারা আজ সুখী, কারণ তারা আজ উপেন্দ্রকিশোরের সেই গুপি-বাঘার মতোই সমাজের 'প্রাণভোমরা' রক্ষা করেছে। গল্পের শেষ দৃশ্যে দেখা যায়, সেই বটগাছের তলায় বসে ওরা ভূতের রাজার দেওয়া অমৃত-সমান মিষ্টান্ন ভাগ করে খাচ্ছে। আর মেঘের আড়ালে সেই জোনাকি দিয়ে তৈরি অপার্থিব মুকুটটা একবার ঝলসে উঠল।

ভূতের রাজা আছে। তিনি হয়তো সরাসরি আমাদের এই হাই-টেক জীবনে হস্তক্ষেপ করেন না, কিন্তু যখনই পৃথিবী তার ছন্দ হারায়, তখনই তিনি কোনো না কোনো গুবলু বা ট্যাপার একতারাতে সুর হয়ে ধরা দেন। আধুনিক সমাজ হয়তো তাদের ব্রাত্য করে রাখে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই শৈশবসুলভ সরলতাই অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরার একমাত্র পথ হয়ে দাঁড়ায়।

কালে কালে কলকাতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর

ডাঃ শামসুল হক

আকাশ থেকে উড়ন্ত পাখির মতো নীচে নেমে আসা এবং মাটির বুকে দেহ ছুঁইয়ে একেবারে স্থির হয়ে যাওয়া, সেইসময় সত্যিই একটা দর্শণীয় ব্যাপার ছিল বৈকি। আর কলকাতার উৎসাহী মানুষজনকে সেই দৃশ্য উপভোগ করার তাগিদেই তখন কলকাতার শেষ প্রান্তে বেছে নেওয়া হয়েছিল বন জঙ্গলে ঘেরা মাঝারি আকারেরই একটা জায়গাকে। দেখতে দেখতে সেই স্থানটাই এখন বিশাল আকার নিয়ে সমগ্র বিশ্ববাসীকেই তাক লাগিয়ে দিয়েছে।

সেটা ১৯২৪ সালের কথা। তারপর দেখতে দেখতে পার হয়ে গেছে অনেকগুলো বছর। গত বছরই শতবর্ষের চৌকাঠ ও পার করে দিয়েছে বিশ্বের ব্যস্ততম বিমানবন্দর কলকাতা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। সেইসময়ের ছোট্ট সেই বিমান ক্ষেত্রটা অবশ্য এই নামেই পরিচিত ছিল না। স্থাপনের সময় তার পরিচিত নাম ছিল কলকাতা এরোড্রাম। ১৯২৪ সালের প্রথমের দিকে তার স্থাপনার পর সেই বছরেরই নভেম্বর মাসের ১৮ তারিখে সুদূর আমস্ট্রারড্রাম থেকে একটা বিমান এসে নেমেছিল কলকাতার মাটিতে। সেইসময় কে. এল. এল বিমান সংস্থা ডাকোটা - ৩ নম্বর আমস্ট্রারড্রাম - বাতভিয়া (বর্তমান নাম জাকার্তা) রুটের প্রতিনিধি হিসেবে অবতরণ করেছিল এখানে। তখন অবশ্য সেখানে ছিল না আলোর কোন ব্যবস্থাও। তাই রাতের সেই অতিথিকে অন্ধকারের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য জ্বালানো হয়েছিল গাছের শুকনো পাতা, ঘাস ইত্যাদি সামগ্রীকে শুকনো কাপড়ে জড়িয়ে তৈরি করা বিশেষ ধরণের মশালের সাহায্যে।

সত্যিই সেটা একটা ইতিহাসও বটে। সেদিনের সেই দুর্লভ দৃশ্যের সাক্ষী থাকা মানুষজনদের মধ্যে নিশ্চয়ই আজ আর কেউ বেঁচে নেই। কিন্তু সেদিনের সেই ঘটনার সঙ্গেই জড়িয়ে আছে চরম বিস্ময়কর একটা স্মৃতিও। সেটা ভেবে আমরা সকলে ভীষণ পুলকিত ও হয়ে উঠি। আবার ভাবতেও বসি আকাশ পাতাল অনেক কিছুই। প্রায় সাড়ে ষোলশ একর জমির উপর স্থাপিত আজকের এই ঝাঁ চকচকে বিমানবন্দরের মোহময় সেই রূপটাকে দেখলে মনে পড়ে যায় তার অনেক পুরাতন ইতিহাসও। যেন একটা রূপকথারই গল্প। তাই পুরাতন সেই স্মৃতিটাকে রূপকথার কাল্পনিক একটা কাহিনী ভাবলেও ভুল হবে না।

দমদমের রয়্যাল আর্টিলারির পাশে অবস্থিত একটা খোলা মাঠকেই তখন বেছে নেওয়া হয়েছিল সমস্ত উড়ানের উপরে ওঠা বা নামারই জন্য। তার আগে ১৯২২ সালে তৎকালীন বাংলার গভর্নর স্যার ট্যানারি জ্যাকসন সাহেবের তৎপরতায় উদ্বোধন করা হয় ক্যালকাটা অ্যারোড্রাম বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাবের। তারপর তৈরি হয় কলকাতা এরোড্রাম। আর সেটাই হল কলকাতা বিমানবন্দরের পুরাতন নাম।

তারপর নিজস্ব গতিতেই চলতে থাকে সেখানকার কাজকর্ম। ১৯৩০ সালে তাকে ব্যবহারের উপযোগী হিসেবে গড়ে তোলা হয় এবং সারা বছর ধরে চলতে থাকে বিমান ওঠানামার কাজ। পরে সেখানে অন্যান্য বিমান সংস্থাও বানিজ্যিক ভাবে সেটা ব্যবহার করতে শুরু করে। আর সেইসময় আকাশ থেকে একটা বিমান নামলে সেখানে যেমন বসে যেত মানুষের মেলা, ঠিক তেমনই ওঠার সময় ও জমে যেত ভীড় এবং তাঁদের সাধের সেই উড়ান আকাশে ডানা মেলার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত অধীর আগ্রহে অপেক্ষাও করতেন।

তারপর বেশ চলছিল কলকাতা বিমানবন্দরের নিজস্ব দিনরাত্রি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বদলে যায় তার অবয়ব এবং বাড়তে থাকে তার গুরুত্বও। ১৯৩৯ সালে শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। আর শেষ হয়েছিল ১৯৪৫ সালে। অর্থাৎ টানা ছয় বছর ধরে চলেছিল সেই যুদ্ধ। ১৯৪২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের আর্মি এয়ার ফোর্সের সপ্তম বোম্বারমেন্ট গ্রুপ বার্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধের অভিপ্রায় নিয়েই এই বিমান বন্দরটা ব্যবহারের অনুমতি পায় এবং নিজের মতো করে ব্যবহার করতেও দেওয়া হয়েছিল। আর তারপরই গুরুত্ব বেড়ে যায় সেই বিমান ক্ষেত্রটিরও।

একটা সময় থেমে যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও। অত এব সংগ্রাম থেমে গেলে বন্ধ হয়ে যায় যুদ্ধ বিমানের অনবরত আনাগোনাও। কিন্তু বন্ধ হয়ে যায়নি তার বানিজ্যিক কাজকর্ম। বরং সেটা আরও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং বাড়তে থাকে সেখানকার যাত্রীবাহী বিমান এবং সেইসঙ্গে যাত্রী সংখ্যাও।

সেইসময়ই আবার ব্রিটিশ ওভারসিজ এয়ার ওয়েজ কর্পোরেশনের কর্মকর্তারা লণ্ডন থেকে চালু করেন কলকাতা রুটের জেট চালিত বিমান। আর সেটাই হল বিশ্বের প্রথম জেট চালিত যাত্রী পরিবহনও। তারপর ১৯৬৪ সালে কলকাতা দিল্লি রুটে চালু হয় প্রথম ভারতীয় অন্তর্দেশীয় জেট পরিষেবাও।

নয়ের দশকে ভারতীয় বিমান পরিবহন শিল্পের জগতে জেট এয়ারওয়েজ এবং এয়ার সাহারার মতো প্রথম সারির বিমান সংস্থাগুলো বিমান পরিষেবা চালু করলে কলকাতা বিমানবন্দরের গুরুত্ব বেড়ে যায় আরও বহুগুণ। পাশাপাশি বাড়তে থাকে যাত্রী সংখ্যা এবং অতি অবশ্যই তারপর বাড়তে থাকে তার বানিজ্যিক গুরুত্বও।

একশো বছর আগে অর্থাৎ ১৯২৪ সালে উদ্বোধনের সময় এই বিমানবন্দরের পরিচিত নামটি ছিল কলকাতা এরোড্রাম। পরে সেটার নামকরণ হয় কলকাতা বিমানবন্দর। ১৯৯৫ সালে স্বাধীনতা আন্দোলনের নির্ভীক সৈনিক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সম্মানার্থে তার নতুন নামকরণ হয় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। সেটাও আমাদের কাছে একটা গর্বের বিষয় তো নিঃশ্চয়ই।

ঐতিহ্যবাহী সেই বিমানবন্দর অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে অতিক্রম করেছে শতবর্ষের চৌকাঠও। সেই ঘটনাও আমাদের ভীষণভাবে পুলকিত করেছে আবার আগামী দিনে আমাদের সাধের সেই উড়ান ক্ষেত্রে নতুন নতুন আরও কত চমক দেখাবে সেটা দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষাও করব আমরা।